তপোবিধায়না

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তপোবিধায়না

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক ঃ

শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম প্রকাশ ঃ

রথযাত্রা,
১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৯

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ

১লা মাঘ, ১৩৯১

তৃতীয় প্রকাশ ঃ

১লা মাঘ, ১৪০২

মুদ্রক ঃ

শ্রীকৌশিক পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

Tapo-Bidhayana, Part I

by SRI SRI THAKUR ANUKULCHANDRA

3rd Edition, January, 1996

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অপ্রকাশিত বাণীর সংখ্যা অজস্র। আপাততঃ তার ভিতর থেকে মাত্র ৪৯৮২টি গদ্য বাণী নিয়ে বিষয় হিসাবে ভাগ ক'রে এক-এক বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে এক-একখানি পুস্তক প্রকাশ করা হ'চ্ছে। ১৯৬১ সাল থেকে সুরু ক'রে এ পর্য্যন্ত এই পর্য্যায়ে গদ্যবাণীসম্বলিত তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে। এই পুস্তকগুলির নাম যথাক্রমে 'ধৃতিবিধায়না' 'আচারচর্য্যা' ও 'প্রীতি-বিনায়ক'। 'তপোবিধায়না' এই অধ্যায়ের বাংলা গদ্য-প্রকাশনার চতুর্থ পুস্তক। 'সত্যানুসরণ' থেকে সুরু ক'রে গত ৪০।৪৫ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের নানাবিধ পুস্তক ক্রমাগত প্রকাশিত হ'য়ে চ'লেছে। সে-সব ইতিহাস বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজনবিধায় আমরা তা'র উল্লেখ করছি না। প্রকাশমান পুস্তকটি-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলিই আমরা এখানে পরিবেশন করব। আলোচ্য বাণীগুলি ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাই থেকে ১৯৫৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রদত্ত হয়। বর্ত্তমান পুস্তকের বাণীগুলিকে সঙ্কলকগণ সাধনা-সম্পর্কিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পুস্তকের নামকরণের জন্য উপস্থিত হ'লে তিনি নাম দেন 'তপোবিধায়না'। 'তপোবিধায়না' কথার অর্থ হ'ল তপস্যার বিশেষ পোষণ-সাধন।

এই পুস্তকে দীক্ষা, ইষ্টনিষ্ঠা, ইষ্ট-অনুজ্ঞা-পালন, জপ, ধ্যান, ধারণা, শব্দজ্যোতির অনুভূতি, সমাধি, মানসিক অন্ধতা, বধিরতা ও ক্লীবতার নিরসন, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ষট্‌কর্ম্ম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ইষ্টভৃতি, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসংশোধন, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার স্ফুরণ, পরিবেশের উন্নতি-সাধন, সংহতি, সহযোগিতা, নামরহস্য, আরাধ্যদর্শন, ঈশ্বরপ্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমার্থলাভ ইত্যাদি বিষয়,—এক-কথায় সমষ্টিসহ ব্যষ্টির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে সামগ্রিকভাবে বিবর্ত্তন ও উদ্বর্দ্ধনলাভের যাবতীয় নির্দ্দেশ সরস, মনোজ্ঞ ও অকাট্যভাবে, মনমাতান, প্রাণজাগান সুরে উদাত্তভঙ্গীতে ধ্বনিত হয়েছে। লেখাগুলির ছত্রে-ছত্রে অচ্যুত ইষ্টানুরাগ, নিষ্ঠানন্দিত ক্লেশসুখপ্রিয়তা ও নিরবচ্ছিন্ন অচ্ছিদ্র তাপস অনুশীলন-নিরতির জয়গান ঘোষিত হ'য়েছে। পড়তে-পড়তে মনোমন্দিরে আনন্দের মৃদঙ্গ বেজে ওঠে, সৌরত-সন্দীপনার দুর্ব্বার ঊর্দ্ধায়নী আকর্ষণ

অন্তরের পরতে-পরতে প্রবলভাবে অনুভব করা যায়। সযত্নলালিত পাপের মুখে আগুন দিয়ে অমৃত-অধ্যুষিত পুণ্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবার সঙ্কল্প জাগে।

আমরা এটা লক্ষ্য ক'রেছি যে নিত্য ও নিয়মিতভাবে তাঁর প্রজ্ঞানঘন অমৃত-বাণী অনুধ্যান-সহকারে অধ্যয়ন ও অনুসরণ করাটাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম অপরিহার্য্য সাধন-অঙ্গ। এতে নিরখ-পরখ ও আত্মনিয়মনের স্পৃহা না জেগেই পারে না। তারপর মস্ত কথা এই যে, বাণীগুলি এমন অসাম্প্রদায়িক, বৈজ্ঞানিক ও সার্ব্বজনীন পটভূমিকায় প্রদত্ত—যে দেশ-কাল-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আত্মসংগঠনকামী যে-কোন ব্যক্তি এর থেকে সহজেই সাধনপথে অগ্রসর হ'বার সাহায্য ও প্রেরণা সংগ্রহ ক'রে ধন্য হ'তে পারেন। এক-কথায়, বাণীগুলির মধ্যে এমন একটি গভীর, পূর্ণাবয়ব, নিটোল সর্ব্বার্থ-সঙ্গীতি ও সমন্বয়ের আন্তরিক সুর, স্বাদ ও মর্ম্মসঞ্চারী আবেশ পরিলক্ষিত হয়—যা' অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—ইষ্ট, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটা শাশ্বত যোগসেতু রচনা ক'রে মানবসন্তানের ক্রমাধিগমনের পথে এক মহত্তর ও পূর্ণতর পরিণতিকে স্বাগত জানায়, বিকাশ-ব্যাকুল প্রচেষ্টার এক নূতন দিগন্তকে উন্মোচিত ক'রে তোলে। বাংলা-অনভিজ্ঞ পাঠকগণও এগুলি পড়তে চান, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সমগ্র সাহিত্যের ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদের জন্য বহু অনুরোধ আমাদের কাছে এসেছে। আমরাও তা'র প্রয়োজন মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করি। যদিও এটা বুঝি—তাঁর কথার অনুবাদ অসাধ্য না হ'লেও সহজসাধ্য নয়।

পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে বর্ণানুক্রমিক সাধারণ সূচী ও শব্দার্থ-সূচী ইত্যাদি সংযোজিত হ'য়েছে। বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছাপায় ভুল-ত্রুটি থাকা সম্ভব; সন্ধিৎসু পাঠকগণ এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে পরবর্ত্তী সংস্করণের নির্ভুল প্রকাশনার ব্যাপারে সহায়তা হবে।

'তপোবিধায়না' আমাদের জীবন ও চরিত্রকে তপস্যাপূত, সংযত, সুকেন্দ্রিক, সংহত ও ধারণ-পালন-পোষণ-পারঙ্গম ক'রে তুলুক—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
ইং ২৫।৫।১৯৬২
১১ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৬৯

দয়াল ! স্থজন-সংরক্ষক !
জীবনজ্যোতিঃ !
ঊষা তা'র রূপলাবণ্যে
দিগ্বলয়কে
নানা রঙ্গিল ছন্দে
ললিত-রাগিণী মূর্চ্ছনায়
মধুদীপ্ত ক'রে তুলেছে ;
নবীন অরুণ
অভ্যুদয়ী প্রণবছন্দে
বীচি-বিকিরণ বিচ্ছুরিত ক'রে
উদ্দৃপ্ত উদ্যমে জেগে উঠলো,
ক্রমপদবিক্ষেপে সবিতা
আত্মবিকাশ ক'রে চ'লেছে,
জীবনমন্দিরে ঘণ্টা, শঙ্খ, কাঁসর
বেজে উঠলো,
ধী
চকিত চেতনায়
মলয়-রঞ্জনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে,
চেতনা
শ্লথ-তন্দ্রামুক্ত হ'য়ে
কর্ম্মঠ আবেগে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠছে—
তপস্তৃপ্ত মধু-সন্দীপনায়
মধুছন্দে
আবেগফুল্ল মধু-কম্পনে ;
সবিতা-দীপ্ত ঐ সংরক্ষণী আবেগ তোমার
আমাদের শ্রদ্ধাকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক,

শ্রমকে সুখদীপ্ত ক'রে তুলুক,
মেধাকে স্নিগ্ধ-অচ্যুত ক'রে তুলুক,
শ্রেয়তে আমাদের হৃদয়
সংবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
উচ্ছলিত অন্তরে
আমাদের সেবানুচর্য্যা
প্রীতিসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
আবেগ
একনিষ্ঠ অন্তরে নিয়োজিত হ'য়ে
নিষ্পন্নতায় আমাদের কৃতী ক'রে তুলুক,—
সম্বুদ্ধ, ক্ষিপ্রসম্বেগী,
ভ্রান্তিরহিত সমাহিত প্রত্যয়ের
অধিকারী ক'রে তুলুক ;
শ্রদ্ধা আসুক,
শান্তি আসুক,
স্বস্তি আসুক,
আনত সম্বেগে
তোমাতেই
সবাই সার্থক হ'য়ে উঠুক।
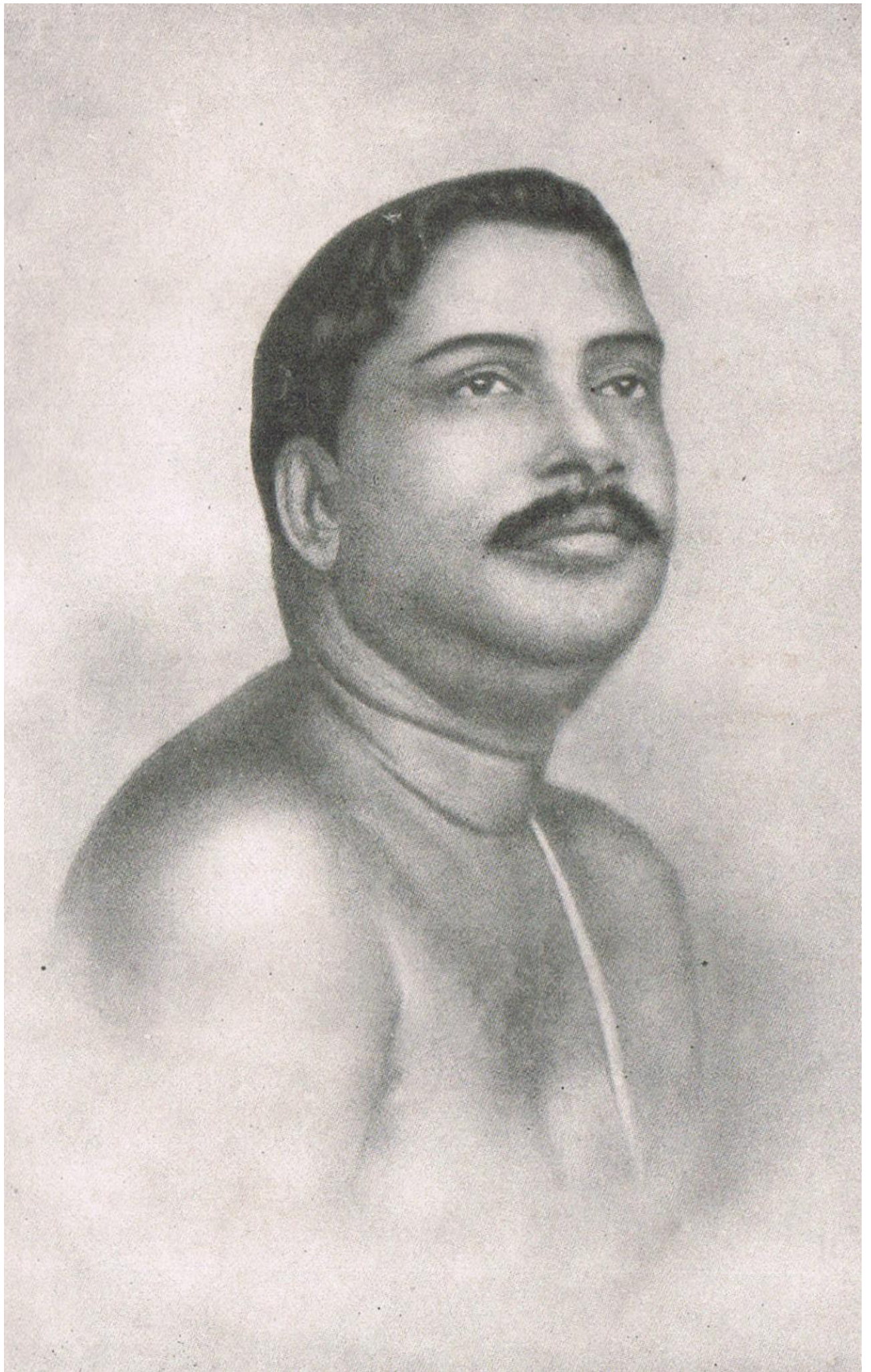
তপোবিধায়না

[১ম খণ্ড]

সাধনা

স্বভাবই সিদ্ধির প্রথম উপকরণ। ১।

যোগচ্যুতি যেখানে যেমনতর
ভ্রান্তিও সেখানে তেমনতর। ২।

বাস্তবে যা'র
ভাবী হ'য়ে উঠবে তুমি যেমন,
প্রভাবও হবে তোমার তেমনই। ৩।

মানুষ সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যা নিয়ে যেমন করে—
তেমন হয়,
আর, পায়ও তেমনি। ৪।

ঈশ্বরে বা ইষ্টে বস্তুনিরপেক্ষ নিবেদন
মানুষের সুকেন্দ্রিক সংস্থিতিকে ব্যাহত ক'রে
মিথ্যাচারেই পর্য্যবসিত ক'রে তোলে। ৫।

যুক্ত হও—
অন্তরাসী অনুরাগ-উদ্দীপ্ত
দায়িত্বশীল অনুপূরণা নিয়ে,
আর, অমনতর যোগই
যোগ্যতার অনুপ্রেরক। ৬।

যুক্ত হও,
অনুশীলন কর,
যোগ্য হ'য়ে ওঠ,
আর, এই যোগ্য হওয়ার ভিতর-দিয়ে

তুমি হবে,
এই হওয়াই প্রাপ্তি,
তুমি পাবে তা'ই । ৭ ।

সার্থক যোগসঙ্গতি
ও ধারণার ধৃতিসম্বেগ
যেখানে পরাক্রম-প্রবুদ্ধ—
নিশ্চয়ী প্রণিধান-প্রদীপ্ত,
ঠিক বুঝো—
প্রত্যয়ও সেখানে প্রাঞ্জল ;
প্রত্যয়ের খাঁকতি থাকলেই
বোধিসত্তা সেখানে
দোদুল্যমান হ'য়ে থাকে । ৮ ।

সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
যতই সংযত হ'তে পারবে—
আত্মনিয়মনী অনুশীলনে,
তোমার সে-সংযম
বাস্তব হ'য়ে উঠবে ততই,
কাল্পনিক অভ্যাস
বাস্তবে মূর্ত্ত হয় কমই । ৯ ।

উপদেশ বা বুঝ
যতক্ষণ না কাজে প্রকট হ'য়ে
অভ্যাসে স্বতঃ হ'য়ে উঠছে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার সার্থকতার
তা' কিছুই নয়কো,—
শুধুই কচকচি সার । ১০ ।

কোন স্বভাব বা গুণকে
আয়ত্ত ক'রতে হ'লে
পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ক'রে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে হবে তা'তে,
কাজে না ক'রে শুধু চিন্তায়
চলবে না কিন্তু। ১১।

সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধোৎকর্ণ হ'য়ে থাক,
প্রেরণা নাও,
পেয়ে নিজেকে অনুপ্রেরিত ক'রে তোল,
কর—নিখুঁত নিষ্পন্নতায়,
অনুশীলনী যোগ্যতায় যাগদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
তদনুগ প্রাপ্তিতে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চল। ১২।

নৈষ্ঠিক তাৎপর্য্য নিয়ে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
ও সহৃদয়তার সহিত
শ্রদ্ধার্হ চলনে
চলন্ত ক'রে রাখ তোমার জীবনকে—
সেবানুকম্পী সাহচর্য্যে,
সৌষ্ঠব-সুন্দর জীবনের দাঁড়াই এই,
সম্মান অভিনন্দিত ক'রবে তোমাকে। ১৩।

তোমার জীবন-প্রেরণা দিয়ে
প্রেয়চর্য্যা যতক্ষণ প্রথম হ'য়ে চলবে সক্রিয়তায়,—
গুণ ও কর্ম্ম
অর্জ্জন-তাৎপর্য্যে
প্রতুল অভিনন্দনায়
মুখ্য অধিগমনেই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে—
ব্যত্যয়-অতিক্রমী বীর্য্যবত্তা নিয়ে। ১৪।

তোমার আদর্শানুরাগ-সম্বদ্ধ চিন্তা,
অভ্যাস, আত্মনিয়মন, চাল-চলন,
অনুভূত বোধদর্শন, জ্ঞান ও যোগ্যতা
যেমনতর সার্থক-সঙ্গতি লাভ ক'রে
যে-স্বভাবে অভিব্যক্তি লাভ ক'রেছে,—
তুমি সেই স্তরেরই মানুষ,
এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন
স্তরভেদও তেমনি। ১৫।

মানুষ একমনা হয় তখনই,—
শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠা নিয়ে
সে যখন
তা'র জীবনে যা' ভাবে, যা' করে,
সবগুলি
ঐ স্বার্থে অর্থান্বিত ক'রে
বোধ ও চলনার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'রই পরিপোষণ-তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে থাকে—
তদনুগ আরতি-প্রবণতার স্বতঃ-চলনে। ১৬।

সুকেন্দ্রিক সার্থক-তৎপরতা নিয়ে
প্রকৃষ্টভাবে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বাস্তবে গ'ড়ে তুলবে যেমনতর,
তোমার প্রভাবও
পরিব্যক্ত ও ব্যাপ্ত
হ'য়ে পড়বে তেমনি ;
তাই, সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
কেন্দ্রানুপ্রেরণায়
নিজেকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোল,
ঐ প্রভাবের ভিতর-দিয়ে

নিজেকে বাস্তবভাবে গ'ড়ে তোল ;
যে-কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বের ঐ প্রভবতা—
তা'ই-ই তোমার প্রভাবের উৎস। ১৭।

শ্রেয়-নিদেশ যা'ই হো'ক না কেন,
শ্রেয়-সঙ্কল্প যা'ই হো'ক না কেন,
যা' করবার
ত্বরিত তৎপরতায়
তা'কে নিষ্পন্ন করবেই কি করবে—
মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য রেখে,
উপযুক্ত ব্যবস্থিতির
বিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
এই ত্বরিত নিষ্পন্নতার
অভ্যস্ত আকৃতি
ত্বরিত-অনুশীলনী যোগ্যতায়
আরূঢ় ক'রে
তোমাকে এমনতর কৃতবিদ্য ক'রে তুলবে,
যা'তে তোমার সম্ভাব্যতাকে দেখে
তুমিই অবাক্ হ'য়ে উঠবে একদিন—
বিস্ময়ী মূর্চ্ছনায়। ১৮।

যে কারণ-উৎস হ'তে
তোমার সম্ভব হ'য়েছে,
তোমার প্রবৃত্তিগুলি
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
বৈধী-নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
আচার্য্য-অনুশাসন-অনুশীলনায়
তঁত্তপা হ'য়ে ওঠ—
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ অনুপ্রাণতা নিয়ে ;
এমনি ক'রেই বহুদর্শিতা লাভ ক'রবে,

ঐ বহুদর্শিতা বিন্যাসলাভ ক'রে
একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে উঠুক
তোমার ব্যক্তিত্বে,
তা'তেই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ তুমি,
আর, সিদ্ধির সার্থকতাই ওখানে। ১৯।

তুমি বাস্তবে যতই
যেমনতর হ'য়ে উঠবে—
প্রশ্নশূন্য পরিবেদনার ভিতর-দিয়ে,—
তুমি যে অমনতর হ'য়ে উঠেছ,
সে-সম্বন্ধে অবহিতি
কমই হবে তোমার ;
অভ্যাস যখন বিনায়নী ব্যবস্থিতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
সে তা'র স্বতঃ-অভিব্যক্তি নিয়ে
জাগ্রত হ'য়েই থাকে,
তাই, কী হ'লাম, না-হ'লাম—
এ প্রশ্নও তা'র থাকে না ;
যেমন, যখন জেগে থাক,
জেগে থাকার চেতনা তখন কমই থাকে,
কিন্তু ক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। ২০।

অনুশীলন কর,
অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে তোল,
বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে চরিত্রগত ক'রে তোল—
তোমার ইষ্ট, প্রেষ্ঠ বা শিক্ষক হ'তে
যা' পেয়েছ, বুঝেছ—তা'র যা'-কিছুকে
সামঞ্জস্যে এনে
সার্থক অন্বয়ে
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে
আগ্রহমুখর সক্রিয় সম্বেগ-সন্দীপনায় ;

নয়তো, লাখ বছর
ইষ্ট, শিক্ষক বা প্রেষ্ঠসংসর্গ কর না কেন,
সৎসঙ্গে
তোমার বৃত্তি-পরিচর্য্যা নিয়ে
লাখ বছর থাক না কেন,—
তোমার জীবনে কিছুই
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে না—
বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ-পরিবেদনায়। ২১।

শ্রদ্ধা বা স্নেহ-অভিষিক্ত
দান, সেবা ও সমর্থন—
তা'র থেকেই হয় মমতার উদ্ভব ;
প্রিয়পরমের প্রতি অমনতর
নিত্য-নৈমিত্তিক দান,
নিত্য-নৈমিত্তিক সমর্থন,
নিত্য-নৈমিত্তিক সাত্ত্বিক সমঞ্জস-সমাবেশী
প্রগতি-পরিচর্য্যী অধ্যবসায়ী সেবা,
তাঁ'র জন্য তোমার যোগ্যতা-অনুপাতিক
শ্রদ্ধাভিষিক্ত আহরণ ও অবদান,
এমন-কি, পত্র, পুষ্প, ফল, জল পর্য্যন্তও
তাঁ'র প্রতি তোমার মমতা বাড়িয়ে
তোমাকে তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত ক'রে তোলে। ২২।

যেমন তোমার শারীরিক বাঁধন আছে ব'লেই
জীবনপ্রবাহ মনে তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলছে,
আর, তা' দিয়েই
সুকেন্দ্রিক অনুসন্ধিৎসায়
উদ্গতির সম্ভাব্যতা তোমাতে
উন্মুখ হ'তে চলেছে,
তেমনি সত্তা-সংরক্ষী ধর্ম্মপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে

আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
কৃষ্টির বাঁধনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
অন্তঃকরণকে ভূমায় উদ্ভিন্ন ক'রে
বহুদর্শিতার সার্থক অন্বয়ে
জ্ঞানপদবিক্ষেপে
তপশ্চরণে
অব্যয়ী-প্রজ্ঞায় উপনীত হওয়ার সম্ভাব্যতা
তোমাতে স্ফোটনোন্মুখতায় চলেছে। ২৩।

তোমার যা'-কিছু সবকে ভক্তি-অনুপ্রাণনায়
পিতামাতায় সংহত ক'রে
পিতৃমাতৃভক্তি-সহ তোমাকে নৈবেদ্য ক'রে
ইষ্ট বা আচার্য্যসকাশে উপনীত হ'য়ে
দীক্ষায় অভিষিক্ত হওতঃ
তঁদনুগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সার্থক যতক্ষণ না হ'চ্ছ—
অচ্যুত সক্রিয় আনতি নিয়ে,—
তোমার ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনুষ্যত্বে
উন্নীত হওয়া সুদূরপরাহত,
তোমার ব্যক্তিত্ব খণ্ডবোধির
বিচ্ছিন্ন ভ্রমসঙ্কুল ইতস্ততঃ
ঘূর্ণি নিয়েই চ'লতে থাকবে
ঐ বিচ্ছিন্ন জলুষকেই বিকীর্ণ ক'রে,
তুমি লাখ গরব কর—
গরীয়ান্ মর্য্যাদা তোমাতে
কিছুতেই সার্থক হ'য়ে উঠবে না। ২৪।

তোমার ইষ্টনিষ্ঠা চিরন্তনী হ'য়ে
নিরন্তর তোমাকে আপ্লুত রাখবে কিনা—
এ-কথা ভাবতেও যেও না,
বলতেও যেও না,

আর, কাজে-কর্ম্মে, কথায়-বার্ত্তায়
তা'র কোন অভিব্যক্তিও দিতে যেও না,
ঐ ভাবা বা বলাই
অন্তরায়কে প্রশ্রয়ে উস্কে দেওয়া ছাড়া
আর-কিছুই নয় কিন্তু ;
বৃত্তির ঘূর্ণিতে ঐ নিষ্ঠার
ক্রম-তারতম্য হ'লেও
ঝাঁকি দিয়ে ঠিক ক'রে নিয়ে
কায়মনোবাক্যে সেই চলনেই চলতে থাক—
সশ্রদ্ধ হ'য়ে, শ্রদ্ধার্হ চলনে,
সেবা, নিদেশপালন, তপ
ও অনুভূতির সুষ্ঠুতা নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে
বাস্তব সক্রিয়তায়,
যুক্ত থাক,
ঐ যোগের অনুপ্রাণনাই
তোমাকে সুকৌশলী কর্ম্মী ক'রে তুলবে,
কৃতী হ'য়ে কৃতকার্য্যতা-লাভের তুকই কিন্তু ঐ। ২৫।

তুমি যখন সুনিষ্ঠ অনুরাগ নিয়ে
তোমার ব্যবহার ও চরিত্রকে
তাঁতে—ঐ ইষ্টপুরুষে
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলতে থাক—
প্রবৃত্তিগুলি যখন তোমার
অনুরাগ-উদ্দীপনায় কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থক সামঞ্জস্যে
ঐ প্রেরণায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
একটা অন্বিত বোধি-সংহতি নিয়ে
ক্রিয়াশীল হ'য়ে চ'লতে থাকে,
সেই অনুপ্রেরণার প্রতিক্রিয়ায়
পরিস্থিতিও অনাহূতভাবে

বিশেষ-বিশেষ ব্যবহার ও সঙ্গতি নিয়ে
তোমার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে,
তোমার যোগ্যতা বোধকুশল-কৌশলে
যতই যেমনভাবে তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
স্বস্থ ও সংহত ক'রে তুলতে পারে,—
আশীর্ব্বাদ-উদ্দীপ্ত বিভূতিও তোমাকে
সেইরূপ সেবার উপঢৌকনে
নন্দিত ক'রে চলবে ;
আর, ওখানেই হ'চ্ছে—
তোমার ভগবান্
তোমার কাছে তেমনতরই
অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ;
তাই, গীতায় ভগবান্ বলেছেন—
"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। ২৬।

জ্ঞানযোগ মানেই হ'চ্ছে
যুক্ত হ'য়ে জানা,
তোমার সক্রিয় সুকেন্দ্রিক
শ্রদ্ধোষিত আগ্রহ-তৎপর অনুচর্য্যা
সন্ধিৎসা নিয়ে
যতই সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিতে
সুবীক্ষণ-তৎপরতায়
দক্ষকুশল অনুনয়নী-আত্মবিনায়নে
ধ্যাননিরতি নিয়ে
যা'-কিছুকে জেনে
তদর্থে অর্থাৎ ঐ কেন্দ্রার্থে
অন্বিত ক'রে তুলে
বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
জানার যা জ্ঞানের
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতির সহিত
বোধিসত্তাকে বিনায়িত ক'রে তোলে,

বাস্তবিকতার বিহিত ক্রমও
তোমার কাছে নির্দ্ধারিত হ'য়ে ওঠে ততই,
জ্ঞানযোগ কিন্তু ওই-ই। ২৭।

অনুভব কর সব-কিছুকেই,
কিন্তু অভিভূত হ'তে যেও না—
এক আদর্শ বা ইষ্ট ছাড়া। ২৮।

শিষ্যত্বে যে যত অমলিন
শাসিতও সে তত সুন্দর। ২৯।

সুকেন্দ্র-সংশ্রয়ী তপ বাড়ায় যোগ্যতা,
আবার, যোগ্যতা
ব্যক্তিত্বকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে
বোধি-সঙ্গতি নিয়ে,
সমাহারী সমাবেশে। ৩০।

বোধিপ্রবুদ্ধ হ'য়ে
কুশল অনুচর্য্যায়
ইষ্টার্থনিবদ্ধ হও,
ব্যক্তিত্ব আপনিই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে। ৩১।

সত্তায় সংগ্রথিত হ'য়ে
চরিত্রে যা' বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে তোমার,
প্রাপ্ত অর্থাৎ আপ্তীকৃতও হ'য়ে ওঠে তা'ই,—
তা' তুমি বোধ কর বা না কর,
সান্নিধ্য-সন্নিবেশিত পরিবেশ
তা' উপভোগও ক'রে থাকে তেমনই। ৩২।

বিষয়ে অনুবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ো না,
বিষয়ের ঊর্দ্ধে থেকে

উপচয়ী ইষ্টানুগ পন্থায়
তা'কে নিয়ন্ত্রিত কর,
তোমার প্রচেষ্টা সার্থক হ'য়ে উঠবে,
আর, বিষয়ও তোমাকে
পীড়িত ক'রে তুলতে পারবে না—
বিষাক্ত বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রে। ৩৩।

ভক্তি যা'র ভঙ্গুর, অশ্রেয়পন্থী,
তপও তা'র স্তেয়-তাৎপর্য্যশীল,
বোধ ও ব্রহ্মজ্ঞান তা'র মিথ্যা,
অমনতর ভক্তি
ঔদ্ধত্য ও গর্ব্বেপ্সার বাহানা মাত্র। ৩৪।

তোমার আধ্যাত্মিক অনুভূতি
ব্যবহারে যতক্ষণ প্রকট না হ'চ্ছে
অথচ প্রবৃত্তি-অভিভূতি নিয়ে চ'লেছ—
সে-অনুভূতি অনাসৃষ্টিরই
ভণ্ড চলন ছাড়া আর কিছুই নয়। ৩৫।

আচার্য্যের নির্দ্দেশ পালন কর—
দ্বিধাক্ষুব্ধ না হ'য়ে
অচ্যুত আগ্রহ-অনুচর্য্যায় ;
এই হ'চ্ছে একমাত্র পথ
যা'তে তুমি অন্বিত-সঙ্গতিতে
কৃতী হ'য়ে উঠতে পার। ৩৬।

কেন্দ্রায়ণী চর্য্যা উপেক্ষা ক'রে
যদি শুধুমাত্র ব্রহ্ম-কল্পনা-তৎপর থাক,
ব্রাহ্মী-মরীচিকা-মৃষ্ট হ'য়ে
নির্ব্বিশেষ বাস্তব হ'তে বঞ্চিত হবে—
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতির
প্রাজ্ঞপ্রদীপনাকে মূঢ় ক'রে। ৩৭।

যে-সাধুত্ব মানুষকে অসাধু ক'রে তোলে,
সত্তা, সংস্থা ও সংহতিতে
সংঘাত নিয়ে আসে,—
অসাধুত্বের প্রকট মূর্ত্তি কিন্তু তা'ই। ৩৮।

তোমার সাধুত্ব যেন বন্ধ্যা না হয়,—
অপচয়ী, কূটকৌশলহারা,
দূরদৃষ্টিহীন, বিপর্য্যয়ী বিভ্রান্তির আমন্ত্রক
যেন না হ'য়ে ওঠে তা',
কদর্য্য যা'
গুরুদক্ষতার সহিত হানা দিয়ে
তা'কে যেন অবলুপ্ত ক'রে দিতে পারে তা';
ক্লীব সাধুত্ব কিন্তু সর্ব্বনাশা,
সুনিষ্ঠ, ইষ্টকেন্দ্রিক, সর্ব্বদক্ষ,
পরাক্রমী সাধুতাই
শৌর্য্য ও বীর্য্যবত্তা নিয়ে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে সবাইকে। ৩৯।

যে-অনুভব বোধিকে
দীপ্তিমান্ ক'রে তোলে,
উদ্যমী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
অনুশীলনায় উদ্যোগী ক'রে তোলে,
নিষ্পন্নতায় কৃতার্থ ক'রে তোলে,—
যোগ্যতা সার্থক হ'য়ে ওঠে সেখানে। ৪০।

সার্থক বোধ-বিধায়িত সঙ্গতিশালিন্যে
তোমার চলন-চরিত্র
সক্রিয় তৎপরতায় রঙ্গিল হ'য়ে উঠেছে
যেমন যতটুকু—যা'তে,
প্রাপ্তিও হবে তোমার তা' তেমনই,
ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠবে তেমনতরই। ৪১।

অন্তঃ ও বাহিঃপ্রকৃতির
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতিশালিন্যে
ধী-বিনায়িত ব্যক্তিত্ব
বোধি-বিভূতি নিয়ে
চরিত্রে যা'র
যেমনতর ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে—
বাস্তব-বিকিরণী করণদীপনায়,
সে-ই তেমনতরই উন্নত—
আধ্যাত্মিকতায়
বাস্তব বিষয়ের বিহিত বিন্যাস নিয়ে। ৪২।

সময়-সঙ্গতিতে
তুমি যেখানে যেমন
সঙ্গতিশীল নিষ্পাদন-তৎপর—
শ্রেয়তপাঃ, শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী হ'য়ে,
তোমার অন্তর-বাহিরের
সুসঙ্গত পরিক্রমা নিয়ে,—
তোমার সাধুত্বও সেখানে
তেমন স্ফুট-সম্বেগী ;
সৎ যা',
সাধু যা',
শুভ-নিষ্পাদনী যা',
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে তা'ই-ই। ৪৩।

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুধ্যায়িতাপূর্ণ তপশ্চর্য্যা
দৈহিক উপাদানের
তপানুপাতিক বিহিত বিন্যাসে
তদনুশীলনী তাৎপর্য্যে
অভ্যাস ও চলনের নিয়ন্ত্রণে
জীবনকে সমুন্নত
ও সুসম্বদ্ধ ক'রে তোলে। ৪৪।

তপশ্চর্য্যা যতক্ষণ পর্য্যন্ত
বৈধানিক উপকরণ বা উপাদানের
বিহিত বিন্যাস না আনে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তা' স্থায়ী হয় না,
সুসিদ্ধ হয় না,
আবার, সুসিদ্ধ ও স্থায়ী হ'লে
তা' কোনক্রমে বিশীর্ণ হ'য়ে গেলেও
পুরশ্চরণী তপস্যায়
পুনরায় সুসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাব্যতা থেকেই যায়—
অবশ্য তা'র জৈবী-সংস্থিতিতে
যদি কোন ব্যতিক্রম না ঘ'টে থাকে। ৪৫।

তোমার সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
কুশল-কৌশলী বোধায়নী নিয়ন্ত্রণ
সৌকর্য্য-তৎপরতায়
শাতনী পরিক্রমাকে শায়েস্তা ক'রে
যতই ঈশ-বিভায়
আলোক-সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে—
সুসংগত অনুচর্য্যায়,—
বোধিপ্রখর কূটদৃষ্টির কৌটিল্য-অনুশাসন
সুধী-সার্থকতায়
ইষ্টার্থ-পরিবেদনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে ততই—
পরিপ্রীণনী পরিচর্য্যায় ;
আর, সাধু মানেই
সু-সম্পন্ন বা সুষ্ঠু নিষ্পাদন করে যে,
তুমিও অসৎকে নিয়ন্ত্রণ কর,
সাধুবাদে অভিষিক্ত হও। ৪৬।

মন্ত্রের মানস-কথনকেই জপ বলে,
আর, ঐ মন্ত্র-তাৎপর্য্য কেমন ক'রে

কোন্ উপাদান-সংহিতি নিয়ে
কেমন গুণান্বিত হ'য়ে
কেমনতর অভিব্যক্তি লাভ করে বা ক'রেছে,—
সন্ধিৎসা ও সম্বীক্ষণী বোধি নিয়ে
তা' অনুধাবন করাই তদর্থ-ভাবনা। ৪৭।

যে-অনুধ্যায়ী আবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
বোধদ্যুতির অনুবেদনায়
কোন-কিছুর মর্ম্ম প্রকাশিত হ'য়ে
কান্তিতে বিন্যাসপ্রাপ্ত হয়,
ঐ অনুপ্রেরিত পরিবীক্ষণার বোধপ্রকাশই
জ্যোতিঃ ব'লে অভিহিত হয়,
যা'র ভিতর-দিয়ে দর্শন সংঘটিত হ'য়ে থাকে ;
ব্রহ্মজ্যোতিঃ, দেবজ্যোতিঃ
বা সাধ্যবস্তুর প্রকট-দীপনা
যা' তত্ত্বতঃ-তথ্যে আবির্ভূত হ'য়ে
বোধে বিকাশলাভ করে,—তা' ঐ। ৪৮।

তোমার বোধিকে বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে নিয়ন্ত্রণে
দক্ষ কৃতী প্রাচুর্য্যের সুসঙ্গতিতে
উন্নত ক'রে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
যতই নিয়োজিত করতে পারবে—
সময় ও অবস্থার আনুকূল্যে
শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণে,—
বিজ্ঞতাও ততই উৎক্রমণী পদক্ষেপে
প্রাজ্ঞ-প্রবর্দ্ধনায়
অভ্যর্থনা ক'রতে থাকবে তোমাকে,
আর, মনুষ্যত্বের বাস্তব বিকাশও ওতেই। ৪৯।

পুত্রের আবির্ভাব
পিতাকে যদি প্রদীপ্ত ক'রে না তুললো—
তোমার বোধি-চক্ষুতে,—
তোমার অন্তরে
চ্যুতিহীন সন্ধিৎসানীতি
অতি মন্থর,
তুমি পিতার খোঁজে
পুত্রের নিকট থাকনি,
সঙ্কীর্ণ প্রত্যাশা-আবিল তৎপরতা নিয়ে
তুমি পুত্রের সেবা করেছ
তোমারই জন্য,
পিতার জন্য নয়কো ;
ঐ সংস্রব তোমাকে যা' ক'রেছে,
তুমি তা'ই হ'য়েছ। ৫০।

জীবনকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল,
সাবুদ ক'রে তোল,
যমন-দীপনায় শায়েস্তা ক'রে তোল,
নিজের বিহিত প্রয়োজন যা'
তা'তেই তৃপ্ত থাকতে অভ্যস্ত হও ;
কিন্তু যোগ্যতায় বিশাল হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনায় ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠ,
বোধদর্শিতায়
সঙ্গতিশীল অন্বিত বিনায়নতৎপর হ'য়ে
বোধিদৃষ্টির দীর্ঘ বীক্ষণে
নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে তোল,
আর, ঐ দর্শন নিয়ে
যেখানে যেমন ক'রে চ'লতে হয়,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তেমনি ক'রেই চল,—
জীবন হ'য়ে উঠুক আত্মারাম। ৫১।

বহুদর্শী যাঁরা,
তাঁরা যদি শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যায়
তোমার দ্বারা উপসেবিত না হন,
তাহ'লে ঠিক জেনো—
তুমি বঞ্চিত হবে অনেকখানি ;
বহুদর্শীর বাস্তব অনুচলন,
সন্ধিৎসাপূর্ণ বোধিবীক্ষণী অনুধ্যায়িতা
কেমন ক'রে কোথায় কী-ভাবে
নিষ্পন্নতায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে
বা কেন করেনি,—
সেগুলিকে শুনে-ক'রে-দেখে,
এক-কথায়, তাঁদের প্রত্যক্ষ নিদেশ-অনুযায়ী
অনুশীলনী অনুচর্য্যায় আয়ত্ত ক'রে
তুমি সহজ-জ্ঞানের অধিকারী হবে,
কৃতী-কুশল হ'য়ে উঠবে,
তোমার বিবিদিষা
সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে
অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে
যদি ধৃতিবিনায়িত হ'য়ে না ওঠে,—
তুমি ঠকবে অনেক ;
তাই, বহুদর্শীর উপসেবনা হ'তে বিরত থেকে
বঞ্চিত ক'রো না নিজেকে,
'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া',
তাঁর অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত কর—
নিরভিমান অনুচর্য্যায়,
ঔদ্ধত্য ও হীনম্মন্যতাকে বিদায় দিয়ে,
সার্থক হবে । ৫২ ।

সার্থক-সুসঙ্গত অনুভূতি
বা সুসঙ্গত বোধি ও বিজ্ঞানের হোতা যা'রা,
তা'দের ভিত্তিই হ'চ্ছে

নিরন্তর ঐকান্তিকতার সহিত
আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম, আচার্য্য বা সদ্‌গুরুতে
অচ্যুত সক্রিয় সেবাসন্দীপনী নিষ্ঠা—
যা' চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
এর ব্যত্যয় যেখানে—
বিভ্রান্তির বিস্ফোরণী খল প্রবৃত্তির
লোল-রঙ্গিল অধ্যাস সেখানে তেমনি ;
তাই, তুমি যে-ই হও আর যা'ই হও,
বোধ ও অনুভূতিই যদি চাও—
নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে
যত পার বিরতই থাক,
আর, ইষ্টার্থ-আপূরণী বিব্রতি নিয়ে
ত্রস্ত সন্দীপনায় ব্যস্ত হ'য়ে চল,
একদিন সার্থকতা
তোমাকে মহিমান্বিত ক'রে তুলবে,
আপনাকে নিয়ে যে যত বিব্রত—
বিপত্তিও তা'র তত । ৫৩ ।

তোমার অনুধ্যায়িতার বস্তু বা বিষয়
যেন একই হয়—
জীয়ন্ত প্রকট ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে—
যিনি সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন,
সর্ব্বাপূরণী,
বৈশিষ্ট্যপালী,
অসৎ-নিরোধী,
আর, সেই অনুধ্যায়িতাই একানুধ্যায়িতা ;
তুমি তদর্থপরায়ণ হ'য়েই চ'লতে থাক,
আর, জীবনের যা'-কিছু করণীয়
সব যেন তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে ওঠে,
উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,

তোমার অন্তঃকরণে
নিছক প্রত্যাশা যেন ঐ-ই থাকে—
অচ্যুত আবেগ-সম্বন্ধ হ'য়ে ;
আর, তা'র ব্যতিক্রম যা'তে হয়
তা' কিছুতেই ক'রতে যেও না,
তোমার চিন্তায়, বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে, অনুচর্য্যায়,
এক-কথায়, চরিত্রে
তা' যেন ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ ফুটন্ত হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে প্রাপ্তি,
ওই প্রাপ্তিতেই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে—
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে—
সবাইকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে । ৫৪ ।

হ'তেই চাও,
পেতেই চাও যদি,
যা' চাচ্ছ
তা' পেতে পার যেখানে,
অকম্পিত সম্বেগে আঁকড়ে ধর তা'কে—
অচ্যুত আবেগ নিয়ে,
তা'র উপর দাঁড়িয়েই
অনুশীলনী তৎপরতা নিয়ে ক'রতে থাক,—
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতায় যা'তে
তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পার,
আর, এই করার অভ্যাসের ভিতর-দিয়েই
বোধি-বিনায়িত বিন্যাসে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
তুমি হ'য়েও উঠবে তেমনি,
আর, এই হওয়াটা যেমন
প্রাপ্তিও ঠিক তেমনি,
এই হওয়াটা যতই প্রকৃষ্টতর,

প্রভুত্বও সেখানে সৌষ্ঠবমণ্ডিত তেমনি ;
ঈশ্বরই জগন্নাথ,
ঈশ্বরই পরম প্রভু । ৫৫ ।

যা'র যেমন নিষ্ঠা,
অনুচর্য্যাশীল সম্বেগ যা'র যেমন,
যে যেমন করতে অভ্যস্ত,
সে হয়ও তেমন ;
কা'র কী হ'লো,
তা' বাছাই ক'রতে গেলেই
কে কী-অবস্থায়
কেমনতর ক'রে কী ক'রলো—
তা'তে সুসমীক্ষ না হ'য়ে
যদি বাছাই করতে যাও,—
ঠকবে,
হয়তো কাঞ্চন ফেলে কাঁচকেই নেবে ;
তাই, কা'র কী হ'লো
তা' নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে
যেখানে যতটুকু ভাল দেখ,
তা'ই-ই গ্রহণ কর—
ইষ্টানুগ অভিদীপনায়,
আর, তুমি নিজে ইষ্টীতপাঃ হ'য়ে ওঠ সর্ব্বান্তঃকরণে,
তদনুচর্য্যী অনুকম্পায়—
তোমার স্বভাব ও সাধ্যমত,
তাঁ'রই মন্দির ভেবে
পরিচর্য্যা কর সবাইকে—
যা'র যেখানে যেমন প্রয়োজন,
শ্রেয়োনিষ্ঠ এমনতর
পারস্পরিক আলিঙ্গন-গ্রহণের ভিতর-দিয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
শ্রেয়ানুশ্রয়ী ক্রম-আহুতিতে

তোমার ব্যক্তিত্বও বিস্তারলাভ করবে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে,
অন্যেও তা'র শুভ-আশীর্ব্বাদে
মধুময় হ'য়ে উঠবে । ৫৬ ।

নিজেকে যদি উদ্গমনী করতে চাও,
সুবিনায়নী সম্বর্দ্ধনশীল করতে চাও,—
বর্দ্ধনী পন্থায়
নিজেকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে
শ্রেয়-প্রেরণা-প্রদীপ্ত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন ব্যক্তিত্বে
নিজেকে সংনিবদ্ধ ক'রে,
আরতি-অনুচর্য্যায়
তদনুপোষণী তৎপরতায় সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সর্ব্বতোভাবে তঁদর্থী ক'রে তুলতে হবে—
সম্যক্ অন্তরাসী হ'য়ে তাঁ'তে
সত্তায় সংহত ক'রে তুলে তাঁ'কে,
সর্ব্বতোভাবে আপনার ক'রে তাঁ'কে—
এক-নিবন্ধনী নিরবচ্ছিন্নতায়,
স্বস্তি ও সবর্দ্ধনার যা'
তা' সংগ্রহ ক'রে
সংহত ক'রে নিজেতে
তঁদর্থী ও তঁদনুগ বিনায়নায় ;
নিজেকে উদ্গতিশীল ক'রে তোলবার
এই-ই হ'চ্ছে প্রকৃতির প্রকৃত পন্থা,
এই আরতি-সন্দীপ্ত অনুচর্য্যা
অন্বিত তৎপরতায়
আপোষণ-পালনী অনুপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
আপূরয়মাণ হ'য়ে উঠবে যত তোমাতে,
তোমার উদ্গতিও হ'য়ে উঠবে তেমনতর । ৫৭ ।

যাঁ'র প্রভাবে তুমি প্রভাবান্বিত
তাঁ'তেই তুমি অন্বিত হ'য়ে ওঠ,
যুক্ত হ'য়ে ওঠ,
আত্মনিয়মন কর তুমি তঁদর্থেই,
তাঁ'র স্বার্থকে আত্মস্বার্থ ব'লে মনে কর,
ঐ অন্বিত প্রভা
তোমাতে স্থায়িত্ব লাভ ক'রবে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্বের বিভব হ'য়ে উঠবে ;
যে-প্রভাবে
তুমি অন্বিত হ'য়ে উঠতে পারনি,
যা'তে নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারনি,
তা'র ধৃতিও তোমার অন্তরে নেইকো,
তাই, সে-প্রভাব তোমাতে
যতই বিপুল হ'য়ে উঠুক না কেন,
ঐ ধৃতির অভাবে
তা' ধ'রে রাখতে পারবে না,
বিনায়িতও ক'রে তুলতে পারবে না,
আর, তা' বিভব হ'য়ে উঠবে না তোমাতে ;
তাই, প্রভুর প্রভব-ব্যক্তিত্বে
অন্বিত হ'য়ে ওঠ,
যুক্ত হ'য়ে ওঠ,
বিনায়িত হও,
এই যোগ যতদিন অচ্যুত হ'য়ে চলবে,
তুমিও বিচ্যুত হবে না ততদিন ;
ঈশ্বর অচ্যুত,
ঈশ্বরই নন্দনা,
ঈশ্বরই সচ্চিদানন্দের বিনোদ-কেন্দ্র । ৫৮ ।

যে যোগ-সম্বেগ-সংহতির ভিতর-দিয়ে
তুমি তোমার পিতৃপুরুষ,
পরিবেশ, পরিস্থিতি ছুঁইয়ে

রজোবীজের সুসঙ্গতিতে সমাবেশ লাভ ক'রে
সেই সমস্ত সংস্কারের সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছ—
প্রাণন-সন্দীপনায় জীবনস্রোতাঃ হ'য়ে,—
তাঁকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
ঐ অন্তর্নিহিত যোগাবেগের ভিতর-দিয়ে
অর্থাৎ অনুরাগদীপনায়
শ্রেয়ার্থ-নিবন্ধ ক'রে তুলতে না পারছ—
তদর্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে,
তাঁর ভাব, চিন্তা, কর্ম্ম ও চলনগুলিকে
তোমার মতন ক'রে
তৎ-সন্দীপনায় সুসম্বেগী সক্রিয় ক'রে তুলে,—
ঐ অন্তর্নিহিত সংস্কার
সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
বোধায়নী পরিক্রমায়
ইচ্ছায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সম্বেগদীপনায়
তোমার জীবনকে
সুচারু ক'রে তুলতে কিছুতেই পারবে না,
সত্য-শিব-সুন্দরে
তোমার অন্তর ও বাহিরের বিচ্ছিন্ন জীবনকে
সুসঙ্গত ক'রে তুলে
সার্থক অন্বয়ে সুসংহত ক'রে তোলা
দুরূহই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
একলহমার ঐ অচ্যুত আবেগ-দীপনার অভাবে
তোমার স্বভাবকে
বিধ্বস্ত ক'রে তুলতেই হবে,
বিধ্বস্তির যা'-কিছুকে অতিক্রম ক'রে
সুসঙ্গতিতে সুসংহত ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
উপচয়ী ক'রে তুলতে পারবে না ;

তাই, তুমি শ্রেয়োনিবদ্ধ হও,
শ্রেয়োনিবদ্ধ হও,
তাৎপর্য্য-তৎপর হ'য়ে
বিবর্ত্তনে শ্রেয়ার্থে অন্বিত হ'য়ে ওঠ,
তোমার স্ফুরণ-দীপনার তুকই ওখানে। ৫৯।

ভক্তিভাব ভাল—
তা' যদি সক্রিয় সেবা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে চলে,
নয়তো, তা' বন্ধ্যা ;
তোমার যা'-কিছু আছে
আর যা'-কিছু পাও
সব-তা' দিয়েই তাঁ'র সেবা ক'রো—
লক্ষ্য রেখে—
তোমার সেবা যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে,
তপও তিনি,
জপও তিনি,
সিদ্ধিও তিনি,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষও তিনি ;
তোমার হিসেব-নিকেশে মত্ত না হ'য়ে
সেবায় তাঁ'কে প্রীত করার আকাঙ্ক্ষাকে
বাস্তবতায় সক্রিয় ক'রে
তা'ই মূর্ত্ত ক'রে তুলো,
বেঁচে থাক চিরদিন,—
আর, সে-থাকাটা
তাঁ'রই সেবা-উপভোগে,
তোমার কিছু হোক বা না-হোক
পাও বা না-পাও
তা'র তোয়াক্কা রেখো না,
অচ্যুত হ'য়ে চল তাঁ'তেই তুমি। ৬০।

ভজন মানেই হ'চ্ছে
ভক্তি করা,
অনুরাগ-উদ্দীপনী সম্বেগ নিয়ে
কাউকে বা কিছুকে আশ্রয় করা,
পূজা করা,
পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
সেবা করা,
দান করা,
বিভাজন করা,
গ্রহণ করা—
মনোমুগ্ধকর উক্তিসহ,
আর, ভজ্-ধাতু হ'তেই
ভিক্ষ্-ধাতুর উৎপত্তি,
আবার, ভিক্ষাও সার্থক হয় ঐ ভজনে,
ঐ সেবায়— ;
সেবানন্দনার ভিতর-দিয়ে
মানুষের অনুচর্য্যা ও দান-প্রবৃত্তিকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা,
যা'তে সে নিজেকে সার্থক বিবেচনা করে,
সেবা-নিঃসৃত সশ্রদ্ধ অমনতর অবদান গ্রহণ করা,
আবার, গ্রহণ ক'রে
উপযুক্ত স্থলে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা' বিলিয়ে দেওয়া,—
এই হ'চ্ছে ভিক্ষার তাৎপর্য্য ;
পরশোষণী প্রবৃত্তি কিন্তু ভিক্ষা নয়কো,
তা'কে ভিক্ষা নামে অভিহিত করা
অন্যায্য বা অন্যায়,
পরশোষী যা'রা,
তা'দের বরং যাচী বা যাচন-ব্যবসায়ী বলা যায় ;
মানুষ যখন উপনীত হয়,

তখন আচার্য্যের অনেক নিদেশের মধ্যে
একটা নিদেশ থাকে—
'ভৈক্ষ্যং চর',
অর্থাৎ সেবা-পরিচারণাই
তোমার জীবনচর্য্যা হো'ক,
ঐ সেবা-পরিচারণার ভিতর-দিয়ে যা' পাও,
তা' দিয়ে আত্মপোষণা ও পরসেবা নিয়ে চল ;
তাহ'লেই, ভজন বা ভজনপ্রদীপ্ত ভিক্ষা যা'র যেমন,
ভাগ্যও তা'র তেমন ;
ভজন-নন্দনাই
ঈশ্বরের পারিজাত-কানন । ৬১ ।

আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে
চিন্তন, মনন, ভাব ও পরিস্থিতির
বাহ্যিক প্রেরণা-সঙ্ঘাত
মস্তিষ্কে গুচ্ছাকারে
যে-অনুলেখার সৃষ্টি করে—
সেই-সেই ব্যাপারে
ব্যুৎপত্তিও তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে ;
এই গুচ্ছীকৃত অনুলেখন
যা'র যত বিচ্ছিন্ন, সংযোগহারা,
তা'র ব্যুৎপত্তিও তেমনি,
বিচার-বিবেচনাও তেমনি সর্ব্বাঙ্গ-সুষ্ঠু নয়,
সিদ্ধান্তও তা'দের আঁকুপাকু ক'রে
এক-এক সময় এক-এক রূপ নিয়ে উপনীত হয়,—
দূরদৃষ্টিও অমনতর কাটাকাটা, ঝাপসা ;
তাই, যা'রা সৎপন্থী হ'তে চায়,—
আর্য্যদীক্ষা বা সৎ-দীক্ষায়
নিজেদের দীক্ষিত করতে আগ্রহশীল,
তা'দের ব্যুৎপত্তি যদি অমনতর বিচ্ছিন্ন থেকে থাকে—
বিবেচনার পাল্লায় পড়লেই

তা' তা'দের হ'য়ে ওঠা কঠিন,
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত হ'লেই
ঐ দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া উচিত তা'দের,
নইলে, ঐ বিচার বা বিবেচনাই
বিভ্রান্তির বিঘূর্ণী-বিপাকে আকর্ষণ ক'রে
বঞ্চিত ক'রে তুলতে পারে তা'দিগকে ;
আর, তা'রা যদি ঐ দীক্ষায়
আগ্রহ-উদ্দীপ্তির সহিত দীক্ষিত হ'য়ে ওঠে—
শ্রদ্ধা-উচ্ছল অনুরাগে অচ্যুতভাবে
ইষ্ট বা গুরুতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে—
কোনপ্রকার বিকেন্দ্রিকতার সৃষ্টি না ক'রে,—
ক্রমশঃ ঐ সঞ্চিত
ও সঞ্চীয়মান বিচ্ছিন্ন গুচ্ছগুলি
সার্থক সমাবেশে অন্বিত হওয়ায়
তা'রা কুশল তাৎপর্য্যে
ক্রম-চলনে
প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে,
সার্থক ও ধন্য হ'য়ে উঠতে পারে তা'দের জীবন—
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত ভজনানন্দে
প্রজ্ঞা-বিকিরণী জ্যান্ত জীবন নিয়ে
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের
সাযুজ্য-অভিনন্দনায় । ৬২ ।

সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
কৃতিতৎপর কুশল চলনে
নিজেকে পরিচালিত ক'রে চল,
সদভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনী যোগ্যতার
অনুশীলনী অনুক্রমণ-তৎপরতায়,
সার্থক অসৎ-নিরোধী বিনায়নায় ;
যা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠছ,

ঐ অভ্যাসের অনুক্রমণ-সূত্রকে
কিছুতেই পরিহার করতে যেও না,
ঐ পরিহার কিন্তু
তোমাকে ঐ অভ্যাস হ'তে
অপসারিত ক'রে তুলবে,
আর, সেই অভ্যাস
তোমার প্রকৃতিতে
সঙ্গতি লাভ করবে কমই ;
বরং তা'ই পরিহার ক'রো—
যা' তোমার সত্তাপোষণী নয়,
প্রগতি-পরিপোষণী নয়,
বর্দ্ধনার আহূতি-অনুসেবী নয়,
যা' তোমাকে বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে ;
সুকেন্দ্রিক সাত্ত্বিক-তৎপরতায়
প্রীতি-উচ্ছল অনুবেদনা নিয়ে
নিজেকে অমনতরই বিনায়িত ক'রে চলতে থাক—
বোধিদীপনী সক্রিয় অন্বিত-সঙ্গতিতে,
তা'রই বিভূতি-বিকিরণী চরিত্র-সম্পদে অধিষ্ঠিত থেকে,
পরিবার, পরিবেশ-সহ নিজেকে
অনুচর্য্যী অনুদীপনায়
সৌহার্দ্দ্য-উৎসারণী ক'রে ;
তোমার ধী-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
তোমার চলন সুচারু হ'য়ে উঠুক,
তোমার ব্যক্তিত্বটাকেই হৃদ্য ক'রে তোল সকলের হৃদয়ে,
সুখ-সাফল্যে
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে ওঠ,
আর, অমনতর হ'য়ে ওঠবার
অধিকারী ক'রে তোল প্রত্যেককে,
অমৃত তোমাকে অমর ক'রে তুলবে ;

ঈশ্বরই অমর-উৎসারণা,
ঈশ্বরই জীবন-নন্দনা,
ঈশ্বরই তপস্যার সুকেন্দ্রিক শুভ-সম্বেগ। ৬৩।

মনশ্চক্ষুতে
বস্তু বা বিষয়ের অনুপ্রেরণা
যদি ফুটন্ত হ'য়ে না ওঠে,
তা'কেই বলা যায়—
মানসিক অস্বচ্ছতা বা অন্ধতা,
আবার, শ্রবণের দ্বারা অনুপ্রেরিত যা'-কিছু
তা' যদি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সুসঙ্গত হ'য়ে
বোধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পারে—
একটা ঘোলাটে বা অলস
নিষ্প্রভ অবসাদ-অভিভূত হ'য়ে,—
তা'ই কিন্তু মানসিক বধিরতা,
আর, বোধির সাথে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির
অসম্বদ্ধ অলস-অন্বয় যেখানে
তা'কেই বলে মানসিক ক্লীবতা ;
তাই, মানসিক অন্ধতা, মানসিক বধিরতা,
বা অস্বচ্ছ বিশৃঙ্খল চিন্তা-প্রবণতাকে
আমন্ত্রণ করতে যেও না,
সৎ-সন্দীপনাকে এড়িয়ে
মানসিক ক্লীবত্বকেও আহরণ করতে যেও না,
তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যমাফিক
সমান তালে সুসঙ্গীতি নিয়ে
বিষয়, বস্তু বা ব্যাপারকে উপলব্ধি করে—
যেখানে যেমন ক'রে যা' প্রয়োজন—
একটা সুকেন্দ্রিক শ্রেয়োনিষ্ঠ সার্থক-সঙ্গীতি-নিবদ্ধতায় ;
আর, ঐ শ্রেয়-তাৎপর্য্যে
সব বোধিগুলিকে

সঙ্গীত-সমাহারে বিন্যস্ত ক'রে
তোমার বোধিমর্ম্মকে জীয়ন্ত ক'রে তোল—
সুসন্ধিৎসা-তৎপর ক্রিয়মাণ পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
শ্রেয়ার্থপূরণী অভিদীপনায় ;
এমনি ক'রেই
তাজা বোধির অন্বিত সুসঙ্গত-বিন্যাসে
তুমি তাজা বিবেকের অধিকারী হ'য়ে উঠবে,
ফুটন্ত ও জীয়ন্ত হ'য়ে রইবে বিবেক
তোমার ভিতর—
সুচেতী সন্দীপনায়,
তোমার মস্তিষ্ক
চতুর বোধিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃই ;
প্রত্যেকটি প্রেরণার সাথে
তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি
সঙ্গে-সঙ্গে যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়—
করণীয় বা অকরণীয়ের বিবেচনা-নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ;
আর, ঐ নিয়ন্ত্রণী সিদ্ধান্তমাফিক
যখনই যা' করবার
তা' তখনই করতে
তুমি এতটুকু বিরত থেকো না,
মনে রেখো,
ঐ বিরতিই তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে ;
তাই, তোমার বোধিকে
বিবেকদীপ্ত কুশল-কৌশলী
দক্ষ ও ক্ষিপ্র তাৎপর্য্যে
সিদ্ধান্তে উপনীত ক'রে
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে
তদনুগ-সুতৎপর ক'রে তোল,
এবং যা' করবার তা' নিষ্পন্ন কর—
বিহিত বিবেচনায়,

তোমার জাগ্রত চেতনা
জাগ্রত বোধিতে বিকীর্ণ হ'য়ে
কৃতিত্বে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
এমনি ক'রেই
তোমার জন্মগত
মানসিক অন্ধতা, বধিরতা
বা অস্বচ্ছ, বিশৃঙ্খল চিন্তা-প্রবণতা
যা'ই থাক্ না কেন,
তা'কেও অনেকখানি উন্নত ক'রে তুলতে পারবে। ৬৪।

তোমার প্রকৃতি যদি
বিচারপ্রবণই হ'য়ে থাকে,
জ্ঞানমার্গকেই যদি তুমি
প্রশস্ত বিবেচনা ক'রে থাক তোমার পক্ষে,—
পূরয়মাণ বেত্তা আচার্য্য যিনি
তাঁ'রই কাছে দীক্ষিত হও,
সুনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যার সহিত
সক্রিয় সম্বেগ নিয়ে তাঁ'কে অনুসরণ কর,
তুমি যদি সোঽহং-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে থাক
তা'ই জপ কর,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র অর্থ-ভাবনা নিয়ে
আর, তোমার আচার্য্যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তোমার পরম-পুরুষার্থ বিবেচনায়
তাঁ'তেই সশ্রদ্ধ ও সুনিষ্ঠ হ'য়ে চল—
তাঁ'র নিদেশ পরিপালন ক'রে ;
মনে যেন থাকে—
'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ',
তাই, তাঁ'কে
পুরুষার্থ বিবেচনা ক'রে চলতে অভ্যস্ত হও,
তোমার সামনে যা' দেখ
প্রথমে ব্যক্তিগত-হিসাবে তৎস্থ হও—

ইষ্টনিষ্ঠা বজায় রেখে,
নয়তো, লীনীভাব
তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে
বিকৃতি-বিঘূর্ণিতে,
আর, প্রতিটি ব্যষ্টিরই
তাৎপর্য্য অনুধাবন কর,
বোধে আনতে চেষ্টা কর—
তা'র আনাচে-কানাচে যা'-কিছু আছে
সবটুকু নিয়ে—
প্রত্যেকটি বিশেষ সমাবেশ-সহ ;
আর, তোমাতে ও তা'তে
বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্যের
কতখানি ভেদ বা সামঞ্জস্য আছে
নিরূপিত করতে থাক তা',
ব্যষ্টির বহু প্রকটের ভিতর-দিয়ে
বিশেষত্বে সাম্য কোথায়
দেখতে চেষ্টা কর তা',
আর, নিরূপণ কর ;
তোমাতে ও প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে
'নেতি' 'নেতি' বিচার দ্বারা
তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
সাম্যসূত্রে উপস্থিত হ'তে চেষ্টা কর,
আর, অমনি ক'রেই চল ;
এমনি ক'রেই সমষ্টিতেও সংস্থ হ'য়ে
ওর তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
বিভিন্নতে সাম্য কোথায়
আর, কী হ'তে এত কত-কী
এমনতর বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণ ঘটেছে
তা'কে নির্দ্ধারণ কর—
ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ায় সংসৃষ্ট
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত তাৎপর্য্য নিয়ে

সূক্ষ্ম সংস্থিতির বিবর্ত্তন সহ—
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে ;
এমনি ক'রেই
সব যা'-কিছুর ভিতরের
এক উপাদান-সামান্যের অনুভূতি
তোমার ধৃতি ও প্রত্যয়ে
প্রকট ক'রে তোল—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্বের প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে,
ঐ বিশেষত্বগুলি যদি
কুয়াসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে তোমার কাছে—
ভ্রান্তি তোমাকে পথহারা ক'রে ফেলবে কিন্তু ;
মননে এই উপাদান-সামান্য
বোধি-তৎপরতা নিয়ে
যতই উপনীত হ'তে থাকবে—
তোমার অন্তরে জ্যোতিঃ,
আকাশ ও শব্দ-তরঙ্গের
লীলায়িত নানা ভঙ্গিমা
প্রকট হ'তে থাকবে অন্তর্দ্দর্শনে ততই ;
তারপর ঐ উপাদান-সামান্যে দাঁড়িয়ে
তোমার পূরয়মাণ আচার্য্য যিনি—
তাঁর কোথায় কেমনতর স্ফুরণ হ'য়েছে
তুমি হ'তে সব যা'-কিছুর ভিতরে—
অনুধাবন ক'রে
ঈক্ষণে নিয়ে এস তা' ;
তোমার ঐ সমস্ত ধৃতি, বোধ বা অনুভূতি যেন
তোমার ঐ আচার্য্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
অনুভব-লব্ধ
যুক্তি-যোগ-প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে
এমনি ক'রেই ঐ ব্যুৎপত্তি
উদ্গতি লাভ করুক তোমার,
সংস্থ হও তাঁতে,

ঐ সংস্থ প্রজ্ঞা
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকেই যেন
বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে
বিহিত ব্যাখ্যায় অন্বিত ক'রে
সমাধান-সামঞ্জস্যে
ঐ একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে ওঠে ;
এই একসূত্র-সঙ্গতি
যতই প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠতে থাকবে তোমার কাছে—
প্রাণায়ামও স্বাভাবিক
ও স্বতঃ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
আর, যা'-কিছুর অন্তর-বাহির
তা'র পরিণতি-সহ
তোমার কাছে বাস্তব হ'য়ে ফুটে উঠবে—
'তত্ত্বমসি', 'ব্রহ্মাস্মি', 'হংসঃ',
'সৰ্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—
ইত্যাদি যে-মন্ত্রেরই সাধন কর না কেন—
এই নিয়মেরই
যেখানে যেমন বিহিত প্রয়োগ
তা'ই ক'রে চলতে হবে ;
এমনি ক'রেই ব্রহ্মভূত হ'য়ে উঠবে তুমি,
ব্রাহ্মী প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠান লাভ করবে ;
ঐ সমাধির ভিতর-দিয়েই আসবে
তোমার চেতন-সমুত্থান,—
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠবে তুমি,
নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হ'য়েও
সহজ-স্বভাবেই অবস্থান করবে,
তোমার দেহ, মন ও সত্তা
কল্যাণমণ্ডিত হ'য়ে
ঐ প্রভায় প্রসৃত হ'য়ে চলবে—
কল্যাণ কল-নিনাদে
তোমাকে অভ্যর্থনা করবে । ৬৫ ।

দীক্ষা লও
অর্থাৎ নিয়ম গ্রহণ কর,
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপনায়
তোমার যা'-কিছু
অন্বিত সামঞ্জস্যে আন—
পূরয়মাণ আচার্য্য বা ইষ্টে কেন্দ্রায়িত ক'রে
সক্রিয় অনুসরণে ;
আর, ঐ কেন্দ্রায়িত প্রাজ্ঞ-অভিনন্দন
বিবর্ত্তিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে,
এই-ই হ'চ্ছে দীক্ষার তাৎপর্য্য । ৬৬ ।

দীক্ষা তো পেলে,
নিয়ত করণীয় যা' তা' তো ক'রবেই,
তা' ছাড়া, এর মধ্যে যেগুলি
তোমার প্রাত্যাহিক দৈনন্দিন
জীবন-যাপনের পক্ষে অনুকূল—
অবস্থামত সেগুলি বিহিতভাবে
পালন ক'রে চলবে । ৬৭ ।

যা'তেই দীক্ষিত হ'য়ে তদনুশীলনায়
তুমি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠছ যতই—
শিক্ষিতও হ'য়ে উঠছ তা'তে তেমনিই,
সে-দীক্ষাও সার্থক হ'য়ে উঠছে
তেমনি ফলপ্রসূ হ'য়ে তা'তেই । ৬৮ ।

দীক্ষাই নেও, আর শিক্ষাই নেও,
ইষ্টানুগ দীক্ষিত চলনে যদি না চল,—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, নিয়মে
কাজে-কর্ম্মে ইষ্টার্থ-সঙ্গতি বজায় রেখে,
তৎপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী ক্লেশসুখপ্রিয়তার

আত্মপ্রসাদী আকূতির সহিত,
অচ্যুত ইষ্টার্থী অনুচলনে,—
লাখ দীক্ষা তোমার
কিছুই করতে পারবে না,
প্রাক্তন কর্ম্মই
তোমার নিয়ন্তা হ'য়ে উঠবে ;
মনে রেখো চলন যেমন, ফলন তেমন,
ইষ্টার্থী চলনকে অনুসরণ কর,
সম্বর্দ্ধনে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে। ৬৯।

যা'রা শাসিত হ'তে নারাজ,
দীক্ষা তাৎপর্য্যবাহী হ'য়ে ওঠে না তা'দের কাছে,
পূর্ব্বার্জ্জিত বা প্রাক্তন কর্ম্মফল
বোধ ও প্রবণতা বিকীর্ণ ক'রে
বর্ত্তমান চলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে,
তোমার যদি দাঁড়া না থাকে—
ঐ স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া
আর পথ কোথায় ?
তমসার বিপাক আবর্ত্তনে
আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে
তোমাকে চলতেই হবে ;
তাই, দীক্ষিতই যদি হও,
ইষ্টার্থকেই তোমার দাঁড়া ক'রে নাও,
আলম্বিত হ'য়ে থাক তা'তেই,
ঐ ইষ্টস্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ—
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপনা নিয়ে
সত্তাপোষণী সদাচারে ;
তোমার পূর্ব্বার্জ্জিত বা প্রাক্তন কর্ম্মফল
যা'ই কিছু থাক্,
ঐ ইষ্টার্থেই বিন্যাস ক'রে তোল সবগুলিকে,
সার্থক-সমাবেশে

অন্বিত হ'য়ে উঠুক তা'রা—
বাধা, বিপত্তি ও সুখ-দুঃখকে অতিক্রম ক'রে ;
এমনতর চলনাই
মানুষের জীবনপথকে পরিবর্ত্তিত ক'রে
স্বর্গ-আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে,
মানুষ অমনি ক'রেই
আত্মপ্রসাদের সার্থকতায় বিবর্ত্তিত হ'তে থাকে,
'কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ ?' ৭০ ।

যদি ইষ্টনীতিপাই হ'তে চাও,
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুচর্য্যায়
তোমার জীবনকে অভিষিক্ত ক'রতে চাও,
দীক্ষা-বিভবই যদি লাভ ক'রতে চাও,—
তবে কা'রো আপ্যায়না, সৌজন্য,
অনুরোধ-উপরোধের প্রত্যাশী না হ'য়ে
স্বীয় যোগাবেগ-সম্বুদ্ধ
ঐ তপশ্চর্য্যাতে আত্মবিনিয়োগ কর,
আর, ঐ আদর্শই যেন তোমার
জীবনের মূলমন্ত্র হয়,
ঐ আদর্শ-অনুচর্য্যাই যেন
তোমার জীবনের তপশ্চর্য্যা হয়,
আর, তাঁ'র স্বার্থ যেখানে দেখ,—
তা'কে আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায় পরিপুষ্ট ক'রে
সুসঙ্গত অনুধ্যায়ী অনুবেদনা নিয়ে
সাহচর্য্যের সক্রিয় তৎপরতায়,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনাকে
বাস্তবায়িত ক'রে তোল,
সেখানে তোমার কোনরকম প্রত্যাশা
বা অনুরোধ-উপরোধের চাহিদা
হীনম্মন্যতারই অনুপোষণী অর্ঘ্য হ'য়ে উঠবে,
তুমি ব্যর্থ হবে,

দেখো, ঐ তাঁ'রই স্বার্থের কোন ব্যতিক্রম হয় কিনা,
আর, ঐ ব্যতিক্রমকে
ব্যাহত ক'রতে ত্রুটি ক'রো না ;
যা'রা এই কর্ম্মে অভিষিক্ত
তা'রাই তোমার আপনার জন হ'য়ে উঠুক,
কোন দলে গ'লে যেও না
বা ফেঁসে যেও না,
নিজেকে সংকীর্ণ ক'রে তুলো না,
যদি পার,
ঐ ইষ্টানুগ নিয়মনী তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যে দলই হো'ক না কেন,—
তা'কে তোমার বল ক'রে নাও ;
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে থাক—
ঐ আদর্শ ও ইষ্টানুচর্য্যী তপস্যায়,
করও তা'ই,
বিভূতি লাভ করবে,
অর্থাৎ তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই পরম বিভূতি,
ঈশ্বরই বিভু । ৭১ ।

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমের
সান্নিধ্যই লাভ কর,
আর, তাঁ'র দীক্ষাপূতই হও,
কিংবা কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
একনিষ্ঠ আনতিসম্পন্ন কোন শ্রেয়-পুরুষেই
আত্মনিবেদন ক'রে থাক
ও দীক্ষাপূত হও,—
তোমার অন্তর যেভাবে তাঁ'কে
গ্রহণ করুক না কেন,

তুমি প্রথমতঃই সর্ব্বতোভাবে
তাঁর সুহৃদ হ'য়ে ওঠ ;
ঐ সৌহার্দ্দ্যকে ক্রমবিনায়নায় জমাট ক'রে
মৈত্রী-নিবদ্ধ হও,
সখ্যতে সনির্ব্বন্ধভাবে
আত্মবিনায়ন কর,
ক্রমে বন্ধুত্বে উপনীত হও—
অচ্ছেদ্য আকর্ষণী অনুবেদন-অনুকম্পায়,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-নিবন্ধনাকে
দৃঢ় ও অকাট্য ক'রে ;
তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য হ'তে দূরত্ব
তোমার পক্ষে যেন অসহনীয় হ'য়ে ওঠে,
আর, এই নিবন্ধী স্তরগুলির তাৎপর্য্য যেন
তোমার আচারে-ব্যবহারে,
কাজে, কর্ম্মে, বাক্যে
সক্রিয়-তৎপরতায়
উপচয়ী অনুবেদনায়
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রেই
উপচয়ী অনুচর্য্যী তপোনিবন্ধনে চলতে থাক,
তোমার অন্তঃকরণ
তাঁরই হোম-গীতিকায়
ভরপুর হ'য়ে উঠুক—
সুসঙ্গত বাস্তব-অন্বয়ী দীপনায় ;
স্বস্তি বরপ্রদ হ'য়ে
তোমার নিকটে এগিয়ে আসবে,
তোমার চরিত্র-বিকিরণা
তোমার পরিবেশকেও
স্বস্তি-বিনায়িত ক'রে
তাঁদিগকে আকৃষ্ট ক'রে তুলবে তোমাতে,—
সার্থক হবে সবাই । ৭২ ।

বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
বিধায়নী বিধাতাকে
অনুভব ও উপভোগ করা সুদূর-পরাহত । ৭৩ ।

তোমার সুকেন্দ্রিক তপানুচর্য্যা
যোগ্যতায় যতই অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরের কৃপাও
ততই তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে । ৭৪ ।

নির্ব্বিশেষকে উপলব্ধি তখনই করেছ,
যখনই সবিশেষকে
ঐ নির্ব্বিশেষের তাত্ত্বিক পরিণতি ব'লে
তুমি বোধ করেছ । ৭৫ ।

আগ্রহে তাঁকে গ্রহণ কর,
অনুচর্য্যায় পরিপালন কর,
অনুসরণে বোধি-সন্দীপ্ত হও,
কুশল-কৌশলী তৎপরতায়
উপচয়ী ক'রে তোল তাঁকে,
অনুগ্রহ স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমাকে আলিঙ্গন ক'রবেই কি ক'রবে । ৭৬ ।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
কেন্দ্রায়িত অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
গুণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
যা'তে যেমন সমাবেশ লাভ করে—
তাঁর সান্নিধ্যও লাভ করে সে তেমনি । ৭৭ ।

সর্ব্বপূরয়মাণ ঈশ্বর
পূরয়মাণ প্রেরিত ও ব্রাহ্মণ
পূরয়মাণ সাধু-সজ্জন ও দেবতায়

শ্রদ্ধা ও ভাবনা যা'র যেমন
সেবানুকম্পী, উদ্দীপ্ত, সক্রিয়—
সিদ্ধিও তা'র তেমন। ৭৮।

ঈশ্বরকে যদি ভালবাসতে চাও
ইষ্টকে যদি ভালবাসতে চাও—
ভালবাস—তাঁ'র জন্যই তাঁকে,
অচ্যুত হ'য়ে,
সেবা-প্রণোদনায়,—
তৃপ্তি বহুত তা'তে। ৭৯।

প্রত্যাশা না রেখে
ভগবানকে আত্মনিবেদন ক'রো—
সক্রিয়তায়,
তোমার সামর্থ্যে সম্ভব যা'
মানুষকেও দিও তেমনিভাবে,—
পেতেও পারবে অপ্রত্যাশিতভাবে। ৮০।

ঈশ্বরোপাসনায়
কৌমার্য্য যেমন অনিবার্য্য নয়কো,
তেমনি সত্তা-অপলাপী অগম্যাগমনেরও স্থান নাই,
আবার, স্ত্রৈণ কামমুগ্ধতা
ঈশ্বরপ্রীতির অন্তরায়,
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম ও কামনাই
প্রশস্ত সেখানে। ৮১।

ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে না
এমনতর প্রবৃত্তি-দলন
ধর্ম্মেরই অপলাপ,
কারণ, তা' অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জিত হ'য়ে
মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিধানকে অব্যবস্থ ক'রে তোলে,
তাই, তা' সত্তাপোষণী নয়কো ;

ঈশ্বরীয় পরিচর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক-সমাবেশী অন্বয়ে
প্রবৃত্তিগুলিকে সত্তাপোষণী ক'রে
তাঁতে সংন্যস্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ;
তাই, কৌমার্য্য-ব্রতও যদি ঈশ্বরে সার্থক
না হ'য়ে ওঠে—
তা' ধর্ম্মের অন্তরায়। ৮২।

ঈশ্বর বা ইষ্টের প্রতি টান বা ভক্তি
তা'দেরই আছে,
যা'রা হৃদ্য অনুচলনে চ'লে
তঁদনুগ অনুচর্য্যায়
নিজেদের নিয়োজিত ক'রে থাকে—
কথায়, কাজে, সহজভাবে,
চ্যুতিহীন সুনিষ্ঠ আনতি নিয়ে,
অসতের শুভ-বিনায়নে ;
অল্পই হো'ক আর বিস্তরই হো'ক,
তা'রাই কিন্তু ভজনপ্রবণ বা ভক্তিপ্রবণ। ৮৩।

তুমি অকামহত হও,
অলোভী হও,
অক্রোধী হও,
এই কাম-ক্রোধ-লোভ
যখন তোমাকে পরাভূত ক'রতে পারবে না,
শ্রেয়ার্থী সেবায়
তোমার সহকারী হ'য়ে উঠবে,—
সংস্থ, সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে ততই। ৮৪।

তোমার সকাম আবেগ
তোমার ইষ্ট বা আদর্শের
সেবা-সম্বর্দ্ধনায় সার্থক হ'য়ে

যতক্ষণ তাঁকে হৃষ্ট ক'রে
হৃষ্ট হ'য়ে না উঠছে—
তোমার আসক্তি
নিজেতে অনাসক্ত হ'য়ে
প্রীতিদীপনায় তাঁতে কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে না ;
"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তা'রে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম,"
আর, ইচ্ছা মানেই হ'চ্ছে
পুনঃ-পুনঃ করণ । ৮৫ ।

তোমার প্রীতি যদি
সত্তা-উৎসারিণী হ'য়ে
অকল্যাণকে নিরোধ ক'রেই না চলে—
আপ্রাণ সেবা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে
একনিষ্ঠ সাত্ত্বিক চলনে,—
সত্য ও অহিংসাব্রতী হওয়া
তোমার পক্ষে সুদূরপরাহত—
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়,
মনে রেখো,—
খতিয়ে চ'লো । ৮৬ ।

ভ্রান্তি তেমন দোষাবহ নহে
যতক্ষণ তা' ইষ্টনিষ্ঠাকে
ব্যাহত না ক'রে তোলে,
কারণ, অনতিবিলম্বেই তা'
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
শুদ্ধিতে রূপায়িত করাও যেতে পারে প্রায়শঃ ;
কথায় বলে, 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' । ৮৭ ।

অন্তরে আঘাতই পাও বা অপদস্থই হও,
যদি তা' শরীর-মনকে

বেদনায় বিক্ষুব্ধও ক'রে তোলে,—
এমনতর নিয়ন্ত্রণ ও প্রস্তুতি নিয়েই চ'লো
যে তা' যেন
তোমার ইষ্টীপূত উদ্দেশ্য-অনুবর্ত্তী চলনাকে
ব্যাহত না ক'রে ফেলে,
ঐ ব্যাহতি কিন্তু
জীবনের উৎক্রমণী চলনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে,
স্মরণ রেখো—
সাবধান থেকো। ৮৮।

হৃদয় যা'দের দীর্ণ ক'রেছ—
উৎফুল্ল ক'রে তোল তা'দের আগে,
অন্তর তা'দের জোড়া লাগিয়ে দাও,
পরে প্রার্থনায় যাও। ৮৯।

প্রার্থনা করছ,
আর, তা'র অনুপূরক কিছুই ক'রছ না,—
সে-প্রার্থনা অজগর-বৃত্তিসম্পন্ন। ৯০।

প্রার্থনা বা প্রীতি-কামনায়
'যেন হয়'
—এমনতর ভাবের অবতারণার চাইতে
'হউক' কথা বা ভাবের অবতারণাই
শ্রেয় ব'লে মনে হয়,
এতে আত্মিক ভাবকে সক্রিয়তায়
প্রকট হ'তে সাহায্য করে,
আগ্রহ-অনুপ্রেরণায়
অন্তরস্থ ঈশ্বর-আশিসের
সক্রিয় উদ্বোধন ঘ'টে উঠে থাকে ;
এই আত্মিক-অনুজ্ঞা যা'তে উচ্ছল হয় না
সক্রিয় অভিব্যক্তিতে,—

সেই ব্যাপার বা বিষয়ে
মানুষ সুপ্ত বা অক্রিয়ই থেকে যায়,
ফলে, বিবর্ত্তন ঘুমন্ত নেশায়ই
চলতে থাকে সাধারণতঃ । ৯১ ।

যা'রা প্রবৃত্তি-প্ররোচিত
সক্রিয় অসৎ-রাগলুব্ধ হ'য়ে
ঐ সম্বেগ নিয়ে
ঈশ্বরের কাছে
রেহাই প্রার্থনা ক'রে থাকে—
শুধু মানসিক বা মৌখিক ভাবে,—
ঐ সম্বেগ-অনুসৃত প্রবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
শাতন-দীপনা তা'দিগকে
পূতিশ্রীর অধিকারী ক'রে তোলে ;
আর, যতদিন আর্ত্ত-সম্বেগী হ'য়ে
ঈশ্বরমুখতা প্রবল হ'য়ে না ওঠে,—
ঐ পূতিশ্রী আধিপত্য করে তা'দের উপর ততদিনই ;
আবার, প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হ'য়েও
ঈশ্বর-ক্ষুধ সম্বেগে
ঐদিকেই অগ্রসর হ'তে চায় যা'রা
ঈশ্বর তা'দিগকে
জয়শ্রীমণ্ডিতই ক'রে তোলেন । ৯২ ।

প্রার্থনা বা তপঃ-উপাসনার পক্ষে
ঊষা বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত,
মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল—
এই তিনই শ্রেষ্ঠ,
তা'র ভিতর আবার
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ;
মানসিক জপ সর্ব্বকালেই শ্রেয় ;
আবার, প্রসন্ন, নির্দ্বন্দ্ব,

হৃদ্য-প্রীতি-প্রবুদ্ধ যাজন
যা' চিন্তন ও কথনের ভিতর-দিয়ে
উভয়কেই উদ্যোগী-উৎফুল্ল ক'রে তোলে,—
তা' কিন্তু সর্ব্বকালেই শ্রেষ্ঠ। ৯৩।

লাখ যোগবিভূতি দেখ না কেন,—
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপনায়
তোমার সত্তায়
ঈশ্বর-জলুস উদ্ভিন্ন হ'য়ে
স্বভাবের স্বতঃ-উৎসারণে
বাক্, চরিত্র ও চলনের ভিতর-দিয়ে
যতক্ষণ ফুটন্ত হ'য়ে না উঠছে—
ততক্ষণ তা' তোমার নিজত্বের কিছুই নয়কো—
উদ্ধৃতি হবে না তোমার। ৯৪।

আবেগময়ী ভাবাবিভূতি
অনেক বিভূতি দেখাতে পারে তোমাকে,
ওটা কিন্তু ভাবালুতা—
আলেয়ার আলো,
নিজস্বের কিছু নয়কো :
ঈশ্বরে যতই তুমি স্বতঃ হ'য়ে উঠবে,—
তোমার অনুভূতি দর্শন-পরিক্রমায়
প্রজ্ঞা আহরণ ক'রেই চলবে—
বাস্তব বিভূতিতে ;
তোমার সমস্ত বাক্য-চলন-চরিত্র নিয়ে
তখন তুমি হবে
স্বাভাবিক মানুষ। ৯৫।

ভাবালু অনুভূতি
কখনই চরিত্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'র বিন্যাস এনে দিতে পারে না,

কিন্তু বোধিবিন্ধ অনুভব
চরিত্রে সুসঙ্গত হ'য়ে
তা'র নিয়মন করেই কি করে—
ঐ সুসঙ্গত অভিব্যক্তি নিয়ে ;
তাই, সক্রিয় কর্ম্মতৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তোমার অনুভবগুলি
বোধিবিন্ধ হ'য়ে উঠুক,
চরিত্রে তা' স্বতঃই স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে । ৯৬ ।

ভাববিহ্বলতায় যতই অভিভূত হও না কেন,
তা' যতই অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণে
অলঙ্কৃত হ'য়ে উঠুক না,
হাস, কাঁদ, নাচ, গাও,
আর যা'ই কর না তুমি,—
তা' যদি সত্তাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে না তোলে,
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-পরিপোষণী হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে না ওঠে,—
তা' কিন্তু মূঢ় বিহ্বলতার
আবিল অভিব্যক্তি ছাড়া
আর-কিছুই নয়কো । ৯৭ ।

সিদ্ধাই বা বিভূতি-বিজ্ঞাপনী প্রবৃত্তি
যা'র যত—
আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুচলন নিয়ে,
ঈশী-আবেগ আবিল সেখানে তেমনি,
বোধিও কঙ্করময় সেখানে,
আচার্য্যত্বও ভ্রান্ত আচরণশীল তেমনি ;
বিভুর উপাসনা কর,
তোমার বোধিদৃষ্টিতে বিভূতি
আপনিই প্রকট হ'য়ে উঠবে,
বিভুত্বও

তোমার অন্তর-আসনে
বোধনলাভ ক'রতে থাকবে তেমনি,
তৃপ্তিও
সাদর-সম্ভাষণে
স্বাগতম্-আহ্বানে
ধন্য ক'রে তুলবে তোমাকে। ৯৮।

উপলব্ধি মানে সামীপ্যলাভ,
তপস্তপ্ত হ'য়ে থাকা,
তদ্‌গুণে গুণান্বিত হ'য়ে ওঠা,
প্রকৃত হ'য়ে ওঠা—
ইষ্ট-অনুধ্যায়িতায়,
উন্নয়ন-অভিধায়িতা নিয়ে,
তদনুগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণে,
ভক্তিতে, জ্ঞানে,
ধী-দীপনী বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে ;
শব্দ, জ্যোতিঃ ইত্যাদি
যা'ই অনুভব কর বা না-ই কর,—
ঐ তদ্‌গুণে গুণান্বিত না হ'য়ে ওঠা পর্য্যন্ত
তোমার কিছুই হয়নি,
অনুদীপনার উত্তেজনায়
ওগুলি অনুভব করা যেতে পারে—
অন্তঃকরণের মানস-চক্ষে,
তোমার চরিত্র নিয়ে
তদ্‌গুণে গুণান্বিত হ'য়ে ওঠনি,
অথচ লাখ দর্শন-শ্রবণের বহর
তোমাকে পেয়ে ব'সে আছে,—
ও তোমার একটা
ধর্ম্মীয় বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই না ;
নিজে ঠ'কো না,
লোককেও ঠকাতে যেও না। ৯৯।

নিরন্তর খরস্রোতা আগ্রহ-অনুদীপনা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপাঃ যা'রা,
তা'দের কৌষিক উপাদান-বিন্যাস
এমনতরই সংস্থিতি লাভ করে,
যা'তে তা'দের বৈধানিক বিবর্ত্তন
বিশুদ্ধ পরিক্রমায়
ব্রাহ্মীদেহে উৎক্রামিত হ'য়ে ওঠে ;
ফলে, তা'দের অনুভূতিগুলিও
সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য নিয়ে
সুসঙ্গত সর্ব্বাঙ্গীণ বৈধানিক সার্থকতায়
ধৃতিলাভ ক'রে চ'লতে থাকে ;
আর, অমনতর হ'ওয়াটাকেই
ব্রাহ্মীতনু-লাভ বলা যেতে পারে । ১০০ ।

অলস শূন্যতাই কিন্তু জীবনের মানদণ্ড নয়কো,
সুকেন্দ্রিক প্রীতি-প্রদীপ্ত
আত্মনিয়মনী ভজনদ্যুতিসম্পন্ন
সার্থক কৃতি-সমাধানই
জীবনের সমাধি,—
যা' সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে । ১০১ ।

ঈশ্বর সক্রিয় তোমার জীবনে,
তেমনি সবারই ;
তোমার জীবনের
অনুচর্য্যী অবদানের ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তুমি উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
তাঁ'রই সার্থক আপূরণে,
বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্বের
দক্ষকুশল নিয়মন-তৎপর
যোগ্যতার অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে । ১০২ ।

যদি কেহ তোমাকে
ঈশ্বরকে দেখিয়ে দেওয়ার সর্ত্তের দ্বারা
প্রলুব্ধ করতে চান,—
তুমি কিন্তু তা'তে আস্থা রেখো না,
কারণ, সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপা
অনুচর্য্যী অনুনয়নের ভিতর-দিয়েই
সুসঙ্গত আত্মবিন্যাসী বোধায়নী তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
যে-বোধিদর্শনে উপনীত হবে,
সেই বোধিচক্ষুই
ঈশিত্বকে অনুভব করতে পারে,—
যা' তোমার সত্তায় সংহিত হ'য়ে
স্বভাবে স্বতঃ হ'য়ে
সহজ স্বাভাবিকতায়
চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে উঠবে ;
তাই, ঐ বিন্যাস-বিহীন ভাবপ্রেরণার
অভিভূত-আবেগের ভিতর-দিয়ে
তোমার ভিতরে
কেউ যদি কিছু চাপিয়ে দেন,—
তা' কিন্তু যাদুই,
তা' তোমার সত্তার কিছুই নয়কো—
বিকার-বিজৃম্ভিত বিক্ষেপ ছাড়া। ১০৩।

ঈশ্বরকে বা প্রিয়কে
স্তুতি, ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যের লোভে
চাইতে যাওয়া মানেই হ'চ্ছে—
ঈশ্বর বা প্রিয়কে না চেয়ে
ঐ স্তুতি, ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যকেই চাওয়া,
ও হ'চ্ছে ঈশ্বর বা প্রিয়-চাহিদায়
ছদ্মবেশী কামাবশতা ;

তোমার কামনা
যত তোমার ঈশ্বর বা ইষ্টে
সার্থক ক'রে তুলতে পারবে—
বিহিত ঔপাদানিক সমাবেশে
সার্থক সঙ্গতিতে
সব খুঁটিনাটি নিয়ে রূপায়িত ক'রে,
কামাবশায়িতা তোমাতে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে ততই। ১০৪।

সত্তাকে সচল রেখে যত পার দাও,
সম্ভব হ'লে চেও না—
চাওয়ার প্রত্যাশাও রেখো না,
প্রীতির অবদান যা' পাও
ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব'লে গ্রহণ ক'রো—
তোমার পক্ষে উপযুক্ত যা',
এমন-কি, যদি পার—
ঈশ্বরের কাছেও কিছু চেয়ো না,
সর্ব্বতোভাবে
সর্ব্বান্তঃকরণে
তোমাকেই নিবেদন কর তাঁ'র চরণে—
সক্রিয় বাস্তবতায়,
আর, সেই চলনে চলতে থাক—
তোমার চিন্তা-প্রবৃত্তি-কর্ম্ম
কায়মনোবাক্যে তাঁ'তে সার্থক ক'রে,—
অচ্যুত চিরন্তনী লোকসেবী উৎসারণায়,
নজর রেখো, ফুরিয়ে যেও না,
নিজেকে দান ক'রে
তুমি নিত্যদাস হ'য়ে থেকো তাঁ'রই,
তোমার অফুরন্ত সেবায়
তোমার কাছে তিনিও যেন
অফুরন্ত হ'য়ে ওঠেন—

নিরন্তর হ'য়ে,
সার্থকও হবে—
শান্তিও পাবে। ১০৫।

তুমি ঈশ্বর-স্পর্শ লাভ ক'রেই থাক,
বা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শনই লাভ ক'রে থাক—
যদি সুকেন্দ্রিক একানুধ্যায়িতার সহিত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীয়ন্ত কোন জীবনে
অনুরাগ-সন্দীপনায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
তোমার জীবন ও বোধি-বিন্যাস না হ'য়ে থাকে—
তত্ত্বতঃ, তথ্যতঃ ও ব্যক্তিতঃ,
অন্বয়ী অনুচর্য্যায়,
অবিসম্বাদ-তৎপরতায়,—
তোমার সমস্ত বোধগুলি
তাঁতে যদি সার্থক হ'য়ে
অন্বয়ে জমাট বেঁধে না উঠে থাকে—
পরতঃ ও অপরতঃ,
প্রশ্নহীন, দ্বিধাহীন আগ্রহ-দীপনায়
অকম্পিত, অচ্যুত, অবাধস্রোতাঃ হ'য়ে
নিরন্তর সলীল গতিতে,
বাক্য, ব্যবহার, চাল-চলন ও চরিত্রের
সুসঙ্গত সার্থক প্রবোধনায়,—
কিংবা যে-কেন্দ্র হ'তে
বোধায়নী পরিক্রমায়
তুমি প্রবর্ত্তনা লাভ ক'রেছ,
তাঁ'র প্রয়োজন যদি তোমার জীবনে
নিভে যেয়ে থাকে,—
তোমার ঈশ্বর-স্পর্শ,
ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন

একটা বিভ্রান্ত আবোল-তাবোল
ছন্নছাড়া কল্পনার
বাগ্‌বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
তুমি তো ঠকেছই,
তোমার ঐ ছন্ন জ্ঞানদীপনা
ঠকাবেও অনেককে অবলীলাক্রমে,
ফল কথা, ঠিক বুঝো,—
যত যে-জ্ঞানই লাভ ক'রে থাক না কেন,
তা' সর্ব্বসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
ঐ কেন্দ্রকে সার্থক ক'রে তুলে যদি না থাকে—
অবাধ রাগদীপন অনুচর্য্যায়,
বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
সার্থক অধ্যবসায়ী তৎপরতায়,
সেই জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বকে
জীবনে প্রস্ফুটিত ক'রে
নিঃসন্দেহ মীমাংসায়,—
তোমারও কিছুই হয়নি,
তুমি এখনও সাবধান হও,
অনুরাগ-সম্বেগবুদ্ধ হ'য়ে
তদনুচর্য্যী তাপস চলনে চলতে থাক—
সব যা'-কিছুকে সুসঙ্গত ক'রে নিয়ে
ভাবে, কর্ম্মে
ও বোধিদীপনার সুসঙ্গত তালিমী তালে,
তুমিও সার্থক হবে,
চেতন-পরিক্রমায় তোমার জীবনও
সংস্থ হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমার সাহচর্য্য
অনেককেই তৃপ্ত ও দীপ্তিতে
দেদীপ্যমান ক'রে তুলবে—
স্বস্তির সম্বুদ্ধ আবাহনে। ১০৬।

মত বা বাদে থাকে তত্ত্ব বা বিবৃতি,
মানুষে থাকে চরিত্র ;
তত্ত্ব যখন ব্যবহারে বিভূতি লাভ ক'রে
বিশেষ মানুষে মূর্ত্ত হ'য়ে
তা'র চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে
বোধি-সমন্বয়ে—
তিনিই হ'লেন ঐ তত্ত্বের আদর্শ—
তাঁকে দেখে, অনুসরণ ক'রে
মানুষ ঐ তত্ত্বে উপনীত হ'তে পারে ;
শুধু বাদ বা তত্ত্ব বৃথা,
আর, তা' ব্যর্থতারই আসন লাভ করে,
তাই, ঋষি বাদ দিয়ে
ঋষিবাদের উপাসনা
ব্যর্থতারই বিভ্রান্ত পথমাত্র। ১০৭।

দুনিয়ায় যা'-কিছু
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
তত্ত্বেরই অভিব্যক্তি,
যেমন ক'রে যা' দিয়ে
যে-বৈশিষ্ট্য নিয়ে তা' হয়েছে
তা'ই তা'র তত্ত্ব বা তাহাত্ব ;
সেই তত্ত্ব যাঁ'তে জীবন্ত, প্রজ্ঞা-চেতন—
তিনি হ'চ্ছেন তত্ত্বপুরুষ, বেত্তা বা আচার্য্য ;
যদি জানতেই চাও—
আয়ত্ত করতেই চাও—
ঐ তত্ত্বজ্ঞ যিনি
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ,
সশ্রদ্ধ সানুকম্পী সক্রিয় সেবানুকম্পায়
অনুসরণ কর তাঁ'কে ;
বিহিত পরিচর্য্যায়
তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক

তোমাতেও ঐ তত্ত্ব
চেতন-অভিদীপ্তিতে
সমন্বয়ে, সামঞ্জস্যে প্রকট হ'য়ে উঠবে—
পূরয়মাণ প্রবৃদ্ধি নিয়ে। ১০৮।

তত্ত্বকথা লাখ বল,
যতক্ষণ না তোমার
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায়
তাত্ত্বিক সমাবর্ত্তন হ'য়ে উঠছে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার কিছুই হয়নি কিন্তু ;
হওয়া মানেই হ'চ্ছে
করার ভিতর-দিয়ে
বাস্তব অনুভূতিতে উপনীত হ'য়ে
বোধিসত্তার সার্থক-সঙ্গত বিনায়নায়
অমনতর হ'য়ে ওঠা—
বস্তু, তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্বের
বোধ-বিনায়িত বিভব নিয়ে ;
এই হওয়া যত
সুকেন্দ্রিক সার্থক প্রীতি-প্রভাব নিয়ে
আবির্ভূত হবে তোমাতে,
চারিত্রিক বিকিরণাও হ'য়ে উঠবে তেমনি। ১০৯।

দেব-দর্শনই বল
বা আরাধ্য-দর্শনই বল,
স্বপ্নই হো'ক
বা ভাবালু অনুধ্যায়িতাই হো'ক—
তুমি যদি তা' তোমার অন্তরে দর্শন কর,—
তা'তেই যে একটা বড় কিছু হয় তা' নয়কো,—
যতক্ষণ তা' তত্ত্ব-সঙ্গতি নিয়ে
বাস্তবতায় তোমার সম্মুখে

মূর্ত্ত হ'য়ে না ওঠে—
কোন ব্যক্তিত্বে বিকশিত হ'য়ে,
তোমার বোধ-সঙ্গতিতে সঙ্গত হ'য়ে,
বিন্যাস-বিভায় বিকশিত হ'য়ে ;
এই বোধায়নী তত্ত্ব-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যা' অভিব্যক্তি লাভ ক'রে থাকে,
তা'ই কিন্তু ঈপ্সিত তোমার,
যে বোধি-স্পর্শ
সম্যক্ সঙ্গতি নিয়ে
দীপন-বিভায়
তোমার চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে
সবারই হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে থাকে—
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য তেমনতরভাবে,
উন্মুখ অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে ;
আর, তা' তখনই আসে,
যখনই সম্যক্‌ভাবে তা'কে
সুসঙ্গত বিনায়নায় ধারণ করতে পার,
ঐ সম্যক্ ধারণাই সমাধি ;
ঈশ্বর অমূর্ত্ত হ'য়েও মূর্ত্ত,
নিরাকার চেতন-বিভায় উদ্ভাসিত হ'য়েও
প্রত্যেকেরই প্রাণন-দীপনা—
জীবন-বিভব,
ঈশ্বর যা'-কিছুরই বৈশিষ্ট্য,
প্রত্যেক বিশেষেই নির্ব্বিশেষ তিনি,
সমষ্টিগতভাবে তিনি সবারই ধৃতি-সম্বেগ,
সহজ সমাধিই তাঁ'র সম্যক্ ধারণা। ১১০।

এই জীবনেই যদি সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলে—
তা'ই তোমার মহান লাভ,
নচেৎ মহাবিনাশ অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে ;
প্রতিব্যষ্টিতে তৎস্থ হ'য়ে

তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানপ্রয়াসী যাঁ'রা—
তাঁ'রাই সত্যকে অধিগমন ক'রে থাকেন
অমর জীবনকে অধিগত ক'রে। ১১১।

যাঁ'রা তত্ত্ববেত্তা, ব্রহ্মজ্ঞ,
প্রজ্ঞা তাঁ'দের অন্তরে
বীজাকারেই নিহিত থাকে
সহজ সংস্থিতি নিয়ে,
উপযুক্তক্ষেত্রে তা' বিকীর্ণ হ'য়ে
আলোকপাত ক'রে থাকে ;
কিন্তু গর্ব্বোপসু ধৃষ্টতা যেখানে—
তাঁ'রা সেখানে মূক ও মূঢ় দৃশ্যতঃ,
তাই, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" ১১২।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমের
জীয়ন্ত বেদী-সমাসীন ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা কর—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী বৈধী তাৎপর্য্য নিয়ে
তদর্থপরায়ণ হ'য়ে ;
আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে যেও না,
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠাই তোমার প্রতিষ্ঠা হো'ক,
বাস্তব যোগ্যতায় যোগ্য হ'য়ে ওঠ,
সব নিয়ে
স্বর্গীয় মলয়-নন্দনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে। ১১৩।

তুমি ঈশ্বর-সম্বেগী হও—
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
ধারণ-পালনী অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে,

আর, বৈধী নিয়মনে চল,
যা'তে সত্তা সংস্থিতিলাভ করে—
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে,
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার এই-ই পথ । ১১৪ ।

ঈশ্বরকে কৃতার্থ করার প্রলোভন নিয়ে যদি
তাঁ'র শরণাপন্ন হও—
তবে তুমি সেই প্রলোভনেরই শরণাপন্ন হবে
এবং ঐ প্রলোভনের নিয়তি যা'
সেই ফলই লাভ ক'রবে,
কিন্তু তাঁ'র সেবা ক'রে
কৃতার্থ হওয়ার প্রলোভনে যদি
তাঁ'তে আত্মোৎসর্গ কর সর্ব্বতোভাবে—
তবে অন্তরস্থ ভগবানের আশীর্ব্বাদ-লাভে
ধন্য হবে । ১১৫ ।

বিশ্বনাথে অন্তরাসী হ'য়ে
যতই তুমি বিশ্বের প্রতিপ্রত্যেকটির ভিতর
অনুধ্যায়ী অনুধাবনায়
তত্ত্বতঃ তাঁ'র উপলব্ধিপ্রয়াসী হ'য়ে উঠবে,—
চৈতন্য-সমাধিও
ততই এগিয়ে আসবে তোমার দিকে—
তাঁ'কে বিশেষের ভিতর
নির্ব্বিশেষ-অভিশায়নায়
একসূত্রসঙ্গতিতে উপলব্ধি করতে,—
যা'র ফলে, তুমি ক্রমশঃই
কেবল হ'য়ে উঠবে—
সমাধির নির্ব্বিকল্প অভিনিবেশে ;
আর, বিশ্বনাথ মানেই হ'চ্ছে—
যে-বপনা হ'তে

বিশেষ বিহিত পরিক্রমায়
প্রতিটি ব্যষ্টিসহ সমষ্টি
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে। ১১৬।

বৈশিষ্ট্যপালী আচার্য্য-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ঈশ্বর-অনুবেদনায়
তাঁকে ধর,
আর, চলও তেমনি—
ভাল, মন্দ, ন্যায়-অন্যায় যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে শুভে—
আত্মনিয়ন্ত্রণে—
ক'রে চল এমনি ক'রে ;
এই করাই
তোমাকে সঙ্গতিশীল ক'রে
অমনতর ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে,
তুমি হবে,
এই হওয়াই পাওয়ার উদ্গাতা ;
ভাবালু চলনা,
কর্ম্মহীন কথা
ঈশিত্বকে স্পর্শও করে না ;
ঐ অমনতর ধারণ-পালনের ভিতর-দিয়ে
যে-হওয়া
সে-হওয়াই ঈশ্বর-স্পর্শী ;
নয়তো, ঐ ব্যতিক্রমী ভাবালুতা,
প্রবৃত্তি-অনুপ্রেরিত সঙ্গতি-হারা কর্ম্ম
প্রচ্ছন্নভাবেই হো'ক
আর প্রত্যক্ষভাবে হো'ক,
ছন্নতাতেই নিষণ্ন ক'রে তুলবে তোমাকে। ১১৭।

তোমার সত্তা-অনুস্যূত
প্রবণ-তাৎপর্য্যগুলিকে

সৎ-সুকেন্দ্রিক সুবিনায়না-সন্দীপ্ত ক'রে রেখো ;
তোমার যোগ-প্রবণতা,
যমন-প্রবণতা,
নিয়মন-প্রবণতা,
সন্ধিৎসু সম্বোধি
ও অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
অস্তিবৃদ্ধির অনুচারী ক'রে
উদ্দীপ্ত সঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বে
অন্বয়ী তৎপরতায়
তীক্ষ্ম, তীব্র ক'রে
প্রস্তুতির পদক্ষেপে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল,—
সার্থকতার হোমবহ্নি
হবিঃ-উচ্ছল হ'য়ে
তোমাকে দেব-দীপী ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর পরম দৈবত। ১১৮।

ঈশ্বরের বাণী বহন কর —
বাক্যে, ব্যবহারে, কুশলকর্ম্মা দক্ষতায়,
সানুকম্পী সেবানুচর্য্যায়,
আবার, এই অনুচর্য্যা তোমার
ঈশগৌরবী হ'য়ে উঠুক,
মানুষকে ভাগ্যের অধিকারী ক'রে
সমৃদ্ধিতে উন্নত ক'রে
সর্ব্বতোভাবে
তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ কর,
কারণ, তোমার তদনুগ পরিচর্য্যা
তা'কে ভাগ্যের অধিকারী ক'রে তুলেছে ;
তোমার অনুচর্য্যা যেন
ঈশ্বরকে ভাগ্যবান্ ক'রে তুলেছে ব'লে
ক্লীব-নন্দনা উপভোগ না করে,

এতে তোমার অহং ভূমায়িত না হ'য়ে
ইতর হীনম্মন্যতাতেই
অভিভূত হ'য়ে উঠবে,
বরং তাঁর বিধি ও বাণীর পরিবেষণে
সবাইকে ভাগ্যে উন্নীত ক'রে তোল—
বিনীত পরিবেদনায়,
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার জীবন-অভিযান। ১১৯।

জীবনে তুমি যা'কে চেয়েছ,
তা'কে উপলব্ধি করতে বা অর্জ্জন করতে
যেমন ক'রে তা' করতে হয়,
তেমনি ক'রেই তা' করতে হ'য়েছে,
ঈশ্বরকেও যদি চাও,—
তাহ'লেও তেমনিই ক'রে চলতে হবে,
নয়তো, ঈশ্বর
আধিপত্যের আয়তনে
তোমার বোধিদর্শনে
প্রকট হ'য়ে উঠতে পারবেন না। ১২০।

ঈশ্বরকে স্বীকার কর,
তা'তে তাঁর আপত্তি নাই,
অস্বীকারেও তা'ই,
কিন্তু তাঁকে তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যতখানি আপন ক'রে তুলতে পারবে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,—
তিনি তেমনিই
তোমার বোধিদৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত হ'য়ে উঠবেন। ১২১।

যে-আধিপত্য
তোমার প্রাণন-প্রদীপনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে

তোমার বিধানকে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক পরিমাপনায়
বিধায়িত ক'রে রেখেছে—
তিনিই তোমার অন্তরের ঐশী শক্তি,
তুমি তাঁ'রই শরণ লও,
অর্থাৎ তাঁ'কেই রক্ষা ক'রে চল—
ইষ্টানুগ নিয়মন-তৎপরতায়,
ওতেই তোমার স্বস্তি ও শান্তি। ১২২।

ঈশ্বরকে একান্তই আপনার ক'রে নাও,
তোমার সত্তার সব-কিছু স্ফুরণের ভিতর-দিয়েই
তাঁ'তে তোমার প্রীতি
পরিস্ফুরিত হো'ক,
এমনভাবে যতই তাঁ'কে
আপনার ক'রে নিতে পারবে—
প্রাপ্তিও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফুটে উঠবে
তোমাতে তেমনি। ১২৩।

মনে রেখো,
ঈশ্বর-পূজার জীবন্ত বেদীই হ'চ্ছেন
সর্ব্বপূরয়মাণ পুরুষোত্তম—
যিনি ঈশ্বরেরই মনোনীত প্রেরিতপুরুষ,
ঈশ্বরোপাসনা সার্থক হ'য়ে ওঠে
তাঁ'রই অনুসরণের ভিতর-দিয়ে ;
তাঁ'কে ভালবাস,
নিতান্তই একান্ত ক'রে ভালবাস,
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন, ভাবভঙ্গী
সবের ভিতর-দিয়েই
যেন তাঁ'তে তোমার প্রীতি
পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়,

আর, তাই-ই যেন তোমার উপভোগ্য হয় ;
তাঁ'রই চোখে তুমি দেখ,
তাঁ'রই কানে তুমি শোন,
তাঁ'রই নাকে তুমি ঘ্রাণ নাও,
তাঁ'রই মুখে তুমি আহার কর,
হস্ত
তাঁ'রই অভিদীপনায় কর্ম্মঠ হ'য়ে উঠুক,
পদ
সেই সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত চলন-ভঙ্গিমায়
তোমাকে সঞ্চালিত ক'রে তুলুক,—
এমনতর ক'রেই আপনার ক'রে নাও,
এই আপনার ক'রে নেওয়ার ভিতরেই
প্রাপ্তি নিহিত। ১২৪।

শ্যামকে যদি রাখ,
আর চরিত্রও যদি তোমার
শ্যামপ্রভ হ'য়ে ওঠে,
পেছটানের তোয়াক্কা যদি না কর কিছু,—
কুল
কলগতিতে
আপনিই উৎসারণশীল হ'য়ে উঠবে,
শ্যামকে ছেড়ে কুল যদি রাখতে চাও—
শ্যামও থাকবে না,
কুলও বিপর্য্যস্ত হবে ;
তাই, 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি'
এমনতর দ্বন্দ্বে দিক্‌হারা হ'য়ো না। ১২৫।

ঈশ্বরকেই ভালবাস,
আর, ঐ ভালবাসার অর্ঘ্য
তোমারই পূরয়মাণ বেত্তা

ইষ্টপাদমূলে নিবেদন কর,
কারণ, তিনিই তাঁর আশিস্-মূর্ত্তনা ;
তাঁর ঐশ্বর্য্যকে যত্ন কর—
সম্ভ্রান্ত পরিচর্য্যা নিয়ে,
কারণ, ঐ ঐশ্বর্য্য তাঁ'রই,
আর, তাই ব'লে তোমার পোষণীয়,
পালনীয়, পূরণীয় তা'—
তা' মানুষই হো'ক,
বিত্ত-সম্পদ্ যা'ই হো'ক না কেন ;
ঐ যত্ন সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমারই পূরয়মাণ ইষ্টপাদমূলে
অর্ঘ্য-অন্বিত হ'য়ে ঐ তাঁ'তেই—
ঐ ঈশ্বরেই,
তবেই তুমি ও তোমার যা'-কিছু
সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
নয়তো, ব্যর্থ হবে তুমি,
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ ভোগলালসা ও বিত্ত-এষণা
ব্যাহত করবে তোমার সব যা'-কিছুকে—
তা' তোমাতে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত যতই হো'ক না কেন। ১২৬।

ঈশ্বরকে গুরুই বল, মা-বাবাই বল,
স্বামী বা প্রভুই বল,
বন্ধু-বান্ধব বা শ্রেয়-সম্পর্কিত যা'ই বল না কেন—
তা'র ভিতর-দিয়ে
অন্তঃকরণের খালি-ভাবকে
সেই ভাবে পরিপূরণ ক'রে
ঈশ্বরনিবদ্ধ হ'তে পার,
যাঁ'তে সব সার্থক হ'য়ে ওঠে
তাঁ'তে ও-ভাবও সার্থক হ'য়ে উঠবে—
ঐ ভাবেরই

সার্থক-সন্দীপনী তাৎপর্য্য নিয়ে
প্রাজ্ঞ-অভিচেতনায়
সব-কিছুরই সার্থক-বিবর্ত্তনী অন্বয়ে,
কারণ, সব প্রকৃতিই তাঁতে নিহিত-নিবন্ধ ;
কিন্তু ঐ ভাব যদি ব্যভিচারী হয়
অর্থাৎ ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতার অছিলায়
অন্য-কিছুতে অর্পিত হয়—
তাহ'লে তা' দুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ১২৭।

তুমি নির্ব্বিশেষ-অনুভূতিতে
উৎক্রান্ত হ'য়ে উঠেছ ব'লে মনে কর,
অথচ ঐ নির্ব্বিশেষ কেমন ক'রে
কী সংক্রমণায়
কোন্ বিনায়নী তাৎপর্য্যে
প্রতিটি বিশেষ-বিশেষে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
তা' যদি তুমি উপলব্ধি করতে না পার—
সবিশেষ সুকেন্দ্রিক অভিধায়নায়,
তাত্ত্বিক দৃষ্টির সংশ্লেষণী
সম্বেগের ভিতর-দিয়ে,—
বুঝে রেখো—
তোমার ঐ নির্ব্বিশেষ-অনুভূতি
বিশেষ বিভব-সম্পন্ন নয়কো ;
তা' যদি পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে
বিশেষে সার্থক হ'য়ে,—
বোঝা যাবে—
তা' বাস্তব উপযুক্ততায় উপনীত হ'য়েছে। ১২৮।

আচার্য্য-অভিধৃতি নিয়ে
সুক্রিয় আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
কেন্দ্রায়িত বিন্যাসে

বাস্তবের শ্লেষণ-তাৎপর্য্যে
সার্থক অন্বিত-সঙ্গীতির
অভিধায়নী অর্থনা নিয়ে
ধৃতির সন্ধিৎসু প্রত্যয়ে প্রবেশ ক'রে
আচার্য্যকে তত্ত্বতঃ জেনে
ঐ সুক্রিয় সর্ব্বার্থ-সার্থক অন্বিত-সঙ্গতিতে
নিজেকে নিমজ্জিত করাই হ'চ্ছে সমাধি ;
ঐ সমাধি
যে-বোধিবিদীপ্তির অধিকারী ক'রে
মানুষকে তত্ত্বদৃষ্টির
শীলন-সন্দীপী
বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্বে
অধিরূঢ় ক'রে তোলে,—
তা'ই হ'চ্ছে প্রাজ্ঞ-পুরুষার্থ ;
তুমি হংসই হও,
পরমহংসই হও,
বহূদকই হও,
কুটীচকই হও,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাতে
এমনতর ব্যক্তিত্ব
উপচয়ী উচ্ছল হ'য়ে না উঠছে,—
নামে যা' হও,
কাজে কিছুই হয়নি তোমার। ১২৯।

যা'তে তোমার অনুরতি যেমন অবিচ্ছিন্ন,
নিয়ন্ত্রিত হবেও তুমি তেমনতরই—
অন্তর-বাহির দু'দিক্ দিয়ে ;
তোমার অনুরতি শ্রেয়কেন্দ্রিক হো'ক,
অচ্যুত স্বার্থ-সন্দীপী হ'য়ে উঠুক শ্রেয়তে,
সুসঙ্গত, সার্থক সমর্থন-সামঞ্জস্যে অন্বিত হ'য়ে
অন্তর-বাহিরে তা'র প্রকাশও হ'য়ে উঠুক তেমনি। ১৩০।

তুমি ঈশী-প্রেমে লাখ আলুথালু হ'য়ে ওঠ,
বা নিরেট পাথরের মতন হও না কেন,
যদি না, যতক্ষণ না—
তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
সংশ্রয়ী সম্বর্ত্তনায়
তঁদনুচর্য্যী সুনিষ্ঠ তঁত্তপা হ'য়ে
অচ্যুত সুকেন্দ্রিক-তৎপরতায়
তঁদনুগ আত্মবিনায়না
ও কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রণার ভিতর-দিয়ে
তাঁর রক্ষণ, পোষণ
ও আপূরণী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
অনুশীলন-তৎপরতায়,—
তোমার তা' তমসা-অঞ্জিত হ'য়েই চলবে ;
যে ঈশ্বরকে ভালবাসে,
অথচ তাঁর বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষে
আত্মনিবেদন না করে,
প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে না ওঠে—
উপচয়ী অনুশীলনার আবেগ-উন্মাদনায়,—
সে ভ্রান্ত,
ঈশ্বরকেও ভালবাসে না সে ;
তাঁকে দেখ,
তাঁর অনুসরণ কর,
ঈশ্বর
স্ফুরিত-দীপনায়
তোমার সম্মুখে
তাত্ত্বিক-অনুবেদনায়
স্ফুরিত মূর্ত্ত ঔজ্জ্বল্যে
তদ্রূপেই প্রতিভাত হ'য়ে উঠবেন,
তোমার সমাধি
আত্মনিবেদনে সার্থক হ'য়ে

অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরের অনুপ্রেরিত প্রকট মূর্ত্তিই হ'চ্ছেন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম যিনি,
ঈশ্বরই অমৃতস্বরূপ। ১৩১।

ঈশ্বরের বীচি-বিকিরণী
আশিস্-প্রস্রবণ হ'তেই
সৃষ্টির উদ্ভব,
প্রত্যেকটি বীচিতেই সৃজনবীজ নিহিত—
উৎসৃজনী বৈশিষ্ট্য-পরম্পরায়,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে জীবের জীবন-সত্তা ;
প্রতি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
সত্তা-সংরক্ষণী যা'-কিছু
তা'ই তা'র পক্ষে সৎ,
এবং সত্তাক্ষয়িষ্ণু যা'
তা'ই-ই হ'চ্ছে অসৎ,
আবার, ঐ বীচি-উৎসৃজী জীবনের
সানুধ্যায়ী
পূরয়মাণ বেত্তা-ব্যক্তিত্বে সুকেন্দ্রিক
অনুরাগ-প্রকৃতির পরিচরণ হ'তেই
আসে তা'র বিবর্ত্তন,
আর, তা'রই উল্টো যেখানে
তা' হ'তেই আসে অধঃপতন,
তাই, তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সত্তাসংরক্ষণী যা'
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, বিচারে, বিবেচনায়
সেগুলিকেই অধিগত ক'রে তোল,
তোমার পক্ষে যা' জীবনীয়
অন্য বিশেষ ও বৈশিষ্ট্য-গুচ্ছের কাছে
তা' হয়তো সত্তা-ক্ষয়িষ্ণু,
তাই, ক্ষয়িষ্ণু যা' তা'কে এড়িয়ে

বৰ্দ্ধিষ্ণু যা' তা'কেই গ্রহণ কর—
নিজে-নিজের গুচ্ছকে সংহত রেখে,
অন্য গুচ্ছকে অনুপাতীক্রমে
বৈধী পরিচর্য্যায় আয়ত্তে এনে
এড়িয়ে বা নিরোধ ক'রে ;
পূরয়মাণ শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী সুকেন্দ্রিক পরিচর্য্যায়
নিজেকে সংহত ক'রে
পরিবার ও পরিবেশসহ
শ্রেয়ার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে এগুবে যতই—
কৰ্ম্মে অধিগত হবে তা' যতই—
বিবর্ত্তনী আত্মপ্রসাদে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে তেমনি ততই,
সার্থকও হবে তেমনই—ততই। ১৩২।

ঐশীরণনদ্যোতক শব্দকেই
ঈশ্বরীয় নাম ব'লে অভিহিত করা হয়,
ঐশী বা ঈশ্বরীয় কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
সেই শক্তি
যে-শক্তির আধিপত্যে
বস্তুসঙ্গতি
বিদ্যমানতায় বজায় থেকে
চলন্ত হ'য়ে চলে ;
এই নাম সাধারণতঃ তিনপ্রকারে
ভাগ করা যেতে পারে,
প্রথম হ'চ্ছে ধ্বনাত্মক বা স্পন্দনাত্মক,
অর্থাৎ যে-স্পন্দনের আধিপত্যে
অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা প্রকট হয়,
বজায় থাকে,
ও প্রাণনপ্রদীপনা নিয়ে চলন্ত হ'য়ে চলে—
নানা আবর্ত্তনী পরিণয়নে,

দ্বিতীয়—ধ্বন্যাত্মক বা নাদাত্মক,
সংঘাত ও সংযোজনার ফলে
যে স্পন্দন-তরঙ্গে যে-ধ্বনির উদ্ভব হয়—
তা'ই হ'চ্ছে ধ্বন্যাত্মক,
তা'রপরেই হ'চ্ছে ভাবাত্মক,
স্পন্দন বা নাদের সংহতিতে
যে অনুভবযোগ্য অভিব্যক্তিতে
পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
তা'রই রূপ, গুণ ও ক্রিয়াবোধক যে-শব্দ
তা'কেই ভাবাত্মক নাম বলা যেতে পারে ;
স্পন্দনাত্মক নামই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ নাম,
তা'র পর ধ্বন্যাত্মক,
তা'র পর ভাবাত্মক,
তবে মুখ্যতঃ ঐ তিনেরই সার্থক-অন্বয়ী
তাৎপর্য্যবোধক যে স্পন্দনাত্মক নাম
সেই নামই শ্রেয়,
কারণ, তা'তে তত্তুল্য স্পন্দন
সৃষ্টি করা যেতে পারে,—
যে-স্পন্দনের ফলে
নাদ বা শব্দের অভিব্যক্তি হয়—
রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার
সার্থক-সুসঙ্গত সংহিত-ব্যঞ্জনা
ও অভিদীপ্তি নিয়ে ;
আর, নামের উদ্গাতাই হ'চ্ছেন ঋষি,
প্রেরিত-পুরুষোত্তম বা অবতারপুরুষ,—
যাঁ'র অনুভবে
এই-জাতীয় নাম প্রকট হ'য়ে উঠেছে
সার্থক-সঙ্গীতি নিয়ে,
অর্থাৎ যিনি দ্রষ্টা,
এই হ'চ্ছে নামের তাৎপর্য্য বা বিশেষত্ব। ১৩৩।

ঈশ্বর-অনুবেদ্য হও—
আচার্য্য-অনুবেদনা নিয়ে,
প্রকৃতির পরিচয় লাভ কর—
সার্থক-সঙ্গতির সুবীক্ষণী তৎপরতায় ;
তা' হ'তে বিধিকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোল,
জান—
ঐ সঙ্গতিশীল
বৈধী নিয়মনার ভিতর-দিয়ে,
অনুশীলন-তৎপরতায়,
সমীক্ষু বিন্যাসে ;
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
ঐ ঈশ্বর-অনুবেদ্য
প্রকৃতি-পরিচয়ের ভিতর-দিয়ে
যা' তোমার বোধিতে সজাগ হ'য়ে উঠেছে
বিন্যাস-বিভূতিতে
তেমনি ক'রে সেগুলিকে বিন্যস্ত ক'রে—
প্রয়োজনানুপাতিক সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে তোল ;
এমনি ক'রে
প্রকৃতির ঐ অমনতর চয়ন হ'তে
প্রয়োজনীয় যা'
তা'কে কতদূর সুঠাম ক'রে তুলতে পার, দেখ—
সর্ব্বার্থ-সঙ্গতিতে ;
ঐ অতিশায়িনী
অনুবেদ্য অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
প্রকৃতির চয়নগুলি
সঙ্গতিশীল চয়নে
কেমন ক'রে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার,—
আর, তা' কতটুকুই বা
প্রয়োজনের আপূরণী হ'তে পারে,—
আবিষ্কার কর তা',

আর, ঐ চলনই আবিষ্কারের জননী ;
ঈশ্বর প্রকৃতিরই প্রভু,
তিনিই পরমপুরুষ। ১৩৪।

সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-অনুক্রিয়
অনুগতিসম্পন্ন
অনুনয়নী হৃদ্য-অনুকম্পী চলনই হ'চ্ছে—
তোমার প্রিয়পরমের
দূরান্তরের দীর্ঘ-অভিযানের অনুসরণে
নিষ্পাদনী ক্ষুদ্রতম প্রথম পদক্ষেপ। ১৩৫।

শ্রেয়ানুচর্য্যায় নিরবচ্ছিন্ন হও,
ব্যবহারে হৃদ্য হও,
নিষ্পন্নতায় নির্ঘাত হও,
নৈপুণ্যে দক্ষ হও,
আর, তোমার যা'-কিছু নিয়ে
একনিষ্ঠ ইষ্টতপাঃ হ'য়ে
ঈশ্বরেই আরতিসম্পন্ন হ'য়ে চল। ১৩৬।

স্থির শ্রেয়কেন্দ্রিকতা নিয়ে
উদ্দেশ্যে আত্মবিনায়নী কর্ম্মতৎপর হ'য়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল
কর্ম্মানুশীলনার ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়লক্ষ্যে
বাস্তবে যেমনতর হ'য়ে উঠবে,—
প্রভাবও
তোমার চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
বিকীর্ণ হ'তে থাকবে তেমনি ;
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
হওয়াটাও তোমার যেমনতর বাস্তব,
প্রভাবও তেমনি। ১৩৭।

শ্রীই যদি চাও,
তবে শ্রেয়-চর্য্যা কর—
তদনুগ আত্মনিয়মনে,
আর, তেমনি ক'রে চলতে থাক ;
তোমার এই শ্রেয়রঞ্জিত চলন
রঞ্জিত ক'রে তুলুক সবাইকে। ১৩৮।

উন্নতি যদি চাও—
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
এগিয়ে চলতে থাক,
তোমার পেছটানের আকর্ষণ
তোমাকে যেন আবদ্ধ ক'রে না রাখতে পারে,
আর, ঐ এগিয়ে-যাওয়াটাই যেন
তোমার ভূত-ভবিষ্যৎকে
আপূরিত ক'রে তোলে—
প্রীতি-উদ্যম-পূর্ণ অনুশীলনী অনুচলনে
সুযুক্ত সংহতির তালে পা ফেলে-ফেলে,
আর, তোমার হৃদয়ের অংশু-বিকিরণে
সবাইকেই যেন আলোকিত ক'রে তোলে,
ঐ আলো
শ্রেয়-নিবন্ধতায়
সুসঙ্গীতির অচ্যুত আকর্ষণে
শ্রদ্ধোষিত বিনোদ-দীপনায়
লোক-অন্তরকে যেন
শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোলে ;
এমনি ক'রেই উন্নতিকে অবাধ ক'রে তোল। ১৩৯।

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম যিনি,
তাঁ'তে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধোষিত আরতি-দীপনা নিয়ে
তাঁ'কেই চিন্তা কর,

এই চিন্তনই হ'চ্ছে ধ্যান ;
ধ্যান করতে হ'লেই
সাধারণতঃ
সম্ভবমত নির্জ্জনেই তা' করা ভাল,
আর, ঐ চিন্তনার ভিতর-দিয়ে
যা' যা' অন্তঃকরণে আবির্ভূত হ'য়ে ওঠে,
তা'র যা'-কিছু প্রত্যেকটিকে
সার্থক-অনুনয়নে বিনায়িত ক'রে,
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
অন্বয়ী দীপনায়
মরকোচগুলিকে অবহিত হ'য়ে,
তা'র যা'-কিছু সবদিককার ধারণায়
ধৃতধী নিয়ে
ঐ নিয়ন্ত্রণী চিন্তাকে
সক্রিয় নিষ্পন্নতায়
উদ্‌যাপন ক'রে যত চলতে পার,—
ততই ভাল ;
আর, এই ধ্যানের সঙ্গে-সঙ্গে
তাঁ'রই উপদিষ্ট মন্ত্র জপ ক'রতে হয় ;
জপ করা মানেই হ'চ্ছে—
অন্তরে উচ্চারণ ক'রে
অর্থাৎ অন্তর-কথনে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে
অর্থ-ভাবনায়
তা'র মরকোচগুলিকে উপলব্ধি ও উপভোগ করা,
এমনি ক'রেই
তুমি যতটা পার
তোমার শারীর কোষগুলিকে নাচিয়ে তোল—
স্থৈর্য্যশীল নন্দনলাস্যে,
তদনুধ্যায়িতায়
নাদ-অবহিতি নিয়ে ;

এমনতরভাবে জপধ্যানের ভিতর-দিয়ে
অন্বিত ধৃতধীর অধিকারী হ'য়ে
যতখানি পার
যথাসম্ভব তৎপরতা নিয়ে
তোমার পরিবেশের জীবনীয় অনুচর্য্যায়
বাস্তবভাবে প্রয়োগ ক'রতে থাক তা' ;
আর দেখ, বোঝ,
বুঝে বহুদর্শিতায় উপনীত হও,
আবার, পরিবেশের প্রতি
যে-অনুচর্য্যা নিয়ে চলছ
তা' সব সময়ই যেন
হৃদ্য প্রীতি-প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে,
যা'র অনুক্রিয় অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'রাও স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে ওঠে,
সম্বর্দ্ধনার অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;
এই চলনই তোমাকে
অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিত্বকে
ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে বিনায়িত ক'রে
বোধিসাত্ত্বিক অণয়ন-অনুদীপনায়
অমৃতযাত্রী ক'রে তুলবে ;
তোমার অমৃত পন্থা
প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরকে
অমৃতসেচনী অনুশীলনে
বোধ-ধৃতিসম্পন্ন যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
প্রত্যেককেই সত্য-শিব-সুন্দরে
অধিষ্ঠিত ক'রে তুলবে —
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, চাল-চলনে,
যোগ্যতার উৎসর্জ্জনী
সুব্যবস্থ নৈবেদ্য-নিয়মনায়,
হোমদীপনা নিয়ে ;
তুমিও সার্থক হবে,

তা'রাও সার্থক হ'য়ে উঠবে—
সেই অমৃতের পরম উৎসজ্জর্নী উৎসে ;
ঈশ্বরই পরমকারুণিক,
ঈশ্বরই উৎসজ্জর্নী আবেগ,
ঈশ্বরই আত্মারাম,
আত্মিক প্রস্রবণ তিনিই,
তিনিই মূর্ত্ত প্রিয়-পরম। ১৪০।

সুকেন্দ্রিক সমাহিতি নিয়ে
ইষ্টানুগ চলনে চলতে থাক—
সক্রিয় তৎপরতায়
অন্বয়ী সঙ্গীতিতে
যা'-কিছুকে অর্থান্বিত ক'রে,
উপচয়ী অগ্রগতিতে চলৎশীল থেকে,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুকম্পা নিয়ে ;
এমনি ক'রেই
আবেগ-অনুবেদনায়
পরিস্থিতির প্রতিটি ব্যষ্টিকে
বিনায়িত ক'রে চ'লো—
জীবনে-বর্দ্ধনে
যোগ্যতার অনুশীলনে
বর্দ্ধনার আবেগ-সঙ্গমে,
ঐ কেন্দ্রানুগ অনুশ্রয়ী
অন্বিত-সঙ্গীতির
সক্রিয় অনুবেদনী সার্থকতায়,
সুকেন্দ্রিক পারস্পরিকতায়
প্রত্যেককে প্রীতিনিবদ্ধ ক'রে ;
যা'ই কর না কেন,
তা'র ভিতর-দিয়ে তোমার পরিধিকে
ক্রমবর্দ্ধনশীল ক'রে তোল ;
পরিধির এমনতর বিস্তারই

তোমার যশ,
আর, এই অন্বিত-সঙ্গতিশীল ধী
যা' দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
আরোতে গ'ড়ে তুলছ
উদ্দীপনী উদ্বর্দ্ধনায়,—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার বর্দ্ধনা,
এই বর্দ্ধনা তোমার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
গজিয়ে উঠছে—
ব্যক্তিত্বকে
উচ্ছল-স্ফুরণায় প্রবর্দ্ধিত ক'রে ;
প্রতিটি ব্যষ্টির বোধ
বিন্যাসলাভ ক'রে
তোমাতে অমনি ক'রেই সংস্থিতি লাভ করছে,
এই সংস্থিতি আবার সৃষ্টি করছে
প্রতিটি ব্যষ্টিসহ সমষ্টির স্বস্ত্যয়নী-সম্বেগ—
যে-স্বস্তি-পরিবেষণার ভিতর-দিয়ে
তুমি তা'দের কাছে হৃদ্য হ'য়ে উঠছ—
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে প্রসারণশীল ক'রে,
সুখ-সাফল্যে,
স্বস্তি-বিনায়নায়,
আয়ুতে, বলে, বীর্য্যে ;
এমনি ক'রেই
তা'দের সত্তার
অমৃত-পরিবেষক হ'য়ে উঠছ তুমি,
তোমার সুকেন্দ্রিক সত্তা
প্রতিটি ব্যষ্টির কাছে
প্রতীয়মান হ'য়ে উঠছে—
সৃজন-সন্দীপনায়
পালন-সন্দীপনায়
মহত্তর ধারণ-পালনী সার্থক-সমাহারের
তর্পণ-নন্দনায় ;

এমনি ক'রেই তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অন্বিত সঙ্গতির
শালিন্য-দীপনায়
বিভা-বিকিরণে
প্রস্ফুটিত হ'য়ে চলতে থাকবে,
তুমি ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
তোমার হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছল
ভক্তির হিরণ্য-সিংহাসনে
ঈশিত্ব অধিষ্ঠিত হ'য়ে থাকবেন,
প্রাপ্তির পরম আলিঙ্গনে
তোমার অস্তিত্ব
ঈশিত্বের ব্যঞ্জনা হ'য়ে উঠবে,
তুমি সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'রই নিবেদন-অর্ঘ্য হ'য়ে উঠবে। ১৪১।

তুমি ঠিক জেনো,
যতই কর, আর যা'ই কর,—
তোমার তপোনিরতি
তোমার অনুবেদনা
তোমার ব্যক্তিত্ব
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্ট, অহং, পারিপার্শ্বিক
ও পরিস্থিতির সঙ্গতিশালিন্যে
বিনায়িত হ'য়ে না উঠছে—
বোধদীপনী সঙ্গতি নিয়ে
সংশ্লেষী সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
প্রতিটি খুঁটিনাটি-সহ ছন্দঃস্রোতা হ'য়ে
সত্তায়, স্বার্থে, প্রীতি-অভিদীপনায়
আলিঙ্গনোৎসবে
পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক
নিয়ন্ত্রণ-বিনায়নায়,—
তোমার ব্যক্তিত্ব

বিভামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই ;
একটা বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে
ছন্ন ও ছিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে
তোমাকে চলতে হবেই,
তুমি কোন-কিছুতে সার্থক হ'য়ে উঠবে না,
তোমাতেও কোন-কিছু সার্থক হ'য়ে উঠবে না ;
কৃতির ভিতর-দিয়ে
যে-বিকৃতি জ'মে উঠেছে তোমাতে—
পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে,—
তা'কে নিরাকৃত ক'রে
সৎ-কৃতি-অভিসারে
চলন্ত হ'য়ে চলতেই পারবে না—
অন্বিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে,
সবারই তুমি,
সবই তোমার—
এমনতর আলিঙ্গন-নিবন্ধনে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
জাগ্রত-ধীতে
বাস্তবভাবে সম্বুদ্ধই হ'য়ে উঠবে না,
প্রাজ্ঞ-পরিবেদনা তোমাতে
ঝাপসা-দৃষ্টিসম্পন্ন
বা অন্ধই হ'য়ে থাকবে ;
আর, এগুলি যত সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-সঙ্গতি-সম্পন্ন
সার্থক-অন্বয়ে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,—
তোমার ধৃতিবান সত্তা
স্রোত-চলনে
চর্য্যারাগরঞ্জিত হ'য়ে
পালন-পূরণ-পোষণ-দীপনায়
চিতি-চৈতন্যে
চেতন-সমাধি লাভ ক'রবে,
তোমার ব্যক্তিত্বই
সম্যক্ ধারণায়

বিদীতি-অর্ঘ্যে অন্বিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই পরম বিধায়না,
ঈশ্বরই চরম চর্য্যা,
ঈশ্বরই পরম বিধাতা,
ঈশ্বরই সঙ্গতির চেতন দীপনা,
চিতি-চৈতন্যের দ্যোতন-সম্বেগ। ১৪২।

যে শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'তে চায় না,
বা শ্রেয়কেন্দ্রিকতা নিয়ে
নিজের বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম,
এক-কথায়, চরিত্রকে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
শ্রেয়ার্থে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে না,—
তা'র উন্নতি ও শ্রেয়-লাভ
স্বপ্ন-কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। ১৪৩।

তুমি যতই
তোমার যা'-কিছু প্রত্যেকটিকে
সার্থক-সঙ্গতিশালিন্যে
প্রিয়পরমে অর্থান্বিত ক'রে তুলতে পারবে,
তোমার ভাব-বিকশিত বোধিসত্ত্ব
তেমনতরই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
জ্ঞানদ্যুতির ফুল্ল দীপনায়। ১৪৪।

বহুতে বিকীর্ণ হ'য়ে যেও না—
বিকেন্দ্রিক বিভ্রান্তিতে
আত্মবিলয় ক'রো না,
শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
তদর্থী কোন উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে
তা'কেই রূপায়িত ক'রে
তা'রই ক্রম-বিকাশে
সেই সার্থকতাতেই

বহুকে সংহত ক'রে তোল—
সক্রিয় সহযোগী ক'রে
সৌকর্য্য-সৌষ্ঠবে—
তৃপ্তির অভিনন্দনায় নন্দিত ক'রে সবাইকে ;
আর, উন্নতির পন্থাই ঐ। ১৪৫।

তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ
কিছুতেই হ'তে পারে না,--
যদি যা'-কিছু সব তৃষ্ণাকে
শ্রেয়ের উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
নিয়ন্ত্রিত না কর,
একান্ত ক'রে না তোল—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তাঁরই পালনে, পোষণে,
আপূরণী তৎপরতায়,
সক্রিয় নিষ্পাদনী অভিযানে। ১৪৬।

যিনি তোমার শ্রেয়
ও অবলম্বন যিনি তোমার,
তাঁর জীবন, মন, স্বাস্থ্য ও স্বার্থে
যতক্ষণ তুমি স্বার্থান্বিত হ'য়ে না উঠছ—
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচর্য্যাপ্রবণ হ'য়ে
তৎসম্পর্কান্বিত পরিবেশ নিয়ে,—
ততক্ষণ যতই যা' হো'ক,
যতই যা' কর,
আর, যতই যা' পাও,
ব্যক্তিত্ব ও অন্তঃকরণ নিয়ে যে-তিমিরে
তুমি সেই তিমিরে। ১৪৭।

তোমার চিত্ত লাখ চঞ্চল হো'ক—
তা'তে কিছুই এসে যায় না,

তুমি তোমার প্রিয়পরমকে ভালবাস,
করও তেমনি,
আর, চলতে থাক ঐভাবে—
হৃদ্য চলনে,
সুসঙ্গত উপচয়ী অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে,
অসাধু-নিরোধে সজাগ থেকে,
প্রিয়পরমে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
তঁদনুগ আত্মনিয়মনায়,—
সব চঞ্চলতা,
সব স্থৈর্য্য
অমন ক'রেই সার্থক হ'য়ে উঠবে। ১৪৮।

যা'রা প্রিয়পরম বা প্রেরিত-পুরুষোত্তমের
কথাবার্ত্তা বা আলাপ-আলোচনা শোনে,
কিন্তু অনুশীলন বা চলন-তৎপর নয়,—
তা'রা দুর্ভাগ্য,
তা'দের সত্তা
শ্লথভূমিতেই সংশ্রয়লাভ ক'রে আছে ;
কিন্তু যা'রা শোনে ও করে
তা'রা নিজসত্তাকে
অটল ভূমিতেই সংশ্রয়ান্বিত ক'রে
স্বর্গপ্রভাকে উপভোগ ক'রে থাকে ;
ব্যক্তিত্ব তা'দের সুনিষ্ঠ,
অচ্যুত দৃঢ়-সঙ্গতিসম্পন্ন,
বোধবুদ্ধ, প্রীতিরাগসন্দীপ্ত ;
ঈশ্বর চির-অটল, অচ্যুত। ১৪৯।

ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
বিবর্ত্তনে অমৃত-অভিষিক্ত হওয়াই
জীবনের তাৎপর্য্য। ১৫০।

সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ,
ইষ্টার্থপরায়ণ তপশ্চর্য্যায়
গুণাবলীর
বিবর্দ্ধনী স্তরবিন্যাস হ'তে থাকে—
ঔপাদানিক বিহিত বিনায়নে,
বিবর্ত্তনী জৈবী-শক্তির সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়। ১৫১।

ক্রিয়াশীল ইষ্টার্থ-তৎপরতা
যা'দের স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে,—
তৎপরতায় অন্তরাসী যা'রা
যত তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মভাবে—
ক্ষিপ্রদক্ষতার সহিত,—
স্বতঃই তা'দের সব ইন্দ্রিয়গ্রাম
সজাগ হ'য়ে ওঠে। ১৫২।

তোমার অনুচর্য্যা,
বাক্য, কর্ম্ম ও ব্যবহারের সুসঙ্গতি
যতই ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে—
কুশল-কৌশলী দক্ষতা নিয়ে,—
তোমার জীবনে
সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্রও
তেমনতরই উন্মুক্ত হ'তে থাকবে। ১৫৩।

তুমি অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও সকর্ম্ম চলন
ঐ ইষ্টার্থ-উজ্জ্বলতায়
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তোমার জলদ-গম্ভীর আহ্বান
আর, ঐ অবাধ্য একমুখী চলন
অচলকেও চলায়মান ক'রে তুলতে পারবে। ১৫৪।

আত্মস্থ হও মানে
চলায় থাক—
ইষ্টার্থে অচ্যুত হ'য়ে,
আত্মারাম মানে
ঐ চলাই যেন
তোমার খেলনা হয়—
ঐ অমনতর যোগনিবদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টে ;
যা'রা ইষ্টার্থী বা শ্রেয়ার্থী হ'তে পারে না,—
তা'রা আত্মস্থও হ'তে পারে না,
আত্মারামও হ'তে পারে না। ১৫৫।

যা'ই হো'ক না,
আর, যেমনতর অবস্থায়ই পড় না,
সর্ব্বাবস্থায়
ইষ্টার্থকে মুখ্য ক'রে চ'লো—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে—
কুশল-কৌশলে,
যা'ই আসুক না,
তা'কে অতিক্রম ক'রে
অভীষ্টে পৌঁছিবার পন্থা
সুগম হ'য়ে উঠবে তাহ'লে। ১৫৬।

ঊর্জ্জী সম্বেগে ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
স্মরণে সম্বৃদ্ধ থেকে,
আর, ঐ-ই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক সর্ব্বতোভাবে,
শক্তি আপনিই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে—
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে,
আর, এর যতটুকু খাঁক্‌তি
ঘাট্‌তিও হবে তেমনতর। ১৫৭।

তোমার গুণরাজি
ইষ্টার্থে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
উপচয়ী সূত্রে সুসঙ্গতি-সহ
বিন্যস্ত হ'য়ে উঠুক,—
সৌন্দর্য্যে সংহত হ'য়ে উঠবে ;
যে-মুক্তাগুলিকে
সঙ্গীতসূত্রে নিবন্ধ ক'রে
সৌষ্ঠবে অন্বিত ক'রে তোলা যায় না,
বৈদ্যেরা কিন্তু সেগুলিকে
ভস্মে পরিণত ক'রে
রোগ-নিরাকরণী ঔষধরূপেই ব্যবহার করে। ১৫৮।

ইষ্টার্থ ব্যাহত বা বিড়ম্বিত হয়—
তাঁর নিজের আত্মাহুতিমূলক
এমনতর অনুজ্ঞাকে
সসম্ভ্রমে উল্লঙ্ঘন করবে
বিশেষ বোধিতাৎপর্য্যে,
কারণ, তাঁরই ঐ জীবনই
তোমার নরনারায়ণ—
স্বর্গ ও সম্বর্দ্ধনা তোমার। ১৫৯।

ইষ্টার্থপরায়ণ বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে
কুশল-কৌশলী অনুচর্য্যায়—
বিহিতভাবে
তাঁতে অসূয়াপরবশ
বা তোমাতে শত্রুভাবাপন্ন যা'রা—
তা'দের যদি অদ্রোহী ক'রে তুলতে পার
নিরসনে নিৰ্ম্মুক্ত ক'রে তুলতে পার,—
বোঝা যাবে—

ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা তোমাকে
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে তুলেছে
বাস্তব যোগ্যতায়। ১৬০।

ইষ্টার্থপোষণী আত্মনির্ভরশীল হও—
সেবা-সম্বদ্ধর্নী অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে—
সৰ্ব্বতোভাবে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,
যোগ্যতা উল্লসিত হ'য়ে উঠুক,
ঈশিত্ব
জয়মুখর হ'য়ে উঠুক তোমাতে। ১৬১।

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টীতপাঃ হ'য়ে ওঠ,
ঐ তপস্যার ভিতর-দিয়েই আত্মনিয়মন কর,
বিধিকে পরিজ্ঞাত হ'য়ে
বৰ্দ্ধনাকে অবগত হও—
সুসঙ্গত অন্বয়ী তৎপরতায়,—
এমনি ক'রেই ব্রহ্মকে জান,
এই জানাকেই ব্রহ্মবিদ্যা ব'লে থাকে। ১৬২।

অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
সরল হও,
কিন্তু দক্ষ কুশল-কৌশলী হও,
সঙ্গতিশীল অন্বয়ী হ'য়ে ওঠ,
বোধিচক্ষুকে
দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ক'রে তোল—
অস্তিবৃদ্ধির উপাসনা-তৎপর হ'য়ে,
ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তোল সব যা'-কিছুকে ;
ঈশ্বরই অস্তিবৃদ্ধির অন্বিত-সঙ্গতি,
আর, তিনিই
বিবর্ত্তনের আস্তিক অনুপ্রেরণা। ১৬৩।

নিজের স্বার্থ-প্রত্যাশা—
তা' যত রকমেরই হো'ক না কেন,—
একদম জলাঞ্জলি দাও,
ইষ্টার্থ-নিষ্পাদনী প্রত্যাশায়
নিজেকে আগ্রহ-বিধুর ক'রে তোল ;
যা' ধরবে
বা যা' করবে,
ত্বরিত বিহিত নিষ্পন্নতায়
তা' সমাধা ক'রে ফেল,
আর, এই হ'চ্ছে—
দুস্তর-অতিক্রমী
অমোঘ প্রাণন-সম্বেগ। ১৬৪।

তোমার সত্তা-অন্বিত মাতৃকতা
যা' ঔপাদানিক বিন্যাসে
তোমাকে বিশেষ ক'রে তুলেছে—
সেই রজঃ বা ধূলিরাশি
যতই তোমাকে ইষ্টার্থী সার্থকতায়
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে
বোধবীক্ষিত দক্ষতায়
ইষ্টার্থ-উপচয়ী ক'রে তুলবে—
নিঃশেষভাবে,—
তোমার সত্তা-সম্বন্ধ আত্মিক সম্বেদনা
অর্থাৎ বোধিসত্তা
বিরজা অর্থাৎ বিগতরজঃ হ'য়ে উঠবে ততই—
মাতৃক রজঃ-সংস্থিতিকে অতিক্রম ক'রে,
বৈতরণী পার হবে তুমি। ১৬৫।

কিসে কী হয়—
কোথায় কী পদ্ধতির ভিতর-দিয়ে,—
সম্যক্ সন্ধিৎসা নিয়ে তা' দেখ,

অনুভব কর,
আর, কিসের সঙ্গে বা কোথায়
তা'র মিল বা সঙ্গতি আছে
তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
তেমনতরভাবেই বিন্যাস কর তা'কে—
সুসঙ্গত বোধিতৎপরতায়,
এমনি ক'রেই বহুদর্শিতার
সুসঙ্গত প্রাজ্ঞপ্রতীক হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
সেগুলিকে সার্থক ক'রে তোল,—
তোমার বোধিচক্ষুতে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টদীপনায়
ঈশিত্ব প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরই আধিপত্যের উৎস ও তা'র স্বরূপ। ১৬৬।

সুসন্ধিৎসু আগ্রহের সহিত
বোধ, বচন ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি
ব্যবহারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার মস্তিষ্কলেখাকে
যেমনতর সজ্জিত ক'রে তুলবে
সপর্য্যায়ে
অন্তর্দৃষ্টির ক্রমবিকাশে—
তোমার সমগ্র প্রকৃতি
সেই পথেই চলতে থাকবে
যোগ্যতার অধিগমনে ;
আর, ইষ্টার্থ-পরায়ণ সক্রিয় আকূতি
পূর্ব্বাপর যা'-কিছু মস্তিষ্কলেখাকে
সুসম্বদ্ধ ক'রে
সক্রিয় সার্থকতায়
পারম্পর্য্যানুপাতিক বিন্যাস ক'রে চলে। ১৬৭।

অচ্যুত, সশ্রদ্ধ-সম্বেগী ইষ্টানুচর্য্যার সহিত
মন্ত্র-জপ, মন্ত্রার্থ-ভাবনার ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী সমন্বয়ে
সার্থক ইষ্টার্থ-পরিবীক্ষণে
বোধ ও ব্যুৎপত্তির
সর্ব্বাঙ্গ-সুবিন্যস্ত
সুসঙ্গত সংহতি নিয়ে
সমাবেশী সম্যক্ ধারণায় আবির্ভূত হয়
আরাধ্যেরই প্রকট মূর্ত্তি,
তাঁ'র প্রতিটি অঙ্গের
সার্থক সুসঙ্গতিসম্পন্ন
বোধায়িত তাৎপর্য্যের সংহিত বৈশিষ্ট্যে,
যা'র উপভোগে
মানুষ সিদ্ধকাম হ'য়ে ওঠে—
সম্যক্ বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে ;
আরাধ্যের আবির্ভাব যখন অমনতর হয়—
বোধিমর্ম্মকে বিকশিত ক'রে,
প্রতিটি তাৎপর্য্যের সঙ্গত-অন্বয়ী পরিপ্রেক্ষায়,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সার্থক জ্ঞানও
তখন উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, বা আরাধ্যের আবির্ভাব,
যা'ই বল না কেন,—তা' এই। ১৬৮।

নিষ্কর্ম্মা বিশ্লেষণ-অভিভূতিতে
দ্বন্দ্বসঙ্কুল হ'য়ে প'ড়ো না,
শুধু বিশ্লেষণ ক'রে ফেললেই
যে তোমার সব হ'য়ে গেল—
তা' নয় কিন্তু,
বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সংশ্লেষণকে দেখতে হবে,

সান্বয়ী সামঞ্জস্যের সহিত
সুসঙ্গতিতে
তা'কে সংস্থ ক'রে তুলতে হবে—
তা' সহজভাবে ;—
আর, সেই বোধিই
তোমার সঞ্চালক বিজ্ঞতা। ১৬৯।

তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা
ও তৎসঙ্গতিসম্পন্ন কর্ম্মকে
এমনতরভাবেই নিয়ন্ত্রিত করবে,—
যেন কোনপ্রকার চাল-চলন
বা যা'ই কিছুই হো'ক না কেন,
কোনক্রমেই মুখ্য ইষ্টার্থকে ব্যাহত না করে ;
তোমার চলন যদি এমনতর না হয়—
বিবর্ত্তনী সম্ভাব্যতা হ'তে
অনেক দিক দিয়ে
অনেকখানিই বঞ্চিত হবে কিন্তু,
তাই, বিশেষ প্রচেষ্টাসত্ত্বেও
যদি ইষ্টার্থসাধনে একবার অকৃতকার্য্য হ'য়ে থাক—
ঘাবড়ে যেও না,
সাবুদ হ'য়ে ওঠ,
বিহিত তপস্যায় তাকে মূর্ত্ত ক'রে তোল। ১৭০।

হয়, ইষ্টার্থে—
তিনি যেমন বলেন
তেমনি ক'রেই চল,
তা' স্বগীয়ই হো'ক আর নারকীয়ই হো'ক,
যত ঘোরাল অবস্থাই আসুক না কেন—
তাঁ'রই নির্দেশই
তোমাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলবে,
ব্যস্তবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে

ব্যতিক্রমকে ডেকে এনো না ;
আর নয়, বোধ ও বিবেচনায়
তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে
তঁদর্থী হ'য়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর,
নয়তো, তোমার চলনা ব্যাহত হ'য়ে
ব্যর্থতাকেই ডেকে আনবে। ১৭১।

মানুষ যতই ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে—
তা'র সমস্ত প্রবৃত্তিগুলির সার্থক সমন্বয়ে—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ সংহতি নিয়ে—
অচ্যুত অভিগমনে—
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে—
সশ্রদ্ধ কুশল-কৌশলী অভিদীপনায়—
সক্রিয়ভাবে,—
সে ততই অবরুদ্ধ-সৌরত হ'য়ে ওঠে ;
এমনতর যিনি
তাঁকেই
বাস্তবভাবে অবরুদ্ধ-সৌরত বলা যায়,
কারণ, তাঁ'র অনুরাগ
উপচয়ী ইষ্টার্থ-নিবদ্ধ হওয়ায়
প্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষেপী হ'য়ে
ছন্নছাড়া হয় না,
বরং সলীল সংহতি নিয়ে
সম্বর্দ্ধন-তাৎপর্য্যে
বীর্য্যবান পরাক্রমী হ'য়ে ওঠে,
তাই, সে আত্মজিৎ। ১৭২।

তোমার যা'ই কিছু থাক না—
ইষ্টার্থ-অন্বয়ে
তুমি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ

সক্রিয় সেবা-সন্দীপনায়—
অচ্যুতভাবে—
তোমার ইষ্টে,
আর, ঐ কেন্দ্রায়িত তুমি
উপচয়ী উদ্গত আবেগে
বিকীর্ণ অভিষ্যন্দনায়
উদ্ভাসিত ক'রে তোল সবাইকে,
তোমার যোগ্যতা জীবন্ত হ'য়ে
যোগ্য আলোকে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক সবাইকে
সক্রিয়ভাবে,
আর, মানুষের দীক্ষা, শিক্ষা, সমাবর্ত্তনের
সার্থকতা এই-ই –
প্রাপ্তি-উচ্ছলায়। ১৭৩।

সহযোগিতাপূর্ণ
ইষ্টার্থ-নিষ্যন্দী
আগ্রহপূর্ণ বৈঠক
মানুষের জীবনকে
অনেকখানি উচ্চল ক'রে তোলে,
কারণ, ঐ বৈঠক
মানুষকে ঈশ্বর-সম্বেগী ক'রে
অনুরাগ-উদ্দীপী তপঃপ্রণোদনায়
তৎকর্ম্মানুপ্রেরণী যোগ্যতাকে
প্রাঞ্জল ক'রে দেয়—
একটা জীয়ন্ত সংহতিতে ;
সমষ্টিগত বৈঠক
ব্যক্তিগত সাধনারই অনুপূরক—
তাই, আবেগ-উদ্বুদ্ধ ইষ্টার্থ-সন্দীপী বৈঠক
যত সম্ভব হয় ততই ভাল। ১৭৪।

যে-বৃত্তি তোমাকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টার্থ-দীপনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
তা'কে বলী ও বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলো,
আর, তা'র অন্তরায়ী যা'
সেগুলিকে নিঃস্ব ক'রে তুলে
ঐ ইষ্টার্থদীপী বৃত্তিগুলিতে
অন্বিত ক'রে, সার্থক ক'রে
তা'দের অনুচর্য্যী ক'রে তোল,—
যেন ঐ শ্রেয়ানুচর্য্যী বৃত্তিগুলির রঙে
সেগুলি রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ অন্তরাসী বৃত্তি-বৈশিষ্ট্যও
ঐ বৈশিষ্ট্যেই
সার্থক অনুবেদনায়
বিশেষ হ'য়ে ওঠে ;
এই প্রযত্নে যতই সার্থক হ'য়ে উঠবে,
শুভও ততই এগুতে থাকবে তোমার দিকে। ১৭৫।

একান্ত ইষ্টার্থপরায়ণতার সহিত
তপঃপ্রাণতা নিয়ে
সক্রিয়-সুনিষ্ঠ আবেগে
যতই চলতে থাকবে,—
তোমার ঐ অধ্যাত্মক্ষুধাই
বিবেচক পর্য্যবেক্ষণে
তা'র অনুপোষক ক'রে
খাদ্যাখাদ্য, চাল-চলন-নিয়মনে
তোমাকে উৎকর্ষী অভিগমনে সাহায্য করবে,
তোমার প্রবৃত্তিও হ'য়ে উঠবে তদনুপাতিক ;
এটাও একটা লক্ষণ
যে, তোমার জীবন
উদ্গতি-অনুচর্য্যী হ'য়ে চলেছে। ১৭৬।

অভ্যুদয়ী অধিগতির মূল ব্যাপারই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ যা'
তা'কে নিজের স্বার্থের চাইতেও
অনেক বড় ক'রে দেখা—
নিরন্তর হ'য়ে—
সশ্রদ্ধ সম্বেগে,
আর, তদনুরূপ করা—
উপচয়ী সক্রিয় অধ্যবসায়ী-তৎপরতায়,
এতে নিজের প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সামঞ্জস্যে
ক্রমশঃই এমন অন্বিত হ'তে থাকে যে,
জীবন অচ্যুত আনতি-উদ্যমে
স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে,
ফলে, অধিগমন
প্রজ্ঞা ও বোধি-সমন্বিত যোগ্যতা নিয়ে
সম্বর্দ্ধিত না হ'য়েই পেরে ওঠে না। ১৭৭।

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
তা' কিন্তু সব কর্ম্মে, সব ভাবে,
উদ্দেশ্যে অটুট হ'য়ে থাক—
তা' যেন সত্য, শুভ ও সুন্দর হয়,
ঐ উদ্দেশ্যকে মূর্ত্ত করতে
কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্যে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
হৃদয়গ্রাহী অনুবেদনায় তা' ক'রো—
উপকরণের সুব্যবস্থ সমন্বয়ে
সংহতির সলীল সম্বেগে,—
যা'তে নিষ্পন্নতার শুভ আশীর্ব্বাদ পেতে পার ;
এমনি ক'রেই কৃতিত্বকে অর্জ্জন কর,
ঐ কৃতিত্বকে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়

ইষ্টার্থে অর্ঘ্য-নিবেদন কর,
আর স্বস্তি, শান্তি ও স্বধায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে চল। ১৭৮।

ইষ্টার্থপরায়ণতা
তোমার অন্তরে
বেদন-উৎকণ্ঠ আকুল-আগ্রহে
যে-দিন থেকেই ডাক দিয়ে উঠবে,—
উদ্ভাবনী সম্বোধি নিয়ে
সন্ধিৎসার অনুচর্য্যায়
প্রখর কর্ম্ম-তৎপরতা-সমভিব্যহারে
সমঞ্জস চলনে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে তুমি তখন থেকেই—
বিবেকের বিক্রম-প্রাখর্য্যে ;
রুখতে পারবে না কেউ তোমাকে,
ধরতে পারবে না কেউ তোমাকে,
থেমে যাবে না তুমি কিছুতেই,
সবকে নিয়ে,
সবার ভিতরে,
সবাইকে জাগিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি তাঁ'তে,
সার্থক ক'রে তুলবে তুমি সবাইকে
দ্বিধা ও দ্রোহকে অতিক্রম ক'রে। ১৭৯।

যা'রা দায়িত্বশীল অনুচর্য্যা নিয়ে
সক্রিয় নিরন্তরতায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠেনি,
ইষ্টার্থকে
সক্রিয়ভাবে
নিজের স্বার্থ ক'রে নিতে পারেনি,
তা'দের প্রবৃত্তিগুলি তখনও

পারস্পরিকভাবে
সার্থক অন্বয়ে অন্বিত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠেনি,
ব্যক্তিত্ব
জমাট বেঁধে ওঠেনি তখনও,
বোধিও
সার্থক-সমন্বয়ে গুচ্ছ বেঁধে ওঠেনি,
তাই, প্রজ্ঞা তখনও দূরে ;
অনুরাগ
দীপন-সম্বেগে
অচ্যুত নিরন্তরতা নিয়ে
যতই চলতে থাকবে
সক্রিয় পদবিক্ষেপে
ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে—
প্রাপ্তিও আত্মীকৃত হ'য়ে
এগিয়ে আসবে ততই। ১৮০।

তুমি কর
স্বচ্ছন্দ-সুব্যবস্থ নিষ্পন্নতায় উপচয়ী ক'রে,
আর, ঐ উপচয়কে
ইষ্টার্থে অর্ঘ্য দাও,
ধন্য সেবা-নিষ্যন্দী নন্দনায়
ঐ অর্ঘ্য
তোমার পুরুষকারকে
আত্মপ্রসাদে মুগ্ধ ক'রে তুলুক ;
তাঁরই ইচ্ছা ও অনুবেদনার আপূরণে
সলীল-তৃষিত তর্পণায়
তাঁকে উপভোগ করার জন্যই তোমার সত্তা,
এক-কথায়—
তোমার ঐ সত্তা

তাঁরই সেবানন্দনী অভিব্যক্তি ;
যেখানে সেবা
সেখানেই শ্রী,
আর, শ্রী যেখানে
সুসঙ্গত বোধায়নী তৎপরতায়
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
ঈশ্বর সেখানেই প্রদীপ্ত। ১৮১।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
কিন্তু অযথা সব বিষয়েই
তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে
সব সময় পরিচালিত হ'তে যেও না,
তা'তে তোমার বোধি
অনুশীলন ও অনুচর্য্যাহারা হ'য়ে
ক্ষুন্নই হ'তে থাকবে ;
ইষ্টার্থকে অনুধাবন কর,
বোঝ,
কী ক'রে তা'কে
উপচয়ী ক'রে তুলতে পারা যায়,
তদনুপাতিকই চলতে থাক—
তপঃ-যজনায় ;
যেখানে ঠেকে যাচ্ছ—
ইষ্টার্থী ধ্যান-পরিপ্রেক্ষায়
মন্ত্রণা-কুশল বিচারবেক্ষণে
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে চেষ্টা কর,
তা'তেও যদি না পার—
শুভ পরিপ্রশ্নে,
সম্যক্ আলোচনায় বুঝে নিয়ে
বোধিবৃত্তির দ্বারা কর্ম্মের সুপরিচালনায়
বাস্তবে সুসম্পন্ন ক'রে তোল তাকে,

আর, সার্থকতায় এগিয়ে চল
ক্রমপদবিক্ষেপে
এমনি ক'রে। ১৮২ !

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতায়
ইষ্টার্থপরায়ণ, কর্ম্মঠ অচ্যুত-অনুরাগে
যখন তোমার হৃদয়
হৃদ্য বাক্, ব্যবহার, চরিত্র নিয়ে
তাঁ'রই মহিমায় মহিমান্বিত হ'য়ে
দীপ্ত হ'য়ে উঠলো—
তাপস অনুবর্ত্তনায়,—
ঐ বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রে
তাঁ'রই অনুদীপনা
স্ফুরিত হ'য়ে উঠতে লাগলো,—
প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি চলন
প্রীতিপূর্ণ সুসঙ্গত বোধি-দীপনায়
দুনিয়ার বুকে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠতে লাগলো
সামসঙ্গীতে,—
তোমার সত্তায়
তখন থেকেই
তিনি আবির্ভূত হ'য়ে উঠতে লাগলেন ;
তাই, "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ !"—
এই ভাগবত বাণী। ১৮৩।

সত্তার পূজা বা নন্দনা
ইষ্টার্থ-অবদানে
এককেন্দ্রিক উদ্দীপ্ত ইষ্টার্থপরায়ণতায়
মানুষের বৃত্তি ও বোধগুলিকে
সার্থক সুসঙ্গত ক'রে

যোগ্যতায় সুসমৃদ্ধ ক'রে তোলে,
আর, এই যোগ্যতাই হ'চ্ছে
পূজার পুষ্পপাত্র,
আবার, ঐ পুষ্পপাত্র-সুসজ্জিত
কর্ম্মঠ বিনীত বোধ
যা' উপচয়ী হ'য়ে
ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
তা'ই হ'চ্ছে সত্তার পূজার অর্ঘ্য ;
তোমার অন্তরের অন্তরতম স্থলে
যে জীবন-উদ্দীপনা
সমস্ত বিধানকে পরিপ্লাবিত ক'রে
জীয়ন্ত ক'রে রেখেছে—
তা'কে সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে
সার্থক সংহতিতে
যোগ্যতায় জীবন্ত ক'রে তোল,
দক্ষ ক'রে তোল—
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যকে অধিগত ক'রে ;
আর, ঐ যোগ্যতার অবদান নিয়ে
ইষ্টার্থকে উপচয়ী ক'রে তোল,
তবেই তা'
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী পরাক্রমে
সপরিবেশ তোমাকে
বিভামণ্ডিত ক'রে তুলবে,
সার্থক হবে তুমি। ১৮৪।

আরাধ্য বা ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
সম্বেগ-সন্দীপনা নিয়ে
তাঁ'র উপচয়ী নিষ্পাদনে
ক্লেশসুখপ্রিয়তা
যেই পেয়ে ব'সলো তোমাকে—
সন্ধিৎসাপূর্ণ কুশলকৌশলী

বোধ ও বিবেচনার প্রবর্ত্তনায়
তদনুপাতিক আত্মনিয়ন্ত্রণী সম্বেদনার উন্মাদনায়,—
তখন থেকেই
প্রবৃত্তিগুলির সার্থক সংহতি নিয়ে
ভরা বুকে
বিরহের ফাঁকা উদ্দীপ্তিতে
তুমি আরো হ'তে
আরোতর উৎসর্জ্জনায়
চলতে সুরু ক'রলে—
অনন্তের উদীয়মান আগ্রহে,
মানুষ হ'তে পরাপর যা'
তোমাতে প্রাজ্ঞ সমবায়ে
বিশ্ববিবিকরণী বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
ঐ আরাধ্যেই
জমাট হ'য়ে উঠতে লাগলো—
সার্থকতার স্মিত-উদ্দীপনায়
বিরহের অবিরল অশ্রুধারায়
আরো হ'তে আরোতরে—
পূর্ত্তি ও প্রাপ্তির আহ্বানী আবেগে,
নন্দনার উপঢৌকন
অমৃত হস্তে
তোমাকে অনুসরণ ক'রে চলতে লাগলো। ১৮৫।

ইষ্টার্থ-পর আগ্রহ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
মানুষের যখন
সন্ধিৎসাপূর্ণ অন্তর-পরিবেক্ষণী প্রবৃত্তি জেগে ওঠে,
ইষ্টানুগ সন্দীপনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
ঐ ইষ্টার্থ-পোষণী চরিত্রকে
অভ্যাসে প্রকৃতিগত ক'রে তুলতে—
দুঃখ, দুর্ব্বিপাক ও অবহেলার ভিতর-দিয়েও

সুখসন্দীপনায়—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে নির্ভর ক'রে,
সক্রিয় সেবানুচর্য্যায়
নিজেকে উপচয়ী ক'রে
ঐ তাঁকে
উপচয়ে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সার্থক হবার প্রলোভন নিয়ে,—
অনায়াসেই
মানুষ তখন থেকেই
তা'র অন্তর ও বাহিরের যা'-কিছুকে
সাম্বয়ী সুবিন্যাসে সংস্থ ক'রে তুলে
উন্নতির পথে অবাধ হ'য়ে চলে,
সিদ্ধি সম্বিৎ-সঙ্গীতে
তা'র অভ্যর্থনা ক'রে থাকে। ১৮৬।

তুমি দৃঢ়-সম্বেগ নিয়ে ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
জীবনে তাঁ'রই অর্থকে মুখ্য ক'রে তোল—
সর্ব্বতোভাবে,
সর্ব্বার্থ-অন্বয়ী সঙ্গতি নিয়ে ;
যেই এমনতর সম্বেগ নিয়ে
দৃঢ়, তৎপর হ'য়ে উঠলে—
সুক্রিয় নিষ্পন্নতায়,
তাঁ'রই অনুচর্য্যায়,—
তোমার জীবন-জ্যোতিষ্ক
তখন থেকেই
উদীয়মান হ'য়ে চ'লতে লাগল,
প্রতিপদক্ষেপেই
কৃতি-কৃতার্থতা
তোমাকে অভিবাদন ক'রে চলবেই কি চলবে—
আঘাত, ব্যাঘাত ও বিপর্য্যয়কে
বিনায়নায় অতিক্রম ক'রে। ১৮৭।

তোমার ইষ্টার্থ-অনুবেদনা
সার্থক আবেগ-সিদ্ধ হ'য়ে
অন্বিত-তৎপরতায়
শত প্রত্যাশা
শত প্রলোভন
শত বাধা-বিঘ্ন
ঝঞ্ঝা, আপদ-বিপদ
অভিমান-অনাচারকে বিনায়িত ক'রে
হৃদ্য সার্থক-অর্থনায়
প্রত্যেক যা'-কিছুকে ব্যবস্থ ক'রে
যতই নিষ্পাদনে
কৃতী হ'য়ে চলতে থাকবে,—
কৃতার্থতার মহিমাময় ধী
আত্ম-বিনায়িত বিভায় বিভূষিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
জীয়ন্ত ও যোগ্য ক'রে তুলবে ততই ;
ঈশ্বর
কৃতার্থতার প্রসাদ-অভিষিক্ত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির উৎসারণী অনুপ্রেরণায়
প্রবুদ্ধ প্রভুত্বে
পরমার্থে
বিভবান্বিত ক'রে তুলবেন তোমাকে ;
ঈশ্বরই পরম বিভু । ১৪৮ ।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
তা' সর্ব্বতোভাবে,
সাবুদ-সাহসী হও,
পরাক্রমী হও,
তীক্ষ্ম-সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন
ক্ষিপ্রকর্ম্মা হও—

সুসঙ্গত বোধি, মেধা ও উপস্থিত-বুদ্ধি নিয়ে,
হৃদয়গ্রাহী প্রিয়বাদী হও,
তোমার বাক্‌চাতুর্য্য যেন
এমন বিন্যাস ও প্রভাবপ্রবুদ্ধ হয়
যা'তে লোকে তোমাকে
কর্ম্মঠ সমর্থনে
অভিনন্দিত না ক'রেই পারে না,
সৎযাজী হও—
নির্ব্বিরোধ বান্ধব-অনুচর্য্যায়,
অক্লান্ত নন্দিতশ্রমা হও,
মিতব্যয়ী, সার্থক ও সদাচারশীল হ'য়ে
সুস্থিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখ,
তোমার উপস্থিতি যেন
মানুষকে ভরসাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে
অভাব এবং অবসাদের অতিক্রমণে,
স্ফূর্ত্তিবাজ হ'য়েও স্বস্তিবাচী হ'য়ো,
মানুষ যেন তোমাতে
আত্মীয়তা-নিবদ্ধ হ'য়ে
নিজেকে কৃতার্থ মনে করে,
তোমার তপশ্চর্য্যী আত্মনিবেদন
সবাইকে নন্দিত ক'রে
তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে যেন,
অসম্ভব ব'লে
উপচয়ী কোন-কিছু হ'তে নিরস্ত হ'য়ো না,
নিজেও দুর্ব্বল হ'য়ো না,
অন্যকেও দুর্ব্বল হ'তে দিও না,
এইতো কর্ম্মযোগীর যোগ-নন্দনা । ১৮৯ ।

তুমি ইষ্টার্থ-কর্ম্মনিরত থেকো—
নিষ্পাদনতপাঃ হ'য়ে ;
যে-কর্ম্মে যেমনতর প্রয়োজন—

বিহিত বিনায়না-সহকারে—
অর্থাৎ যেমন ক'রে
যে-কাজগুলি নিষ্পন্ন করতে হয়
নীতি-উপচার-অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
তা'র বিহিত উপচয়ী
ত্বরিত নিষ্পন্নতাই হ'চ্ছে
কৃতির মানদণ্ড,
আর, তা'তে যত গাফিলতি করবে,
শুনবে, বলবে,
ভাবালুতা নিয়েই দিন কাটাবে,
তা'র ভিতর-দিয়ে
কাল্পনিক তত্ত্বের অধিকারী হ'তে পার,
এক-কথায়, কাল্পনিক বুঝ আসতে পারে,
কিন্তু আচরণের ভিতর-দিয়ে
যে বাস্তব জ্ঞানের আবির্ভাব হয়
তা' হ'তে অনেক দূরেই র'য়ে যাবে ;
নিরর্থক অসুষ্ঠু বাচাল বুঝ নিয়েই
দিন কাটাতে হবে—
অন্যকেও সংক্রামিত ক'রে
ঐ ভাবালুতায় ;
তাই বলি, একটুও অলস হ'য়ো না,
একটুও নিথর হ'য়ো না,
কাজে লেগে যাও,
ভাব,
চল,—
নিষ্পন্নতাকে আহরণ করাই চাই—
এমনতর আগ্রহ-উদ্দীপ্ত সম্বেগ নিয়ে ;
তপস্যা সার্থক হ'য়ে উঠবে,
অভাব-অনটন অপসারিত হবে,
যোগ্যতার কৃতী মুকুটে
পরিশোভিত হ'য়ে উঠবে তুমি,

অন্তরে ঈশী-আশীর্ব্বাদ
নন্দন-দীপনায়
স্পন্দিত হ'য়ে উঠবে । ১৯০ ।

তোমার প্রিয়-অনুজ্ঞাকে
আপূরিত করতে বা মূর্ত্ত করতে
তোমার বুদ্ধি, বিদ্যা, ব্যক্তিত্ব, শক্তি,
সাধনা, আচার, ব্যবহার, ভাবভঙ্গি
যেমন ক'রে যেখানে যা' প্রয়োজন
অবিলম্বে তা' প্রয়োগ ক'রো,
বিহিতভাবে তা'কে নিষ্পন্ন করতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
আর, বিলম্বও ক'রো না,
যত সত্বর পার
তা'কে সমাধা করতে চেষ্টা ক'রো ;
কিন্তু করবে না তাই,—
যা' তোমার ঐ প্রিয়-সত্তায়
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তাঁ'কে দলিত ক'রতে পারে,
এমনতর যা'-কিছুই হো'ক না,—
যখন যেখানে যেমনতর দেখবে
বিহিতভাবে নিরুদ্ধ ক'রো তা' ;
আবার দেখো,
সেই নিরোধ
তোমার প্রিয়র প্রতি
কোনপ্রকার বিরোধ বা নির্য্যাতন
না সৃষ্টি করতে পারে কোনক্রমে,
শ্রেয়ানুগ জীবন-চলনা
তোমার যেন এমনতরই হয়,
আর, এর জন্য যে-ক্লেশই আসুক না কেন—
চেষ্টা ক'রো

যা'তে সেগুলিকে
তোমার জীবনীয় ও সুখের ক'রে নিতে পার,
যত তা' করতে পারবে,—
শ্রেয়নির্ম্মাল্যে ততই বিভূষিত হ'য়ে উঠবে ;
আবার, ইষ্টার্থ-অনুদীপনা নিয়ে
তোমার ঐ কর্ম্ম-তৎপরতা
যতই সার্থক-নিষ্পন্নতায়
তাঁকে উপচয়ী ক'রে তুলবে,
তোমার সংস্কার-সম্ভূত প্রবৃত্তিগুলিও
ঐ তাৎপর্য্যেই
বোধায়নী তৎপরতায়
তোমাকে যোগ্য ক'রে তুলবে,
তুমি বহুদর্শী সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
বোধায়নী পরিক্রমায়
প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে ততই,
ব্যক্তিত্বও
বাস্তবে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে তেমনি ক'রে । ১৯১ ।

তোমার ইষ্টার্থ-পোষণী নিবন্ধগুলির মধ্যে
যা' যখন মুখ্য,
যেটার দীপন অভিব্যক্তি
মানুষের অন্তরকে উদ্দাম ক'রে তোলে—
অন্যান্য নিবন্ধগুলির সুসঙ্গতি নিয়ে,
যা'র অনুচর্য্যায় সেগুলি
আপনা হ'তেই স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে,—
তা'কেই সম্বেগদীপ্ত ক'রে তোল,
প্রত্যেকের অন্তরে
তা'কেই উদ্দাম ক'রে তোল,
তা'র ফলে
অপচয়ী বা অপলাপী যা'
সেগুলি সহজেই নিরাকৃত হ'য়ে উঠবে ;

মানুষের কুৎসিত তৃষ্ণা
বা স্বার্থ-সন্ধিৎসুতার শোষণ-লিপ্সা
শ্লথ ও তুচ্ছ হ'য়ে উঠবে আপনা-আপনি
বা অল্প চেষ্টাতেই,
অপলাপী যা'
তা'কে নিরাকৃত করতে হ'লে
ঐ মুখ্য ইষ্টার্থ-পরিচারণাই
যেন তোমার প্রথম অভিযান হয়। ১৯২।

উদ্বেলিত প্রবৃত্তি
নিরুদ্ধ বা দলিত হ'লে
কুফলই ফ'লে থাকে প্রায়শঃ,
তাই, অপচয়ী অসৎপ্রবৃত্তি
বা অবৈধ প্রলোভন,—
যা'ই তোমার সম্মুখে আসুক না কেন,
তা'র আবেশ-উন্মেষের মুহূর্ত্তেই
তা'কে প্রত্যাহার কর—
পীড়ন না ক'রেই,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কোন সৎচিন্তা ও কর্ম্মে
ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠ—
আত্মপ্রসাদী আবেগ-সহকারে,
আর, নিয়তই অচ্যুত আনতি নিয়ে
শ্রেয়কেন্দ্রিক চলনে
তদর্থতপাঃ হ'য়ে চলতে কসুর ক'রো না ;
এমনই ক'রে
ক্রমাগত অভ্যাস করতে-করতে
তুমি এমনতর অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে যে,
অসৎ-প্রবৃত্তি বা প্রলোভন
তোমার উপর
তোমার অনিচ্ছায়
কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারবে না,

ঐ পারগতার পৌরুষ
তোমাকে দ্যুতিমান ক'রে তুলতে থাকবে,
শ্রেয়-পন্থা
ক্রমশঃ প্রশস্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে
তোমার সম্মুখে । ১৯৩ ।

ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় বা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
অন্তরাসী হ'য়ে
বাস্তবে কে কত
নিজের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে অবজ্ঞা ক'রে চ'লে
উপচয়ী উদ্বর্ত্তনে
ইষ্ট-পরিপোষণী কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেছে,—
আবার, ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠা বা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে
ক্রীড়নক ক'রে নিয়ে
কে কেমনতরভাবে কতখানি
আত্মস্বার্থের উপচয়-সন্ধিৎসু,—
এই হ'চ্ছে গোড়ার পরখ—
সে কতখানি ইষ্টার্থসেবী
বা আত্মস্বার্থ-সন্ধিৎসু—
আদর্শে কতখানি কেন্দ্রায়িত
বা স্বার্থ-পরিসেবায় আত্মকেন্দ্রিক ;
তাই, উদ্বর্দ্ধনী পদক্ষেপেই যদি চলতে চাও—
ইষ্টার্থ-পরিসেবী হ'য়ে
আত্মস্বার্থ-সন্ধিক্ষুতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
নিরাশী ও নির্ম্মম হ'য়ে
গণহিতী কর্ম্ম-আহবে যোগদান কর,
স্বার্থপ্রত্যাশায় আত্মবিনাশ ঘটিয়ে
নিজের সার্থক-সম্বর্দ্ধনাকে জলাঞ্জলি দিও না,
ইষ্টার্থকে ঠকাতে গিয়ে
নিজের কাছে নিজে ঠগী সেজো না ;

নিজেকে ভাঙ্গিয়ে
ইষ্টার্থ পরিপূরণ কর,
ইষ্টকে ভাঙ্গিয়ে
আত্মস্বার্থ-পরিপোষণ করতে যেও না । ১৯৪ ।

শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত, বোধিকুশল, সুকেন্দ্রিক
ইষ্টার্থপরায়ণ জীবন-অভিযানই
বেদপ্রভ হ'য়ে ওঠে,
আর, সর্ব্ববেদই অধিগত হ'য়ে থাকে
অমনতর জীবনে । ১৯৫ ।

তোমাদের ইষ্টার্থপরায়ণ প্লবচলন
যেন চির-চলন্ত হ'য়েই চলে—
ঈশ্বর ও আপূরণী ইষ্টপুরুষকে
কীলকেন্দ্র ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী সদ্ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে
সুসঙ্গত বিদুষী বাস্তবতায়
ক্রমপদক্ষেপে আরোর পথে বিবর্ত্তনে চ'লে—
যা'-কিছু সবেরই
অন্বয়ী সার্থকতায়
পূরণপোষণী সামঞ্জস্যে,—
আপূর্য্যমাণ পরমার্থ-তাৎপর্য্য নিয়ে
অমরতার উৎক্রমণী অধিগমনে ;
যেন মনে থাকে—
তোমার কৃষ্টি
একটা স্থবির প্রথা-প্রোথিত নয়কো,
আবার, পূর্ব্বাপর সার্থক-সঙ্গতিরহিত
ব্যতিক্রমদুষ্টও নয়কো ;
ইষ্টকে আশ্রয় কর,
ঈশ্বরে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখ,

হাত বাড়িয়ে
অনন্তকে আলিঙ্গন করতে-করতে চল,
আর, সার্থক হ'য়ে উঠুক যা'-কিছু সব
তোমার ঈশ্বরে—
ইষ্টার্থপরায়ণ কর্ম্মদীপনার ভিতর-দিয়ে
সার্থক-সুসঙ্গত বহুদর্শিতায়
বিজ্ঞ ক'রে তুলে তোমাকে,—
ঐ বিজ্ঞতাকে
সমন্বয়ী সার্থকতায়
প্রজ্ঞায় পবিত্র ক'রে ;
ঐ প্রজ্ঞাচেতনায়
তুমি ব্রহ্মভূত হ'য়ে ওঠ,
বাসনার নির্ব্বাণ হো'ক,
সঙ্গে-সঙ্গে মহাচেতন-উত্থানে
ঈশ্বরীয় হ'য়ে ওঠ তুমি,
করায় উদাত্ত হ'য়েও
করণীয় ব'লে কিছুই থাকবে না তোমার,
ভূমা হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, ঐ চেতনা
সবারই পরিপালী হ'য়ে
অমৃত বর্ষণ ক'রবে সবার উপর । ১৯৬ ।

তুমি যেমনই মানুষ হও না কেন,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-শ্রেয়োনিষ্ঠ
অর্থাৎ, ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়ী তৎপরতার সহিত
বিশেষ ও বৈধী বিনায়নী চলনে চলতে
নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে তোল—
আত্ম-বিনায়নী তাৎপর্য্যে,
উপচয়ী তদর্থ-অনুদীপনায়,
সঙ্গতিশীল সার্থক-অন্বয়ে,—
তা' তুমি কামুকই হও,

ক্রোধীই হও,
লোভীই হও,
মোহ-মাৎসর্য্যের অনুচলন নিয়েই থাক ;
ঐ ইষ্টার্থ-অনুশীলনী পরিচর্য্যায়
তুমি বৈধী-অনুক্রমণায় যা'ই কর না কেন,
তোমার দীপ্ত স্বভাব ও চলন
কাউকে অপলাপের অভিযাত্রী ক'রে তুলবে না ;
তোমার প্রেরণা-প্রদীপ্ত
ঐ ইষ্টার্থ-অনুচলনী স্বভাবকে
অনুসরণ ক'রে চল—
লোকহিতী তৎপরতায়,
শুভপ্রসূ বিহিত বিনায়নায়,—
তখন তোমার
প্রতিটি প্রবৃত্তির আন্দোলনের ভিতর
ইষ্টার্থই রূপ-পরিগ্রহ ক'রে
ক্ষেম-বাহী ক'রে তুলবে সবাইকে ;
ঐ ইষ্টার্থ-অনুপ্রাণন-প্রবোধনা-অনুশায়ী
প্রেরণ-দীপনা
তোমাকে প্রদীপবাহী ক'রে
মোক্ষের সার্থক আবাহনে
তুমি ও তোমাতে সঙ্গতিশীল সবাইকে
অভ্যর্থনা করবে –
আলোক-দীপনায় ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই আশিস্-কৃপা । ১৯৭ ।

মুখ্যতঃ ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে নিও,
আর, ইষ্টার্থই যেন তোমার
উদ্দেশ্য হ'য়ে ওঠে,
বিষয়, ব্যাপার বা যা'-কিছুই হো'ক না কেন—
সবগুলি ঐ ইষ্টার্থ-বিনায়নায়
সার্থক ও সঙ্গতিশীল ক'রে

অন্বিত ক'রে নিও—
চলা, বলা, আলাপ-আলোচনা
যা'-কিছু প্রত্যেকগুলিকে—
অকাট্যভাবে ;
দেখবে,
তোমার বোধ বেড়ে যাবে,
ভাব বেড়ে যাবে,
চিন্তাগুলি সুসঙ্গত হ'য়ে উঠবে,
এই ভাব-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
স্বস্তিও আসবে ক্রমশঃই ;
কিন্তু অন্তঃকরণে যদি এই
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত ভাবভরণ না থাকে,
কোন অভাবকেই
নিরোধ করতে পারবে না তুমি,
আর, তা' না হ'লে
জীবনে সুখীও হ'য়ে উঠবে না ;
যা'ই তা'ই কর,—
একটা জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে
তোমার জীবনের সমস্ত চলনাগুলিকে
অমনি ক'রেই নিয়মিত ক'রে তোল ;
এ যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠবে না,
তা'কে গ্রহণ ক'রো না,
আর, অস্তিবৃদ্ধিদ যা' নয়,
তা'কে সমর্থনও ক'রো না,
তবে কুশল-তৎপর হ'য়ে চ'লো,
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল,
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল,
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল—
আত্মনিয়মন-তৎপর হ'য়ে ;
এমন চলায়
বহু বিপর্য্যয়ের ভিতরেও

স্বস্তির আবহাওয়া
তোমাকে স্নিগ্ধ ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর ওজো-দীপনা,
ঈশ্বর সুকেন্দ্রিকতার আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বর সর্ব্বার্থ-অন্বয়ী সাম্য-কেন্দ্র । ১৯৮ ।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টপরায়ণ হও,
তোমার জীবনে
ঐ ইষ্টকেই মুখ্য ক'রে তোল,
তাঁ'রই আপূরণী শ্রেয়তপাঃ হ'য়ে
নিজের বাসনা ও বৃত্তিগুলিকে
তদনুগ নিয়মনে
অন্বিত সঙ্গতিতে
সক্রিয়তায় বিনায়িত ক'রে তোল,
আর, তাঁ'রই প্রদত্ত মন্ত্রকে
অনুশীলনী তৎপরতায়
সাধ্যমতন
সাধনায় যথাসম্ভব তরতরে ক'রে রাখ—
সদাচার-সংস্থ হ'য়ে
দৈনন্দিন ইষ্টভরণী অর্ঘ্য-নিবেদনে
সক্রিয় সজাগ থেকে,
যা'তে তোমার অন্তঃসম্বেগ
ক্রমশঃই খরতর হ'য়ে চলতে থাকে
সক্রিয় সন্তর্পণী তপঃ-আরতি নিয়ে ;
অন্তরে তাঁ'কেই মুখ্য ক'রে রেখে
পরিবেশের সাথে
সম্বর্দ্ধনী প্রীতি-দীপনা নিয়ে চ'লতে থাক—
প্রেরণ-প্রবুদ্ধ আপূরণী তৎপরতায়,
যোগ্যতার অনুশীলনী উদ্যোগে
উদ্দীপ্ত ক'রে সবাইকে,

ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠায় সুকেন্দ্রিক ক'রে ;
সক্রিয় প্রীতি-উচ্ছল পরিচর্য্যা,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী উদ্যম,
সন্ধিৎসু শুভ-অনুপ্রেরণা
যেন তোমাতে সজাগ হ'য়ে থাকে ;
অন্ততঃ এতটুকু সম্পদ্ নিয়েও যদি চলতে পার,
তোমার বৈশিষ্ট্যে অধিস্থিত থেকে
প্রগতির পথে
ক্রম-চলনে চলন্ত হ'য়ে চলবে—
বাধা-বিপত্তিকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত বিনায়নায়
বিনায়িত ক'রে,
ঐ চলনার বিপরীত যা',
তা'কে নিয়ন্ত্রিত কর,
তা' যদি না পার,
তা'কে এড়িয়ে চল,
না হয়, ব্যাহত বা নিরোধ কর ;
সার্থক সন্দীপনা তোমাকে
সৌকর্য্যে
অমৃতমুখর ক'রে তুলবে । ১৯৯ ।

তুমি সর্ব্বতোভাবে সুনিষ্ঠ ইষ্টতপাঃ হও,
যেমনতর কর্ম্মজীবন নিয়েই চল না কেন—
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী উদ্দেশ্যকে
তোমার অন্তরে
নিয়ত জ্বলন-সম্বেগী ক'রে রেখো,
বিরক্তিশূন্য সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
তোমার অন্তরে

চৌম্বক-ক্রিয় হ'য়ে উঠুক—
বোধিকুশল তৎপরতায় ;
সুযুক্ত ভাব-সন্দীপনা
সুষ্ঠু সুভঙ্গীতে
তোমার ব্যক্তিত্বকে স্মিতগম্ভীর
উদ্বেলন-তৎপর ক'রে রাখুক,—
কা'রও কোনপ্রকার অহংকে আঘাত না দিয়ে,
এমন-কি, সম্ভব হ'লে
অসৎ-নিরোধেও বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে
সুনিয়মন-পরিক্রমায়
ঐ ইষ্টে বা আদর্শে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক সবাইকে,
ঐ উদ্দীপনা
প্রত্যেকের পক্ষে
তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমণায়
ইষ্টার্থ-উপাসনার সক্রিয় হোতা হ'য়ে উঠুক,
আর, মানুষের অন্তঃকরণে
ঐ ব্রাহ্মীতেজে
স্বাধিষ্ঠ হ'য়ে থাক তুমি,
শুধুমাত্র এতটুকু প্রীতিপূর্ণ স্মিতভঙ্গীতে
সার্থক আবেগদীপনা নিয়ে
সহজ চলনায় যতই চলতে পারবে—
ইষ্টানুগ বাক্ ও কর্ম্মের মিতালি নিয়ে,—
তুমি তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তেমনি,
গৌরব
গুরু-অভিবাদনে
তোমাকে ধন্য ক'রে তুলবে । ২০০ ।

উন্নতির কীলকই হচ্ছে ইষ্টার্থপরায়ণতা,
ঐ ইষ্টার্থপরায়ণতা

যত খাঁটী হ'য়ে চলবে—
ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে নিয়ে,
আত্মস্বার্থ-আত্মপ্রতিষ্ঠাকে অবজ্ঞা ক'রে,
চিন্তা, চলন, আচার, ব্যবহার, ভাবভঙ্গীতে
কর্ম্মানুপ্রেরণায়,
উদ্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে
আন্তরিক শ্রদ্ধানতিতে,—
উন্নতিও
তত কম্বুকণ্ঠে
তোমার জয় ঘোষণা করবে,
উপচয়ী ক'রে তুলবে ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—
চতুর্ব্বর্গ
তোমাতে সেবানন্দিত হ'য়ে
উদ্গতিতে বিবর্ত্তনদীপ্ত হ'য়ে চলবে,
এর খাঁকতি যেখানে যেমন
টানাটানিও সেখানে তেমনি ;
নারায়ণকে ভালবাস,
তাঁকেই মুখ্য ক'রে তোল—
নারায়ণী লক্ষ্মীতে আরতিসম্পন্ন হ'য়ে,
তবেই তিনি পদ্মহস্তে
তাঁরই স্নেহল অঙ্কে
পোষণপুষ্ট ক'রে তুলবেন তোমাকে,
তোমার উত্তর-সাধক যা'রা—
অভীঃ-রবে
উচ্চলে সচ্ছল গতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে তোমাকে,
পরার্থপর ত্যাগ-উপভোগে
সার্থক হ'য়ে উঠবে। ২০১।

সর্ব্বান্তঃকরণে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়েও
অনুবেক্ষণী সন্ধিৎসার সহিত

স্থির-চঞ্চল হ'য়ে চ'লো,
প্রত্যেকটি ব্যাপার, বিষয় ও অবস্থাকে
অন্তর্ভেদী চক্ষুষ্মান্ চকিত দৃষ্টি নিয়ে
মুহূর্ত্তে পর্য্যালোচনায়
তা'র প্রত্যেকটি পরতকে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন ক'রে
অধিগমনী ধারণায়
নির্দ্বন্দ্ব হও,
আর, অনুকূল নিয়ন্ত্রণে
তা'কে শুভ-সংস্থিতিতে সংস্থ ক'রে তোল
ক্ষিপ্র তৎপরতায় ;
তোমার বহুদর্শিতা
এমনি ক'রেই বোধিবিজ্ঞতায়
উৎসরণশীল হ'য়ে চলবে,
ধৃতিশক্তিও
বোধি-সমন্বিত বিবেচনাবেক্ষণ নিয়ে
তৎপর হ'য়ে উঠবে,
কর্ম্মঠ যোগ্যতায়
দৃপ্ত কৃতিত্বে
কৃতী হ'য়ে উঠবে তুমি,
এমনতর অনুশীলনী সংকল্প নিয়ে চল প্রতিপদক্ষেপে,
আক্ষেপে অবশ হ'য়ে থাকতে হবে না। ২০২।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
অচ্যুত হও তা'তে,
তোমার উদ্দেশ্য যেন তদুপচয়ী হয়,
সৎ হয়,
লোকহিতী হয়,
আর, সেই উদ্দেশ্য যা'তে সমর্থিত হয়,
সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে,

সে যা'ই হো'ক না কেন
তা'ই তোমার করণীয়,
আর, তা'তে যতই শক্ত ও সাবুদ হ'য়ে
তদনুগ ক্রিয়াশীল হ'য়ে চলতে পারবে—
বহুদর্শিতার সুসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
বাস্তব সক্রিয়তায়
তা'কে নিখুঁতভাবে মূর্ত্ত ক'রতে,—
ততই তোমার সার্থকতা,
আর, তা' নিষ্পন্ন করাই হ'লো কৃতিত্ব তোমার,
দেখো—
যেন ঐ উদ্দেশ্য-অনুচর্য্যা ছাড়া
কোন প্রবৃত্তি-তৎপরতা তোমাকে
বিপথগামী ক'রে তুলতে না পারে,
হিতঘ্নী ক'রে তুলতে না পারে
অনর্থক ব্যতিক্রম নিয়ে ;
বোধিতৎপর সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীতে
সব-কিছুকে দেখে চ'লো—
ঐ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতায়,
অদম্য আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক্লেশসুখপ্রিয়তার অভিনন্দনায় ;
আত্মপ্রসাদ নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে
কৃতিত্বের সুযোগ্য সামগানে । ২০৩ ।

তোমার ব্যক্তিত্বকে
অচ্যুত ইষ্টার্থ-নিবদ্ধ ক'রে রেখো
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী ক'রে,
যত রকমই প্যাঁচে পড় না কেন,
তা' যে-ব্যাপারেই হো'ক না—
ঐ ইষ্টার্থী উদ্দেশ্যকে সুসঙ্গতি নিয়ে
যেন সার্থক ক'রে তোলে
তা'র প্রতি-পর্য্যায়ে.

এমনি ক'রেই
সবগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী সক্রিয় সম্বেগে ;
যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না,
যখনই দেখছ—
ঐ ইষ্টার্থ-নিবদ্ধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
আপোষরফা বা নতি-স্বীকার ক'রেও
কোন-কিছুতে অবনত হ'য়ে পড়েছ,
বা তেমনতরই করেছ,
ঠিক বুঝে নিও—
ঐ ইষ্টার্থ-নিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব পটকানা খেয়েছে,
মচ্‌কে পড়েছে বা মুষড়ে পড়েছে ;
অনুবেক্ষী বোধি-বিচক্ষণায়
সন্ধিৎসার সহিত কুশল-কৌশলে
ঐ চ্যুতি বা স্খলনজনিত বিপর্য্যয়কে
সংশোধনে সুবিন্যস্ত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে জমাট ক'রে তুলো'—
তড়িৎ-সম্বেগে,
তোমার ঐ ব্যক্তিত্ব
পরিপালী পূরণ-প্রেরণা নিয়ে
পোষণ-তৎপরতায়
সুযুক্ত ভাবভঙ্গীতে
সবাইকে যেন আকৃষ্ট ক'রে তোলে,
সুসঙ্গত ক'রে তোলে ;
তুমি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যেও না,
তাহ'লে যত বড়ই বৃত্তি-অর্থী
গর্ব্বেপ্সু উন্নত-পথচারীই হও,
স্বার্থগৃধ্নু আত্মসেবীই হও,
প্রগল্‌ভ বিজ্ঞ বাহাদুরই হও
বা বিকেন্দ্রিক ঔদার্য্যের বাহানা নিয়েই চল,—
ঐ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নতার পুরস্কার-স্বরূপ

পথচারী কুক্কুরেরেরই মতন হ'তে হবে কিন্তু ;
বুঝে সাবধান হও। ২০৪।

ভগবত্তা লাভের ইচ্ছা
অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়,
কিন্তু ভাগবত-তপাঃ হ'য়ে
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ
সুকেন্দ্রিক সান্বয়ী সামঞ্জস্যে
নিজেকে অন্বিত ক'রে
বোধিপ্রজ্ঞায় আত্মনিয়ন্ত্রণে
ভাগবত চরিত্রলাভের ইচ্ছা
সাধারণতঃ কমই ;
ভাগবত-তপাঃ না হ'য়ে
যা'রা ভগবত্তায় প্রয়াসশীল,
তা'রা কিন্তু হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা-প্ররোচিত প্রায়শঃই ;
ভগবত্তায় উপনীত হ'তে হ'লেই
যা'-কিছু হীনম্মন্য অহংকে গলিত ক'রে
পূরয়মাণ ভাগবত মানুষে
অচ্যুতভাবে সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠা নিয়ে
তঁদর্থ-পরায়ণতায়
নিজেকে সংহত ক'রে তুলতে হবে
প্রীতিরাগরঞ্জনায়—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার অদম্য আগ্রহে,
আর সমস্ত কর্ম্মকে,
সমস্ত মননকে
ঐ তাঁতেই সার্থক ক'রে তুলতে হবে
সক্রিয়ভাবে,
এমনি ক'রেই
ভাগবত-প্রজ্ঞাসম্পন্ন চরিত্র লাভ করা সম্ভব,
নয়তো, অমনতর ভগবত্তা-লাভ
শাতনের বিদ্রুপভঙ্গী ছাড়া আর-কিছুই নয়কো। ২০৫।

শোন, আবার বলি—
সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ, ইষ্টার্থী আবেগ নিয়ে
সেবানুচর্য্যায়
জপ, ধ্যান-ধারণার সহিত
সন্ধিৎসাপূর্ণ সক্রিয় আত্মনিয়মনে
সমস্ত ব্যতিক্রমকে নিরোধ ও ব্যাহত ক'রে
ত্বরিত তৎপরতায়
ইষ্ট-অনুজ্ঞা নিষ্পন্ন করাই
আত্মোন্নতির পরম পাথেয় ;
এই পাথেয় নিয়ে
যত নিখুঁতভাবে চলতে পারবে,—
উন্নতিও ক্রম-তৎপরতায়
তোমাকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলবে,
এই তোমার জীবন-অভিযান হ'য়ে উঠুক,
সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠ হও। ২০৬।

ইষ্টহারা, ধর্ম্মহারা, কৃষ্টিহারা, সঙ্গতিহীন,
অসমঞ্জস, বিজ্ঞ বর্ব্বর হ'তে যেও না,
বরং ইষ্টার্থপরায়ণ, বৈশিষ্ট্যপালী
সত্তা-সংরক্ষী ধর্ম্মসেবায়
কৃষ্টি-অনুচর্য্যী হ'য়ে
যোগ্যতায় কৃতবিদ্য হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার সব যা'-কিছু
সমন্বয়ী সুসঙ্গতি নিয়ে
ইষ্টার্থী উপচয়ে
সব উপচয়ের সার্থক-বিন্যাসে
ঈশ্বরে অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক,
ঐ তো তোমার পরমার্থ,
নয়তো, বিজ্ঞতার কচকচি নিয়ে
ভূতের বেগার খেটেই মরবে,

লাভ
তোমাকে গরলাভের দিকে প্ররোচিত ক'রে
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নিরর্থক ক'রে তুলবে কিন্তু ;
বোঝ,
ইষ্টার্থ-নিবন্ধ হ'য়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,
অন্বিত বোধি-বিজ্ঞতার কুশল তাৎপর্য্যে
যা'-কিছুকে বিন্যস্ত ক'রে
সার্থকতায় উন্নীত হও,
তোমার কৃতির মুকুট
অন্যকেও কৃতী ক'রে তুলবে। ২০৭।

ইষ্টার্থ-অনুস্রবা
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিশীল বোধবিনায়না নিয়ে
যে যেমন যোগ্যতার অনুশীলন করে,—
যোগ্যতাকে সে তেমনতরই উপভোগ করে,
আধিপত্যের জয়ধ্বনি
তা'কে তেমনতরই প্রসাদমণ্ডিত ক'রে থাকে,
লাখ কথাই বল না কেন,
আর, তা' যত সুন্দরই হো'ক না কেন,
তুমি করবে যেমন
হবেও তেমনি,
প্রাপ্তিও প্রসন্ন হ'য়ে উঠবে তেমনতরই,
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টানুচর্য্যা
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
হওয়ায় উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে,
আর, এই হওয়াই পাওয়ার জননী,
যে যেমনতর হয়,—
পায়ও সে তেমনই,
অনুসরণ ও অনুগতিহীন সঙ্গ বা সহচারিতা
মুখর হ'লেও

তা' কিন্তু যোগ্যতাকে আবাহন ক'রতে পারে না,
কারণ, তা' স্বকেন্দ্রিক,
সার্থক-অনুশীলন নয়। ২০৮।

যতই তুমি তোমাকে
ইষ্টার্থ-কর্ম্মে নিয়োজিত করলে—
অচ্যুত আগ্রহ-আতিশয্য উদ্দীপনায়—
বুদ্ধি, বিবেক ও সন্ধিৎসাকে
সক্রিয়ভাবে উপচয়ী সন্দীপনায় নিয়োগ ক'রে
অবাধ্য দায়িত্বে,—
প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে
ততই তুমি স'রে আসতে লাগলে,
শিথিল হ'য়ে উঠতে লাগল তা'র মুষ্টি,
তৎসঞ্জাত গ্রহবৈগুণ্য
আর তোমার উপর
তেমন আধিপত্য ক'রতে পারল না,
তোমার অদৃষ্ট আবদ্ধ হ'তে লাগল
ঐ ইষ্টার্থ-অনুসেবী আগ্রহ-আকর্ষণে,
সব দিক্ দিয়ে
সবভাবে
স্বার্থ হ'য়ে উঠতে লাগল তাই-ই তোমার,
তোমার কর্ম্মফলও
সেই দিক্ দিয়ে
ঐ পথে নিয়ন্ত্রিত হ'তে লাগল,
তৎপ্রসূত ভাল বা মন্দ কিছুই
তোমাকে প্ররোচিত ক'রে
নিয়ন্ত্রণ করতে পেরে উঠলো না,
ঋদ্ধি ও স্বস্তির পথ মুক্ত হ'তে লাগল
ঐ দিক্ দিয়ে ;
গ্রহের শান্তি বা স্বস্ত্যয়নীর তাৎপর্য্যই ঐ। ২০৯।

তোমার সক্রিয় ইষ্টানুরতি
যদি ইষ্টার্থ-আহরণ-তৎপর হ'য়ে না চলে—
হৃদ্য প্রীতি-প্রসন্ন প্রেরণা-সন্দীপ্ত হ'য়ে,
ফুল্ল ক'রে সবাইকে,
অনুশীলনী যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত ক'রে,—
এই সক্রিয় অনুধ্যায়িনী চলন হ'তে
যদি তুমি বঞ্চিতই থাক,—
সম্ভবমত এই সামর্থ্যকে বাড়িয়ে
অনুশীলনী যোগ্যতাকে যদি আহরণ না কর,—
তোমাকে ব্যর্থই হ'তে হবে ;
বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রে
তা' তোমার বোধিকে
বিক্ষত ক'রে তুলতে থাকবে—
অবশ, অলস, পরমুখাপেক্ষী,
অকৃতী, সংক্ষুব্ধ
একটা জীয়ন্ত শবের মতন ;
এই কৃতি-দীপনা বা কৃতি-অনুরাগ
তোমার বোধিকে সজাগ রেখে
সক্রিয় তৎপরতায়
পরিবেশের প্রত্যেকের সঙ্গে
সার্থক-সম্বর্দ্ধনী সঙ্গতিকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
এই ইষ্টার্থী-আহরণ আনবে
পরার্থ-পোষণী অনুপ্রাণন-প্রদীপ্তি,
আনবে
নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা,
আনবে
অনুচর্য্যী-উৎফুল্ল অনুবেদনী অর্জ্জন,
আনবে
ব্যক্তিত্বের বিশাল-বোধায়নী বর্দ্ধনা,
আনবে কর্ম্মনিরতি

—একার্থ-উদ্যোগী উৎসৃজনী অনুগতি ;
এমনি ক'রেই
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি অনুবেদনী আহরণের ভিতর-দিয়ে
পরম সার্থকতার অন্বিত-অনুবেদনায়
তুমি তোমার বোধি-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
বিশাল ক'রে তুলতে পারবে ;
ঐ একনিষ্ঠ অনুবেদনা
সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে
সব-কিছুকে
সার্থক বিনায়নে অন্বিত ক'রে
বিশালে বিস্তার ক'রে তুলবে তোমাকে,
তোমার ব্যক্তিত্ব ভূমা হ'য়ে উঠবে,
বিরাট্ হ'য়ে উঠবে—
এই স্বরাট্-সংস্থিতিতে থেকেও। ২১০।

তোমার সৌরত-সন্দীপনাকে
যে-লহমা থেকে
ইষ্টার্থপরায়ণ একানুধ্যায়ী ক'রে তুলতে পারবে—
মানসিক ভঙ্গী ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি নিয়ে
তদনুচলন বজায় রেখে,
তোমার জীবন তখন থেকেই
বিবর্ত্তনী বাঁক নিতে আরম্ভ ক'রলো,
সন্ধিৎসা, বোধি, সুবিবেচনা
তখন থেকেই
ঐ অভিব্যক্তিকে
বিন্যাস করতে আরম্ভ করলো,
এমন হ'য়ে উঠলো ব্যাপার—
যে, তুমি তা' না ক'রেই পার না,
আর, সেই পারাটা

যত দুঃখদই হো'ক না—
আত্মপ্রসাদে অঢেল হ'য়ে উঠলে তুমি,
তা' তোমার শরীর, মন ও পরিবেশের
এমনতর সুসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে চলতে লাগলো—
যা'র ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব জমাট বেঁধে
নিনড় অটুট হ'য়ে
মহান্ জলুস বিকিরণ ক'রে
পরিবেশকে আলোকিত ক'রে তুলতে লাগলো,
লহমার ঐ অচ্যুত লগ্ন
তোমাকে দেবমানুষ ক'রে তুললো
একটা তড়িৎ-চলন নিয়ে ;—
'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্-ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥' ২১১ ।

তোমার ইষ্টার্থ-পরিবেদনী
ইষ্টতপা অনুচলন নিয়ে
তোমার জপ
ও তদর্থী ভাব-প্রভাবান্বিত নিদিধ্যাসনের ফলে
স্নায়ু ও কোষসমূহ রঞ্জনদীপ্ত হ'য়ে
তোমার ভাব যে-বিষয়ে
যেমন সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে,—
অনেক সময় দেখতে পাবে—
অলৌকিকভাবে
এমন-কি, তোমার অজ্ঞাতে
ঐ তা'র তত্ত্ব ও তথ্যের
অনেক ব্যাপার সংঘটিত হ'য়ে উঠেছে—
তা' তোমার নিজের দিক্ দিয়েই হো'ক,
বা প্রকৃতি ও পরিবেশের দিক্ দিয়েই হো'ক—
সেগুলিকে বিভূতি ব'লে থাকে ;

বিভূতি মানে বিশেষ হওন,
এই 'হওন'কে অভ্যাস করতে হ'লে
যখন যে-অবস্থায়
যেমন ক'রে
যে-পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
সেটা সক্রিয় হ'য়ে উঠলো—
ঐ পরিস্থিতি-আনুপাতিক
তোমার অন্তর-আকূতির সুকেন্দ্রিক এষণার
সহজ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
হিসাব ক'রে সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রতে হবে ;
আর, যতই আয়ত্ত ক'রতে পারবে,—
অলৌকিক-ক্রিয়াসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে তেমনতরই,
যদিও তা'
তোমার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পক্ষে
দুর্দান্ত বিঘ্নস্বরূপ ;
লক্ষ্যের প্রীতিপূর্ণ অনুচর্য্যাই
তৎপ্রাপ্তির প্রশস্ত প্রক্রিয়া বা তপ ;
তাই, যদি তুমি বিভূতির প্রলোভনে
ঐ লক্ষ্যের প্রীতিপূর্ণ অনুচর্য্যা হ'তে বিরত হও,
অমৃতের বদলে পাবে উপলখণ্ড মাত্র,—
ঠকবে তুমি ;
তেমনি ক'রো। ২১২।

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থ-আপূরণই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
নিজের স্বার্থ ও প্রয়োজনকে
মুখ্য ক'রে তুলো' না,
নিজের শরীর, মন ও প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টার্থী, শুশ্রূষু ও পরিচর্য্যা-পরায়ণ ক'রে
তৎপ্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল ক'রে
সব সময় যা'তে প্রস্তুত থাকতে পার,—

তেমনি ক'রেই নিয়ন্ত্রণ ক'রো ;
শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য
ও প্রবৃত্তিগুলিকে
এমনতরই সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
নিয়ন্ত্রিত ক'রো,—
যা'তে শরীর, মন ও প্রবৃত্তির দরুন
ঐ ইষ্টার্থ-পরিবেষণ
এতটুকু ব্যাহত না হয় ;
তোমার প্রতিটি চিন্তা, বাক্য, চাল-চলন,
কর্ম্ম ও কলাকৌশল
এমন লোক-হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোল,—
যা'তে তোমার সংসর্গ
লোকের অন্তরকে আকৃষ্ট ক'রে
ইষ্টার্থে সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারে ;
নিজের মান, অভিমান ও স্বার্থ ব'লে
যা'-কিছু বিবেচনা কর,—
সেগুলি যেন কোন ব্যাপারে,
কোন প্রকারে
ইষ্টানুগ অগ্রগতির বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায়,
কিন্তু লোকের মান-অভিমান, গর্ব্বেপ্সু মর্য্যাদাগুলিকে
ব্যবহারে, হৃদ্য নিয়মনে
এমনতর সম্বুদ্ধ ক'রে তুলো'—
যা'র ফলে
তোমাতে তা'রা তৃপ্ত হ'তে পারে,
আর, সে তৃপ্তি
তা'দিগকে ইষ্টার্থে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে ;
তোমার ইষ্টার্থপরায়ণতা
যেন এমন দক্ষচক্ষুসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তোমার প্রতিটি চাল-চলন, আচার-ব্যবহার
সব দিক্ বিবেচনা ক'রে
ইষ্টার্থকে বিহিতভাবে আপূরণ ক'রে

আপূরিত হ'তে পারে ;
তোমার আয়, ব্যয়, অর্জ্জন ও কর্ম্মনিষ্পাদন
যেন সব সময়ই
সুচারু, ইষ্টানুগ,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী হ'য়ে চলে ;
তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়প্রীতি
তখনই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—
যখনই বুঝবে—
তোমার যে-কোন চাহিদা,
প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি
তাঁর চাহিদামাফিক সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সংযত হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গত হ'য়ে ওঠে,
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'তে তোমার আনন্দ ছাড়া
অবসাদ বা দুঃখ আসে না,
আর, তাঁর আপূরণের জন্য
শ্রম বা ক্লেশ
তোমার কাছে সুখপ্রদ ব'লেই মনে হয় ;
তোমার এমনতর সুকেন্দ্রিক
আপূরণী ইষ্টার্থপরায়ণতা
দেখবে
ক্রমশঃই তোমাকে
সব দিক্ দিয়ে আপূরিত ক'রে তুলছে—
বোধিবীক্ষণী দূরদৃষ্টির উদ্গতি-সহকারে। ২১৩।

অন্তরাসী আবেগ নিয়ে
অচ্যুত অনুরাগে
যখন থেকে তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠলে,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠলো,
এমন-কি, নিজের সুস্থি ও বাঁচাবাড়াটাও

ইষ্টার্থ-সন্দীপিত হ'য়ে চ'লতে লাগলো—
সার্থকতার সক্রিয় তাৎপর্য্য নিয়ে
উপচয়ী আবেগ-বুভুক্ষায়,—
তখন থেকেই
তুমি যা'-কিছু ক'রেছ এ-যাবৎকাল,
যা'-কিছু তোমার মস্তিষ্কে
পরতে-পরতে বিন্যস্ত হ'য়ে আছে,
সবগুলিই ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ
কুশল-বোধায়নী তৎপর আবেগ নিয়ে
তোমার ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রেই
সার্থক সঙ্গতিসহকারে
সজ্জিত হ'তে লাগলো,
আর, ঐ সুকেন্দ্রিক বোধবিকিরণা
বা বোধভাতি
তোমার সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে
নবীন সজ্জায় সজ্জিত ক'রে
তা'র বিকৃত নিয়মনগুলির সার্থক-সঙ্গতিতে
সুযুক্ত পর্য্যায়ে গ্রথিত হ'তে থাকলো,
পুড়ে যেতে লাগলো পূর্ব্বের যা'-কিছু,
প্রবৃত্তিগুলি
একটা সার্থক অন্বয়ে
পারম্পর্য্য-প্রবোধনায়
সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠলো,
বৃত্তির বিকার-বিপর্য্যয়গুলি
ভেঙ্গেচুরে সুছন্দ লাভ ক'রলো—
পরিচ্ছন্ন অর্থ ও বিন্যাস নিয়ে,
তোমার বৃত্তি-অভিভূত অনুপ্রেরণা
যা' তোমাকে এতদিন ছন্ন ক'রে
ইতস্ততঃ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতো—
তা' আর পারলো না,
রইলো ইষ্টার্থনিবদ্ধ

উপচয়ী উৎক্রমণী বৃত্তি-আভাস ;
তোমার জীবনচর্য্যা, কর্ম্ম-সন্দীপনা,
বাক্য, ব্যবহার ও চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
ঐ ইষ্টার্থই বিকশিত হ'য়ে
সার্থকতায় প্রদীপ্ত হ'য়ে চ'লতে লাগলো—
প্রতি বৈশিষ্ট্যকে
ঐ অমনতরই পরিবীক্ষণায়
সঙ্গতিশীল সার্থক-তালিমী ক'রে ;
তুমি হ'য়ে উঠলে প্রাজ্ঞ,
তোমার চেতনা
বোধি-সন্দীপনা নিয়ে
অযুত রশ্মি-বিকিরণে
প্রতিটি তাৎপর্য্যকে অনুধাবন ক'রে
বিভান্বিত হ'য়ে উঠলো,
তখন তোমার হ'লো—
"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ",
—ঐ হ'চ্ছে কর্ম্মাপ্লুত নৈষ্কর্ম্ম্যযোগ ;
অমনতর তুমি ক'রেও কর না,
কারণ, যা' কর
তা' ইষ্টার্থেই অন্বিত হ'য়ে ওঠে—
উদগ্র সম্বেগে,
তখন তোমার ভিতরে
ইষ্টার্থকে নিরুদ্ধ করবে—
এমনতর কিছুই থাকে না। ২১৪।

আগে অঙ্গন্যাস কর,
করন্যাস কর,
আচার্য্যে প্রণত হও,
প্রণাম কর তাঁকে,
প্রাণকে আয়ামে আন—

ক্রমে-ক্রমে বিস্তৃত ক'রে তোল,
প্রাণায়াম কর,
অর্থাৎ তোমার হৃদয়,
তোমার চক্ষু,
তোমার মস্তিষ্ককে
তৎসম্বোধি-অনুপ্রেরণায়
নিযুক্ত ও অন্বিত ক'রে
তোমার করকে সক্রিয় তৎকর্ম্ম-বিন্যাসে
ন্যস্ত কর,
নিয়োগ কর—
অসৎ যা'-কিছু
তা' অন্তরেরই হো'ক,
বাহিরেরই হো'ক—
তা'র নিরসন ক'রে,
এমনি ক'রেই
অস্তি-জয়ন্তীকে আবাহন কর,
আর, তা'ই-ই হ'চ্ছে প্রথম ও প্রধান,
আর, ঐ অস্তি-জয়ন্তীর অনুপূরণী যা' বা যিনি
তাঁ'র জয়ন্তীতে উল্লসিত হ'য়ে ওঠ—
আচরণ-উদ্বোধনোল্লাসে,
ঐ আচার্য্য বা ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
সেই বীর বা বীর্য্যবান বা তদনুপূরণী চরিত্রকে
সুসঙ্গত ও জীয়ন্ত ক'রে তোল তোমার জীবনে—
একটা সার্থক-সংহতির
সমাবেশী নিবন্ধনের ভিতর-দিয়ে—
কি অন্তরে, কি বাহিরে ;
ঐ হ'চ্ছে মহৎপূজা,
দেবপূজা
বা বীরপূজার প্রাণন-অভিদীপ্তি,
সেখানেই তোমার জয়ন্তী
জয়যুক্ত হ'য়ে উঠবে,

নয়তো, কোন জয়ন্তীই
তোমাকে কিছুতেই সার্থক ক'রে তুলতে পারবে না—
একটা স্বার্থগৃধ্নু, বিজ্ঞ, ব্যভিচারী
অসঙ্গত ভাবালুতার উদ্বোধন ছাড়া ;
অস্তির উদ্গাতাকে অবহেলা ক'রে
কোন জয়ন্তীই
জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না তোমাতে,
জাহান্নমের বিজৃম্ভী আলিঙ্গন হ'তে
রেহাই পাবে না কিছুতেই। ২১৫।

আরে! মনে যা'ই আসুক না—
আর তা' যেমনই হোক—
লোকহিতী যা' তা'ই বল,
করও তা'ই—
অচ্যুত ইষ্টানুগ থেকে
তেমনি তীব্র সম্বেগে,—
অন্তরের কুৎসিত যা'
এ-রকমের ভিতর-দিয়েই নিকেশ পেয়ে যাবে ;
ঈশ্বর ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন,
ভাব কথার সৃষ্টি 'ভূ' হ'তে,
আর 'ভূ' মানে হওয়া,
তিনি চা'ন মানুষের বিবর্দ্ধন,
বাক্য ও কর্ম্মে যেমনতর যা' করবে—
তুমি তেমনতর হ'য়ে উঠবে,
আগে এই হওয়াটাকে তিনি গ্রহণ করেন—
শুধু চিন্তাকে নয়,
আর, এমনি ক'রেই তিনি
জন-অন্তরের আসুরিক যা'-কিছুকে
কুৎসিত যা'-কিছুকে মর্দ্দিত ক'রে
নন্দনায় বর্দ্ধিত ক'রতে চান,—
তাই, তিনি জনার্দ্দন। ২১৬।

পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ যিনি
তিনিই তোমার আচার্য্য হউন ;
যে-অবস্থায়ই থাক,
আর যাই-ই ঘটুক,
উপচয়ী ইষ্টার্থ হ'তে
একচুলও বিচ্যুত হ'য়ো না ;
তুমি যা'ই হও আর যেমনই হও,
মনন ও অন্তর-পর্য্যালোচনা নিয়ে
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম, চালচলন
ভাব-ভঙ্গী সব কিছুকেই
ইষ্টার্থে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে চেষ্টা ক'রো ;
ভুল হ'লে আবার শুধরে নিও ;
এমনি ক'রে অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
সন্ধিৎসাপূর্ণ কুশল-কৌশলী বোধ
ও বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যুৎপত্তিকে সব সময়
তীক্ষ্ন ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
আরো হ'তে আরোতরে ;
সেবা-সম্বুদ্ধ প্রীতি-সন্দীপনাই
যেন স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে তোমার—
বৈশিষ্ট্যপালী যোগ্য সমাবেশ নিয়ে,
যেখানে যেমন বিহিত
সেখানে তেমনি ক'রেই,
অদ্রোহী অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের
সর্ব্বতোমুখী প্রস্তুতিপূর্ণ সমাবেশ-সহ ;
নজর রেখো—
অসৎ যা',
সত্তা-সংঘাতী যা'—
তা'র উদ্গমই যেন না হ'তে পারে,
আর, সত্তা-পোষণী যা'
তা' প্রাচুর্য্য নিয়েই তোমার কাছে

পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
চল এমনি—
অন্যকেও চলতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
তোমার সাবুদ ও সায়েস্তাবান চলন যেন
অন্যকেও চলতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
পিছু হ'টো না একটুকুও,—
আনন্দ-ঘন হ'য়ে উঠবে সবারই অন্তর। ২১৭।

মানুষ যখন
পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ বা ভাবীর
অনুপ্রেরণা-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
বৃত্তি-সার্থকতায়
তাঁ'র অনুরাগ-অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে,
যা'র ফলে, ঐ প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তিগুলি
তদনুকম্পী ভাব-বীচি
বা ধারণাবাহী হ'য়ে চলতে থাকে,
কিন্তু তা'রই মাঝখানে যখনই
ঐ প্রবৃত্তি-প্ররোচিত স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
তা'কে অভিভূত ক'রে
ঐ শ্রেয় বা ইষ্ট হ'তে বিচ্যুত ক'রে তুলে'
ঐ নিয়মনে তা'কে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে—
তখনই সে যোগভ্রষ্ট হ'য়ে থাকে,
যোগভ্রষ্ট মানে—
ঐ পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ বা ভাবীর সহিত
যে আকূতিনিবন্ধ ছিল সে,
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অন্য নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলেছে,
তাহ'লেও ঐ পুরুষ-অনুপ্রেরিত
ঐ বীচিভঙ্গিমা
যা' ঐ প্রবৃত্তিতে রেখাপাত ক'রেছে—
সুশাসী তোষণ-পোষণ-সন্দীপনায়,

উপযুক্ত সময় বা সুযোগে
আবার সেইগুলি
স্ফোটদীপনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
ঐ উদ্দীপনা যতই প্রাখর্য্য লাভ করে—
সাত্ত্বিক সংস্থিতিও
প্রভান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকে তেমনতরই,
ফলে ক্রমশঃই
সে শুচি হ'য়ে উঠতে থাকে,
শ্রীমান হ'য়ে উঠতে থাকে,
কিংবা ঐ শুচি বা শ্রীমানদের ঘরেই
কম্পিত সত্তায়
অনুকম্পী আশ্রয়ে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে
উদ্গতি-লাভ করতে থাকে ;
তাই, ভগবান বাসুদেব বলেছেন—
'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'। ২১৮।

অযাচিতভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ
যতই অজচ্ছল পাও—
তা'তে তোমার লাভ কী ?
ঐ পাওয়া বিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে না তোমায় তাঁ'তে,
তাঁ'কে দেবার, পূজা করবার
অদম্য আগ্রহের সাথে
আত্মনিবেদনের সাথে
তোমার যোগ্যতাকে
অজচ্ছল উপচয়ী ক'রে
ঐ যোগ্যতা
মায় তা'র উপচয়ী অর্জ্জনকে
পুষ্পাঞ্জলি ক'রে
তাঁ'রই নন্দনায়
নন্দিত হ'য়ে যত উঠতে পারবে—

সত্তা-সার্থকতায়
বিবর্ত্তিতও হ'য়ে উঠবে ততই তাঁতে,
তাঁর আশিস্
অশেষ আগ্রহে
সাত্ত্বিক সার্থকতায়
দিব্য অভিনন্দনে
সুষমামণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
তাঁতে অমনতর অবদানই হ'চ্ছে—
সত্তাপুষ্টি বা আত্মপুষ্টি
যা' বিশ্বতে বিছিয়ে পড়ে
উদ্গতির অভিনন্দনে,
সুকেন্দ্রিক আন্তরিক আগ্রহের সহিত
তাঁকে দিতে পারার তাৎপর্য্যই এখানে। ২১৯।

যদি প্রত্যাশাবিলোল থাক,
তোষামোদ-সংক্ষুব্ধ হও,
ইষ্টার্থই যদি তোমার
স্বার্থ হ'য়ে না ওঠে সর্ব্বতোভাবে
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে,—
আশীর্ব্বাদ
উচ্ছল বর্ষণে বর্ষিত হ'লেও,
প্রাপ্তি অজচ্ছল হ'য়ে এলেও,
তুমি পাবে না তা'—
সে-পাওয়া তোমার হ'য়ে উঠবে না ;
কারণ, ঐ প্রত্যাশা বা তোষামোদ-সংক্ষুব্ধা
তোমার আচার, ব্যবহার, চাল-চলনকে
এমনতর ক'রে তুলবে—
তোমার অজ্ঞাতসারে—
যে-দানই আসুক না কেন তোমার কাছে
তা' সংঘাতপ্রাপ্ত হবে,
প্রত্যাখ্যাত হবে তা' ;

নিজেকে উজাড় ক'রে
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থী হ'য়ে ওঠ,
না-চাওয়ার শূন্য পাত্র
অনুগ্রহের অনুদীপ্তিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। ২২০।

ইষ্টার্থে অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ,
তা'র লক্ষণই হ'চ্ছে—
তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
উপচয়ী ইষ্টার্থী কর্ম্ম
নিজের সন্ধিৎসাপূর্ণ
বোধ ও বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
ক্ষিপ্রতায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টির সহিত
কতক্ষণে কেমনতরভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তুলেছ,
তা' করতে পরিশ্রান্ত হওয়ার বোধ
দুঃখদ হ'য়ে উঠেছে কিনা,
আবার, তাঁ'র নিদেশগুলি
ঐ অমনতর উৎকণ্ঠ-আবেগে
তীক্ষ্ণদৃষ্টির সহিত
ক্ষিপ্র সম্বেগে
কেমন ক'রে নিষ্পন্ন করছ বা করেছ ;
এই দিয়েই বোঝা যাবে—
তুমি ইষ্টার্থী হ'য়ে উঠেছ সারা অন্তঃকরণে
কতখানি !
তাঁ'র নিদেশ বা চাহিদাগুলি
যতই তোমার অন্তঃকরণে শোষিত হ'য়ে
কর্ম্ম-সন্দীপনা নিয়ে
নিষ্পন্নতায় মুখর হ'য়ে চলেছে যেমনতর
নিনড় হ'য়ে
অন্তরকে অধিকার ক'রে—
প্রবৃত্তিগুলিকেও
তেমনি নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলেছে যেমনতর—

তোমার ইষ্টার্থপরায়ণতাও তেমনতর ;
আর, এর ব্যত্যয়ে
প্রবৃত্তিগুলির সংঘাত-সন্দীপ্ত হ'য়ে যত চলবে
এগুলিও এলোমেলো হ'য়ে চলবে তেমনি ;
যা' তীক্ষ্ন তড়িৎ-সম্বেগে নিষ্পন্ন করতে পারতে—
হয়তো তা' সুদূরে
কল্পনার মূর্ত্তি নিয়েই ভেসে রইলো,
প্রবৃত্তির পেছটান
আঁকড়ে ধ'রে এগুতে দেবে না ততই,
শক্তি এবং সম্বেগও
তেমনি মন্থর হ'য়ে চলবে ;
লহমায় যদি এই ইষ্টার্থপরায়ণ ভাবকে
অন্তরে নিবদ্ধ ক'রে ফেলতে পার,
শোষিত ক'রে ফেলতে পার,—
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
দীপন সম্বেগে
বিহিত জলুস বিকিরণ ক'রতে-ক'রতেই চ'লবে তা'—
এটা ঠিক বুঝো,
তোমার জীবনও জয়ন্তী-তিলক
ললাটে এঁকে এগুতে থাকবে। ২২১।

যত পাও
চাহিদা থাকবে কিন্তু আরো—
যতক্ষণ ঐ চাওয়া
তোমাতে হয়রাণ হ'য়ে না ওঠে—
অবসন্ন না হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
যা'র ফলে, তুমি একদিন বুঝতে পারবে—
সব যা'-কিছুতেই তুমি ব্যর্থ হ'য়ে উঠেছ—
আপসোস্-অবসন্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস
হ'য়ে উঠবে সম্বল তখন,
তাই, যদি এতটুকুও চাতুর্য্য থাকে তোমাতে—

সব চাওয়াগুলিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে তোল
তোমার অন্তরে
ঈশ্বর-চাহিদায়
শুধু-ভালবেসে—দিয়ে
জীয়ন্ত ইষ্টবেদীপ্রান্তে,
তোমার চাহিদাগুলিকে
তুমি মূর্ত্তি দিয়ে
তাঁ'রই পূজায় সার্থক ক'রে তোল—
তুমি নিঃস্ব থেকেও
প্রচুর হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
আর, প্রাপ্তি হোক তোমার অন্তরে
তাঁ'র প্রীতিপ্রসন্ন পরিতৃপ্তি ;
অবস্থায় হাবুডুবু খেয়েও
জীবনে সদানন্দ থাকবার
এই হ'চ্ছে তুক। ২২২।

তোমার তপঃ-প্রভাব তোমাকে
যে-কোন স্তরেই উন্নীত করুক না কেন—
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক যা'ই হো'ক—
সেই স্তরের চেতনা ও চিৎপ্রবৃত্তি
তোমাতে আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে,
এদের সঙ্গতিসূত্র চেতন-ধারায় যতক্ষণ তোমাতে
নিবদ্ধ থাকবে,
ততক্ষণই
ঐ পথেই
আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন
সংঘটিত হ'য়ে চলবে তোমার,
আর, ঐ সঙ্গতিসূত্রই হ'লো
যোগমায়াপ্রসূত প্রাকৃত চেতনা—
এই প্রকৃতি যখনই
প্রজ্ঞা-পুরুষে আত্মবিলয় করবে,

ভূমা-চৈতন্যই তোমার চেতন-সত্তা হ'য়ে থাকবে
প্রকৃতির অনন্ত শয্যায় ;
তাই, তোমাতে সংন্যস্ত যা'রা যেমনতর
তোমাতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তোমার গতিপথেই
অনুক্রমণায় চলতে থাকবে তা'রা—
বিক্ষেপী বিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
সার্থক সংস্থ চলনে ;
ঈশ্বরকে যে চায় না
ঐশ্বর্য্যও তা'তে ধায় না,—
ঈশত্বও তাৎপর্য্য-সার্থকতায়
প্রাকৃতিক আবেষ্টনেই র'য়ে যায়,
তাই, ঐ প্রকৃতিও
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দেহকে
অতিক্রম ক'রে
তাঁ'তে আরূঢ় হ'য়ে উঠতে পারে না ;
ইষ্টকে অনুসরণ কর—
ঈশত্বের উপাসনা-তৎপরতায়—
অচ্যুত অনুরাগ-উচ্ছল আতিশয্য নিয়ে,
প্রাপ্তি পরাঙ্মুখ হবে না। ২২৩।

তুমি অচ্যুত ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যা-তৎপর থেকে
ভাবঘন যোগাবেগের সহিত
সুনন্দিত আচার্য্য-নিষ্ঠ হ'য়ে থাক—
নিজের অবস্থা যেমনই হো'ক না কেন,
সেগুলিকে বিহিত ব্যবস্থায় বিনায়িত ক'রে—
যা'তে তা'ই নিয়েই
তোমার সত্তাপোষণী ব্যবস্থায়
সহজে থাকতে পার,

এবং প্রয়োজনের আড়ম্বর
তোমাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলতে না পারে ;
আর, এই চলনায় সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
উন্নতির অনুশীলনায় সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
শুভ-সুন্দরে বিন্যাস-বোধায়নায়,
আর, নিজে ঐ রকমেই সন্তুষ্ট থাক,
এই সন্তোষ যেন
সম্বর্দ্ধনার সঙ্গতিহারা না হয়,—
আরোতে অনুক্রমণশীল হ'য়ে চলে ;
এই সন্তুষ্টি তখনই লাভ করতে পারবে তুমি—
পরিস্থিতির বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া
তোমাকে যখন আর
চঞ্চল ক'রে তুলতে পারবে না ;
ঐ ভাবঘন যোগাবেগ
সংঘাত-নিয়ামক হ'য়ে
তোমার সত্তা-সংরক্ষক হ'য়ে চলতে থাকবে ;
সন্তুষ্টি নিয়ে তুমি চলতে থাক,
কথায় বলে—
'সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্' ;
স্মিত সুখ-সম্বর্দ্ধনায়
নন্দিত তরঙ্গে
উৎ-ধাবনী অনুক্রমণায়
এমনতর চলনেই ব'য়ে চল—
সচল হ'য়ে
অনন্তের পথে ;
ঈশ্বরই অনন্তের পরম নন্দনা,
ঈশ্বরই লীলা-লাস্যের
পরম উপভোগ,
ঈশ্বরই চৈতন্যের চেতন-প্রভাব। ২২৪ ।

শ্রেয়প্রবর্ত্তক !
সন্দিৎসু মানস-নেত্রে
তোমার অন্তর ও বহির্জগতের দিকে
একটু নজর দাও,
দেখ,
একটু নিবেশ-দৃষ্টিতে দেখ—
শাতন-অভিভূত প্রবৃত্তি
তোমার চলার পথে
প্রবৃত্তি-প্ররোচনার কণ্টকাকীর্ণ
কী জঞ্জাল সৃষ্টি ক'রে রেখেছে !
তোমার সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে
ছিটিয়ে রেখেছে
মান, অভিমান,
আত্মম্ভরি স্বার্থগৃধ্নুতার বিষাক্ত কঙ্কাল,
আর, পেছনে—
মমতা-বিলোল, প্রগতি-সঙ্কোচী পেছটানের
ভীতিসঙ্কুল, বিষাক্ত, ফণিনী-গর্জ্জন,
প্রত্যাশার পূতিগন্ধময় পচা-গলিত মাংসের
পিচ্ছিল পঙ্কে
তোমার চলার পথ
কেমনতর শোচনীয় ক'রে রেখেছে,
তা'রা তোমাকেই চায়—
জীয়ন্ত সত্তাহারা ক'রে
ঐ জড়জঞ্জাল সৃষ্টি ক'রে
পেছনে যা'রা আসছে
তা'দিগকেও প্রতিরোধ করতে,—
তোমার সম্মুখে যেমনতর ক'রে
তা'রা দুষ্টজাল সৃষ্টি ক'রে রেখেছে
তেমনি ক'রেই ;
তুমি সাবধান হও,
ইষ্টার্থপরায়ণ জ্বালামুখী অনুরাগ সৃষ্টি ক'রে

দাউ-দাউ ক'রে পুড়িয়ে দিতে-দিতে চল ;
যতই চলবে অমনতর—
বাতাস আর পূতিগন্ধ বইবে না,
তা'র মলয়-চলনে
ফুরফুরে অভিব্যক্তির সাথে
স্বর্গের সুষমা পরিবেষণ করবে ;
ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ চরিত্র
অনুরাগ-দীপ্তিতে বিকীর্ণ হ'য়ে
তোমার বাক্য, ব্যবহার,
উদ্যোগ, কর্ম্ম ও কৃতিত্বকে
প্রীতি-সম্বর্দ্ধনায় অভিষিক্ত ক'রে
লাখো তমসার বুক বিদীর্ণ ক'রে
উদ্ভাসিত আলোকে
তোমার পেছনে যা'রা,
আশেপাশে যা'রা,
তা'দের প্রত্যেকেরই পথ পরিষ্কার ক'রে দেবে ;
ঈশ্বরের জয়
তোমার অন্তরে
স্ফোটন-আবেগে উদ্গত হ'য়ে
ছন্দায়িত লালিম-অনুকম্পায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে সবাইকে,
শ্রান্তিহারা ক'রে তুলবে সবাইকে,
ক্লান্তিহারা ক'রে তুলবে সবাইকে—
প্রীতিপ্রসন্ন ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
অবিশ্রান্ত ক'রে সবাইকে
ক্লান্তিহারা শ্রম-পরিচলনে ;
তাই, ওঠ, জাগ,
দাঁড়াও, দেখ,
ইষ্টার্থী নিয়ন্ত্রণে
ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে
আগ্রহমদির আবেগ নিয়ে

সুষমায় মাতাল হ'য়ে
প্রীতিমত্ততার
সমঞ্জসা-সংহতি-উৎসৃজী
ব্যবস্থপদক্ষেপে চ'লতে থাক—
পরিবেষণ ক'রে তোমার সব সম্পদ্
স্থির-চঞ্চল আবেগ-আকূতিতে ;
সার্থকই যদি হ'তে চাও,
শ্রেয়ের পথে লাখো বাধাবিপত্তিকে
পুড়িয়ে, জ্বালিয়ে, ছারখার ক'রে
অমৃত সিঞ্চন করতে-করতে চল। ২২৫।

তোমরা প্রত্যেকেই সর্ব্বান্তঃকরণে
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থই তোমাদের স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থকে
সুসঙ্গত বোধিকুশল-তাৎপর্য্যে
সক্রিয়তায়
উপচয়ে নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
অমনি ক'রেই সুকেন্দ্রিকতার সহিত
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
বিবর্ত্তনে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চল,
লোক সংগ্রহ কর,
তোমার যাজন
একটা উদাত্ত সঙ্গীত নিয়ে
মানুষকে সংবুদ্ধ ক'রে
সাত্ত্বিক প্রেরণাপুষ্ট ক'রে তুলুক,
ইষ্টার্থ-পরিবেষণে একানুধ্যায়ী ক'রে
অচ্ছেদ্যভাবে সংহত ক'রে তোল তা'দিগকে—
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী
স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণশীলতায় ;

গণস্বার্থ ও গণহিত-উদ্‌যাপনের
অপরিহার্য্য প্রয়োজনে ছাড়া
কখনও
রাজনৈতিক আধিপত্য-প্রলুব্ধ হ'তে যেও না,
তোমরা লোকহৃদয়ে রাজত্ব কর,
লোকের অযাচিত সশ্রদ্ধ অবদানই
তোমাদের পুষ্টি-পরিচর্য্যা করুক,
শাসন-সংস্থাই বল,
আর রাজ-সংস্থাই বল,
তা'দের কোনরকম উপঢৌকনে
প্রলুব্ধ হ'য়ো না,
প্ররোচিত হ'য়ো না,
ঐ প্ররোচনায় যেন কখনও
কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে
তোমাদের অন্তরকে
গণযজ্ঞ হ'তে
বিভ্রান্ত ও ব্যতিক্রান্ত ক'রে তুলতে না পারে ;
মানুষের অযাচিত সশ্রদ্ধ অবদানই
শ্রেষ্ঠ অবদান,
তা' প্রাচুর্য্যে
স্ফীত হ'য়ে উঠুক তোমার কাছে,
আর, ঐ স্ফীত-অবদান দিয়ে
যেখানে যেমন প্রয়োজন বিবেচনা কর,
লোকপালী অনুচর্য্যায় ব্যয়িত ক'রো তা'—
নিজের সত্তাকে পালন করতে ও সচল রাখতে
যা' প্রয়োজন
মাত্র সেইটুকু রেখে ;
অনুরাগ-উৎফুল্ল একানুধ্যায়িতা নিয়ে
তপশ্চরণ, বোধিচর্য্যা, গবেষণা
ও বিজ্ঞানের অবদান যা'-কিছু পাও,—
সেগুলিকে সর্ব্বসঙ্গত সার্থকতায় অন্বিত ক'রে

গণসত্তাপোষণে বা গণসত্তারক্ষণে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা'কে তেমনি ক'রেই প্রয়োগ ক'রো—
শাশ্বতেরই সন্দীপনায় আপূরিত ক'রে ;
তোমার পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতির ভিতরে
যেখানে যেমন ক'রে
এই পুরশ্চরণী তপঃপ্রবৃত্তিকে
সন্তানুস্যূত ক'রে তুলতে পার—
তা' ক'রো,
যতটুকু তা' ক'রে তুলতে পারবে—
তোমার জীবনও ততটুকু
ধন্য হ'য়ে উঠবে সেইখানে। ২২৬।

তুমি যদি
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
আত্মনিয়মন-তৎপর হ'য়ে
তদনুধ্যায়ী ঊর্জ্জী রাগরঞ্জনায়
অংশু-দীপনী অন্তঃকরণ নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত না কর,
তত্তপাঃ হ'য়ে না ওঠ,—
যে-তপই কর না কেন,
সে-তপস্যা তোমাতে
সুসঙ্গত অন্বয়ী-তাৎপর্য্যে
তাপ-স্রোতা হ'য়ে উঠবে না,
আর, ঐ তপস্যা
তাপ-স্রোতাই যদি না হয়,—
তোমার ঔপাদানিক বিন্যাসও
যথাপ্রয়োজন
বিধানে বিন্যস্ত হ'য়ে উঠবে না,
বিধান তড়িৎ-তেজাঃ হ'য়ে উঠবে না—

চর ও স্থয়ী অনুক্রমণায়
যথোপযুক্তভাবে ;
তা'র ফলে
তোমার ধৃতি, কর্ম্ম, হওন, প্রাপণও
সুবিন্যাসে
সার্থকতা লাভ ক'রে উঠতে পারবে না কিছুতেই,
ব্যক্তিত্বটা
সুসঙ্গত সার্থক-অন্বয়ী বোধিমর্ম্মে
বিন্যস্ত হ'য়ে উঠবে না—
দীপন-দর্পী বিকাশ-বিভায় ;
তুমি যতই কর্ম্মপটু থাক না কেন,
দক্ষতা যতই থাক্ না কেন তোমার,—
সেগুলি তোমাকে
ক্ষয়িষ্ণুই ক'রে তুলবে ক্রমশঃ,
বিন্যাস-পোষণায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে না,
তুমি নিজের সাথে সব হারাবে—
একটা দগ্ধ-বিধুর পরিতাপের অন্তরাবেগে,
উৎসন্নতার বীভৎস আকর্ষণে ;
ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতায়
মরীচিকালুব্ধ হতাসু হ'য়ে উঠবে তুমি,
নির্ভরতায়
বিনায়নী বোধি-নিয়ন্ত্রণে
ধী-কুশল-দক্ষতায়
বোধিদৃষ্টিপ্রখর না হ'য়ে
কর্ম্মপ্রেরণা-তীব্র না হ'য়ে,—
এলোমেলো ঘূর্ণিবাত্যার আবর্ত্তনী ধিক্কারে
শুষ্ক তৃণরাজি
যেমনতর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে—
তোমার অবস্থাও তেমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ—
অচ্যুত অনুধ্যায়িতা নিয়ে,

ইষ্টীতপাঃ হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থে আত্মনিয়মন কর,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী চলন-চর্য্যায়
নিজেকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোল,—
বোধিকুশল ধী নিয়ে
দক্ষ কূট-চাতুর্য্যে
দূরদৃষ্টির দেদীপ্যমান আলোকদীপনায়,
সব-কিছু দেখে-বুঝে
এই ইষ্টীতপাঃ অনুপ্রাণতায়
নিজেকে পরিচালিত কর ;
মানুষকে সুসংহত ক'রে তোল তোমাতে—
ঐ ইষ্টীতপাঃ নিবন্ধনে
আবদ্ধ ক'রে সকলকে—
পারস্পরিক অনুচর্য্যায়,
স্বতঃ-প্রসারী সেবা-নন্দনায় ;
সার্থক হবে,
দীপ্ত হবে,
তৃপ্ত হবে,
বোধি-বিজৃম্ভী অনুপ্রাণনায় পরিচালিত হ'য়ে
কৃত-কৃতার্থতায় নিজেকে সার্থক ক'রে তুলবে,
আর, সব যা'-কিছুকে নিয়ে
তুমি ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠবে ;
পাবে স্বস্তি,
পাবে স্বধা,
পাবে শান্তি,
মানুষকে দেবেও তা'ই ;
ঈশ্বর এক,
যা'-কিছুরই প্রাণন-কেন্দ্র,
অস্তিবৃদ্ধির প্রাণন-পরিচর্য্যা যেখানে
সংহতি-দীপনায় অন্বিত হ'য়ে
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে—

ঈশ্বরই সেই স্ফুরণ-উৎস,
ঈশ্বরই চিরস্রোতা স্ফুরণ-প্রভা । ২২৭ ।

তুমি যদি সুনিষ্ঠ ইষ্টানুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
তোমার জীবন-চলনাই
সমস্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে
ইষ্টীতপাঃ হ'য়ে ওঠে,—
দেখতে পাবে—
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি
ইষ্টার্থ-পরিবেদনা নিয়ে
সার্থক-সঙ্গতিসম্পন্ন অন্বয়ী হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট ক'রে তুলছে—
সঙ্গতি-বিনায়নী উদ্দেশ্যে
স্থৈর্য্য-ভূমিতে সুদৃঢ় হ'য়ে
সুসঙ্গত অনুনয়নী ব্যবস্থিতিতে
সক্রিয় অভিদীপনায়—
দক্ষ-কুশল বোধি-তৎপরতা নিয়ে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুদীপনায়
দক্ষকুশল বোধায়নী-তৎপরতায়
ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে
ঐ ইষ্টার্থ-আপূরণ-তৎপর হ'য়ে
জীবনটা কেমনতর রঙ্গিল হ'য়ে উঠছে তোমাতে—
একটা প্রীতিচ্ছটা-বিকিরণী
চারিত্রিক চলনায় ;
আর, এগুলি ক্রমশঃই
স্থৈর্য্যবান বিন্যাস-অনুদীপনায়
প্রেম, আত্মোৎসর্গ, পবিত্রতা,
নৈতিক চারিত্র-বিনায়ন
ও বোধিকুশল বিভা-বিকিরণে
বর্দ্ধন-সন্দীপী চলনায় ফুটন্ত হ'য়ে

তোমার ব্যক্তিত্বকে বিভামণ্ডিত ক'রে
পরিবেশকে
শ্রদ্ধোৎসারিণী জ্যোতিঃ-দীপনায়
উন্নতিতে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলছে ;
এমনি ক'রে
তোমার বোধি
সুসঙ্গত অন্বয়ী-অভিদীপনায়
স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুদীপনায় সজাগ হ'য়ে উঠবে ;
তখন বুঝতে পারবে—
মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য কী !
এবং বাঁচাবাড়াই যে তা'র কুশল ও প্রেয়—
সপরিবেশ সংহতি নিয়ে,—
স্ফুরণলাস্যে তা' জেগেই থাকবে
তোমার বোধিমর্ম্মে,
তুমি চলতে থাকবে সহজ চলনা নিয়ে
পরিবেশের প্রতিটি ব্যষ্টির
স্বার্থ-নিয়ামক পদক্ষেপে ;
বুঝতে পারবে—
ঐ পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যষ্টির
বর্দ্ধন-প্রদীপনী বাস্তব অনুচলনাই তোমার স্বার্থ,
আবার, তোমার অমনতর চলনাও
তা'দের পক্ষে তেমনি ;
বাহ্য জগতের সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তোমার অন্তর্জ্জগতের সংঘাত-বোধনায়
গজিয়ে উঠবে
একটা অন্তর-বাহিরের মিলন-তৎপর
সুসঙ্গত-সার্থক
বোধ-বিনায়নী ব্যক্তিত্ব ;
এর ফলে, অন্তরে ক্রমশঃই
তোমার ব্যক্তিত্বের একটা ভূমাবিকাশ
সৌর-দীপনায় গজিয়ে উঠতে থাকবে,

তুমি হ'য়ে উঠবে প্রতিটি ব্যষ্টির
সরাসরি জীবন-স্বার্থ,
তোমারও জীবন-স্বার্থ হ'য়ে উঠবে
পরিবেশের প্রতিটি ব্যষ্টির শুভ-সন্দীপনা,
কোলাহলময় জীবনেও
এই আকৃতি তোমাকে
নিবিড় ক'রে রাখবে,
ঐ বেদনাই তোমাকে
ইষ্টার্থপরায়ণ ইষ্টীতপাঃ ক'রে
লোককল্যাণে উচ্ছল ক'রে তুলবে,
তুমি তখন হবে—
মানব-জীবনের সাকার মূর্ত্তি,
তোমার জীবনই হ'য়ে উঠবে
কল্যাণময়ী প্রেমপ্রতীক,
বৈধী-বিনায়নী সুতৎপর সন্ধিক্ষু-নন্দনার
পারিজাত-বিভব ;
ব্যর্থতা যতই আসুক না কেন,—
সে সম্ভ্রান্ত অভিবাদনে
সার্থকতার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
ধন্য হ'য়ে উঠবে তোমাতে ;
ঈশ্বরই জীবন-কেন্দ্র,
ঈশ্বরই সার্থক সুসঙ্গত অনুবেদনা,
ঈশ্বরই ভক্তির যৌগিক বিকাশ । ২২৮ ।

তুমি যা'তে যেমন অনুরাগ নিয়ে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে—
স্বতঃ-উৎসারণায়—
তোমার পরিণতিও হবে তেমনতরই । ২২৯ ।

তুমি তাঁকে চাও,
তাঁরই অনুসরণ কর,
আর, এই চাওয়া ও অনুসরণে
যেন দৈন্য না থাকে,—
যা'-কিছু সবই
তোমাকে সেবা ক'রে ধন্য হবে । ২৩০ ।

তোমার যা'-কিছু
অন্বিত সামঞ্জস্যে অর্থান্বিত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায় সার্থক হ'য়ে
পরমসার্থকতাকে যখনই স্পর্শ করলো,—
পরমার্থ-প্রাপ্তি
চেতন সমীক্ষায়
তোমাকে সার্থক ক'রে তুললো তখনই ;
আর, ওই-ই তোমার পরমার্থ ২৩১ ।

তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, যা'-কিছু
শ্রেয়তে অর্থান্বিত হ'য়ে
সত্তানুরঞ্জনায়
যদি ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে না উঠলো—
তা' প্রজ্ঞাপুষ্ট হয়নি তখনও,
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠনি তুমি তখনও । ২৩২ ।

অনুকম্পী হও,
কিন্তু সারূপ্যলাভ ক'রো না,
তত্তুল্য হ'য়ো না,
তাহ'লে সৃজন বা নিরাকরণ করতে পারবে না,
আর, ঐ হ'চ্ছে বিষয়ের ঊর্দ্ধে থাকা । ২৩৩ ।

অচ্যুত একমুখীন আগ্রহ-তৎপরতায়
সমীচীন নিষ্পন্নতার উপর দাঁড়িয়ে

আয়ত্তে আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে
উৎসে চলতে থাকবে যেমন—
ঈশ্বরের দিকেও এগুতে থাকবে তুমি তেমনি । ২৩৪ ।

সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিকতা
যা'র যেমন তীব্র, তৎপর ও সক্রিয়,—
আত্ম-বিনায়নী সম্বেগও
তা'র তেমনি সহজ, সার্থক ও উপচয়ী,
তা'র বাক্য, ব্যবহার, চাল-চলনও তদনুগ,
প্রীতি-প্রসন্ন লোকানুকম্পাও
তেমনি ধী-বিনায়িত কুশল-কৌশলী,
ভাগ্যও তা'কে ভজনা করে তেমনি । ২৩৫ ।

আদর্শ-পুরুষকে
নিজের জীবনে জীবন্ত ক'রে
ধর্ম্মকে
চরিত্রে যদি রূপায়িত ক'রতে না পার—
তুমি যেমন প্রেমিকই হও,
যেমন জ্ঞানীই হও,
আর যেমন সাধু-মহাপুরুষ
বা ধর্ম্মাত্মাই হও—
সেগুলি ব্যর্থতারই বিকৃত উৎসব । ২৩৬ ।

জনমতের মানদণ্ডে ফেলে কি
ব্রহ্মজ্ঞানীকে সাব্যস্ত করা যায় ?
—তা' যায় না,
বরং অনুরাগ-আবেগে
সক্রিয় অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র তথ্যগুলিকে উপলব্ধি ক'রে
প্রত্যক্ষীভূত ক'রে
তাঁ'র জ্ঞানের জলুস বোঝা যেতে পারে—

তাঁ'র সচ্ছল চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
অন্তরে প্রকট যা' হয়—
প্রণিধানে প্রত্যক্ষীভূত ক'রে
প্রত্যয়ে এনে তা';
ব্রহ্মজ্ঞানীকে কেন—যে-কোন জ্ঞানীকে জানতে হ'লেই
তা'ই করতে হয়—
'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। ২৩৭।

পূর্ব্ব-পূরয়মাণ আচার্য্যে
সক্রিয় একমুখীন অনুরাগ
প্রবৃত্তিগুলির অন্বয়ী বিন্যাসে
সার্থক বহুদর্শী ব্যুৎপত্তিতে
প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত ক'রে তোলে,
বোধিলাভের সুষ্ঠু পন্থাও তা'ই। ২৩৮।

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় স্বতঃ-অনুচর্য্যী
অচ্যুত আনতি,
আর প্রীতি-অধ্যুষিত
উপচয়ী সুসম্বেগী আত্মনিয়োজন—
যা' প্রীতিকেন্দ্রে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
তা' যতক্ষণ
মুখ্য হ'য়ে না উঠেছে তোমার জীবনে,
তোমার অগ্রগতি
ব্যবস্থ হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই—
বিবর্ত্তনী উৎকর্ষ-অভিযানে। ২৩৯।

তোমার শরীর যেন
সত্তাতেই সার্থক হ'য়ে ওঠে,
মন যেন তা'র
সমস্ত বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে

মনন ও চিন্তায়
সত্তাকেই সার্থক ক'রে তোলে,
জীবন যেন
সত্তা-সংরক্ষণী হ'য়ে চলে,
তোমার সসত্ত্ব সীমায়িত যা'-কিছু
অসীমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
ইষ্টে, ঈশ্বরে যেন
পরম সার্থকতা লাভ ক'রে,—
তাই-ই হ'চ্ছে
ঈশ্বরে নৈবেদ্য-অবদান
আর, ওই-ই তোমার বোধি-সত্ত্ব । ২৪০ ।

কর,
সঙ্গে-সঙ্গে নিজে নিয়ন্ত্রিত হও—
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিশীলতায়,
এমনি ক'রেই
তোমার তপশ্চর্য্যাকে
বাস্তব বিনায়নায় মূর্ত্ত ক'রে তোল,
বাস্তব চরিত্রে প্রকট হ'য়ে উঠুক তা' ;—
ঐ তপোদীপনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিভাবিত ক'রে তুলবে । ২৪১ ।

তুমি তোমার একক উপাসনাকে
পূত নিষ্ঠায়
সুমার্জ্জিত অনুশীলন-তৎপরতায় অব্যাহত রেখে
বিশুদ্ধ শরীর ও পবিত্র অন্তঃকরণে
সমবেত প্রার্থনায় যোগ দাও,
কিন্তু সমবেত প্রার্থনাকে সর্ব্বস্ব ধ'রে নিয়ে
একক-উপাসনাকে
পরিত্যাগ ক'রতে যেও না । ২৪২ ।

নিৰ্জ্জন-তপাঃই হও,
আর জনসমাগম নিয়েই বসবাস কর,—
সুকেন্দ্রিক আরতিনিষ্ঠ
অচ্যুত শ্রেয়চর্য্যী অনুবেদনায়
অনুধ্যায়িনী আবেগে
কৃতি-উদ্যমে
আত্ম-নিয়মনী বিনায়নে
যদি আরতি-অনুসেবনী না হয়ে ওঠ,—
তোমার বিক্ষুব্ধ সাধনা
অভিদীপনী অব্যর্থতাকে এড়িয়ে
ছন্ন অসিদ্ধিকেই আহরণ ক'রে চলবে,
তুমি সিদ্ধার্থ হ'য়ে উঠতে পারবে না । ২৪৩ ।

পূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্যে
সুনিবদ্ধ হ'য়ে থাক
অচ্যুত-উপচয়ী সেবা-সক্রিয়তায়—
তপঃপ্রাণ হ'য়ে,
তোমার নিয়ন্তা বা নেতা যেন
তিনিই হ'ন একমাত্র,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় সম্মোহিত হ'য়ে
ব্যতিক্রমী পথ অবলম্বন করতে যেও না—
অনুরোধ-প্রসূত অনিচ্ছ-সম্মতিতেও,
তৎ-স্বার্থেই সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমার প্রত্যেকটি কর্ম্মফল,
আত্মস্বার্থের লেশও যেন না থাকে তা'তে,
তাঁ'তে অর্পিত হ'য়ে
তা' যেন তাঁ'কেই অভিনন্দিত ক'রে তোলে,
জীবনের এই চলনই
তোমাকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
বোধিদীপ্ত ক'রে তুলবে—
বাক্যে, ব্যবহারে ও কর্ম্মে,

সম্বর্দ্ধনা

তোমার গ্রন্থিমুক্ত হ'য়ে
ভূমায় উদ্গতি লাভ করতে থাকবে ;
তুমি দক্ষ হবে,
মুক্ত হবে,
বুদ্ধ হবে,
সম্পদ্
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে
বোধিচেতন প্রজ্ঞায়,
ধৃতি তোমাকে
সমাধি-আরূঢ় ক'রে তুলবে,
তোমার চেতনসমুত্থান
চেতন-আলোকে
জগৎকে চৈতন্য-অনুপ্রেরণায়
সব-কিছুর সার্থকতায়
সচ্চিদানন্দে সংস্থ ক'রে তুলবে। ২৪৪।

তুমি ছাত্রই হও,
শিষ্যই হও,
সাধক বা তপস্বীই হও,
তোমার প্রথম ও প্রধান
আত্মনিয়মনী অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক-তৎপরতায়
নিজেকে তর্তরে ক'রে রাখা,
যা'তে তোমার আচার্য্যের
যে-কোনপ্রকার অনুজ্ঞাই হো'ক না,—
তা' তুমি সম্যক্ভাবে মাথায় নিয়ে
অর্থাৎ বোধে এনে
উপাদান বা উপকরণ-সংগ্রহপূর্ব্বক
বিহিত বিনায়নায়
নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পার,

বা মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার—
উপচয়ী শুভ-সন্দীপী সার্থকতায়
ত্বরিত অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
তোমার যোগ্যতা
পরিস্ফূর্ত্ত হ'য়ে
তোমার ধী-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
বর্দ্ধনদীপ্ত ক'রে রাখবে ;
আর, এমনতর অন্বিত অনুচর্য্যাপরায়ণ
যতই হ'য়ে উঠবে তুমি,—
নিয়মানুবর্ত্তিতাও তোমার অন্তরে
সুযুক্ত-সার্থকতায়
সহজ হ'য়ে উঠতে থাকবে তেমনি,
তুমি কৃতী হ'য়ে উঠবে ;
তোমার স্বস্তি ও শক্তি
কৃতকৃতার্থতার মাঙ্গলিক সাম-আহ্বানে
অভিনন্দিত, বিনীত প্রভায়
বিভব-বিভূতির
দীপন রাগরঙ্গীন লাস্যে
জীবনকে হিল্লোল-নন্দিত ক'রে
সবাইকে নন্দনার পরম-অর্ঘ্যে
উৎফুল্ল ক'রে তুলবে ;
তুমি সার্থক হবে,
আর, ঐ সার্থকতা
মোক্ষ-অনুশ্রয়ী হ'য়ে
ঈশ্বরে সমাধি লাভ করবে ;
ঈশ্বরই সমাধির সার্থক-দীপনা,
জীবনের জাগ্রত লাস্য । ২৪৫ ।

ইষ্ট ও কৃষ্টিতে অর্থান্বিত হ'য়ে
দূরদৃষ্টির সহিত

পর্য্যালোচনী পরিপ্রেক্ষায়
দেখতে চেষ্টা কর—
কখন, কতদিনে
কী-কী বাধা, ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়ের সংঘাতে
কোন্ বিষয় বা ব্যাপারের পরিণতি
কী-আকার ধারণ ক'রতে পারে—
তা' তোমার ইষ্ট ও কৃষ্টির
সত্তা-সংহতির পক্ষে
কতখানি শুভ বা অশুভপ্রসূ ;
যা' অশুভপ্রসূ—
সব-কিছুকেই সামঞ্জস্যে এনে
তা'কে এখন থেকেই
কী-ক'রে নিরোধ ক'রতে পারা যেতে পারে
তা'রই সিদ্ধান্তে উপনীত হও,
আর, শুভ যা'
তা'কে শক্তি ও সম্বৃদ্ধিশালী ক'রে তোল ;
ইষ্ট ও কৃষ্টিতে
ঐরূপ অর্থান্বিত হ'য়ে যদি না চল—
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতায়
স্ফুলিঙ্গ-জল্সে
অন্ধতমেই বিলীন হ'য়ে যাবে ;
মনে রেখো—
ইষ্ট ও কৃষ্টির ভিতর-দিয়েই
তোমার জীবনের উদ্ভব—
যে-জীবন পরিবেশের কোলে
প্রকট হ'য়ে উঠেছে,
তুমি চিরদিন না থাকতে পার,
কিন্তু ঐ ইষ্ট ও কৃষ্টি যেন
স্বতঃ-সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চলে
প্রতিটি উদ্ভবকে সার্থক ক'রে—
পুরাতনকে নবীনে পরিণত ক'রে

তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে—
সনাতন সত্তায় ;
আর, এমনতর অনুশীলন-প্রবৃত্তিকে
আবালবৃদ্ধের অনুশীলনীয় ক'রে তোল,
এই বহুদর্শিতায় ঋদ্ধিলাভ ক'রে
সিদ্ধিতে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠ । ২৪৬ ।

যা' অক্লান্ত তাপস-চেষ্টায়
সুদীর্ঘ অনুসন্ধিৎসু অনুসরণে
শ্রম-অধ্যবসায়ী সুনিষ্ঠ অধিগমনে বিদিত হ'য়েছে—
তা'কে এক-লহমায়
মোক্‌থা উপস্থিতি-অনুসন্ধানে
জানতে চেয়ো না,
ঐ রকম অলস জানতে চাওয়া বা বুঝতে যাওয়া
এমনতর বিপর্য্যয়ী বুঝের সৃষ্টি করবে—
যা'তে বিভ্রান্ত হবেই,
তা' ছাড়া, অন্যকেও বঞ্চিত করবে
ঐ অনুসন্ধিৎসু আয়ত্তী অধিগমন হ'তে,
দাম্ভিক ঔদ্ধত্য ও ভ্রান্তিই হবে তোমার উপঢৌকন—
মূঢ় পণ্ডামীর শীর্ণ তাৎপর্য্যে ;
তাই, যা' জানতে, বুঝতে বা অধিগমন করতে,
আয়ত্তে আনতে
যোগ্যতামাফিক যেমন যথোপযুক্ততায়
তা' করতে হয়
তা'ই ক'রো—
নয়তো, ব্যর্থতাই হবে
ব্যর্থ করবার ঠগী আমন্ত্রণ । ২৪৭ ।

তুমি যদি বেত্তাপুরুষে অনুরাগনিবন্ধ হ'য়ে
তঁচ্চিন্তা-পরায়ণতায়
তঁদনুগ চলনে

নিজের অন্তর্নিহিত
প্রবৃত্তি-সঞ্জাত সংস্কারগুলির
সাক্ষাৎকার ও প্রত্যাহারে
প্রয়াসশীল না হ'য়ে
নিজেকে আশ্রয় ক'রেই
শুধুমাত্র আত্মবিশ্লেষণে
প্রবৃত্তিমুক্ত হ'তে চাও,—
লয়ের তমোতরঙ্গে আত্মনিমজ্জন করা ছাড়া
পথই থাকবে না তোমার ;
কারণ, তোমার এই অহংবোধ—
যা' ব্যষ্টি ও সমষ্টির সাথে
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তোমার সত্তাকে ঘোষণা করছে—
তা'ও কিন্তু ঐ
সংঘাত-উৎসৃষ্ট সত্তাসম্বন্ধী বোধ ছাড়া
আর-কিছুই নয়কো ;
তাই, নিজেকে
নিজেতে কেন্দ্রায়িত ক'রে তুলতে যেও না,
ভ্রান্তি তোমাকে
পথহারা ক'রে তুলতে পারে,
আর, অনন্বিত ব্যক্তিত্ব তোমার
উৎচেতনী-সংঘাতহারা হ'য়ে
মাঝপথেই
ধ্বান্ত-নিমজ্জনে
আত্মবিলয় করতে পারে ;
বেত্তাপুরুষে কেন্দ্রায়িত হও,
তৎকর্ম্মকৃৎ হও,
আর, প্রবৃত্তির যা'-কিছু ধর্ম্মকে
সার্থক বিন্যাসে অন্বিত ক'রে
ঐ তা'তেই সার্থক ক'রে তোল,
প্রবৃত্তির আত্মধর্ম্ম যা'-কিছু পরিত্যাগ ক'রে

সেই তাঁকেই সংরক্ষণ ক'রে
তোমাতে তাঁকে জীয়ন্ত ক'রে তোল,
সংরক্ষিত ক'রে রাখ,
পাপ যা'-কিছু হো'ক না কেন—
রক্ষা পাবে সব হ'তে। ২৪৮।

তুমি ইষ্টনিষ্ঠ হও—
সক্রিয় তৎপরতায়,—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
তোমার সত্তার
পারিবেশিক প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
ইষ্টীতপাঃ হ'য়ে উঠুক—
তোমার সত্তাকে
সার্থকভাবে আলিঙ্গন ক'রে
সমস্ত কুণ্ঠার অপনোদনে,—
আর, তাই-ই তোমার বৈকুণ্ঠ-লাভ। ২৪৯।

যে-যে প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনে
তুমি অনুবদ্ধ হ'য়ে আছ,
বিধৃত হ'য়ে আছ—
আমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে,—
তা' ত্যাগ ক'রে
কেবল আমাকে বা আমার ইচ্ছাকে
বা আমার নিদেশকেই
পরিপালন ক'রে চল,
এমন-কি, নিজেকে যে পরিপালন করবে
তা'ও ঐ তাৎপর্য্য নিয়ে ;
এই হ'চ্ছে গীতার
'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'
কথার বিশেষত্ব। ২৫০।

শিক্ষাজগতে ঢুকতে
প্রথমেই যেমন অক্ষর-পরিচয়ের প্রয়োজন,
ধর্ম্মজগতে ঢুকতে তেমনি
আত্মানুসন্ধিৎসায়
প্রথমেই নিজের দোষ ধরতে শেখা,—
তা'র নিরাকরণ করতে শেখা,—
ইষ্টে সুনিষ্ঠ থেকে
সার্থক ধারণায়—
কুশল-কৌশলে
তা'কে তেমনি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা,—
এই হ'চ্ছে প্রথম ও প্রধান অনুশীলন ;
যা'রা নিজের দোষ
নিজে দেখতে জানে না,
সংস্কৃতও হ'তে জানে না তা'রা—
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায় । ২৫১ ।

আত্মবীক্ষণা ও বাহ্যিক পরিবীক্ষণা নিয়ে চল,
যেখানে যেমন ক'রে যা' হয়,
সেটাকে দেখ,
আর, প্রয়োজনীয় যা'—
তা'তে অভ্যস্ত হও,
এমনি ক'রে
সেগুলির উপর আধিপত্যলাভ কর,
আর, তা'ই হ'চ্ছে বিভূতি-লাভ । ২৫২ ।

আত্মবীক্ষণা যা'দের ভিতর
সজাগ ও সম্বেগশালী হ'য়ে ওঠেনি—
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যে,—
ভগবৎ-সন্ধিৎসা তা'দের জীবনে
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে কমই ;
পরিবেশের যথোপযুক্ত অবাঞ্ছিত চাপই

তা'দিগকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন
বা আত্মসন্ধিৎসা-সম্বেগী ক'রে তুলতে
দক্ষহস্ত বেশীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ । ২৫৩ ।

নিজের অনুসরণ করতে যেও না—
তা' তুমি দেবভাবাপন্নই হও
আর ইতরভাবাপন্নই হও,
তা'তে তোমার প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সমাবেশে
অন্বিত হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই—
সুকেন্দ্রিক সংশ্রয়ে,
তুমি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের
ইতস্ততঃ-মূর্ত্তি হ'য়ে রইবে—
বিবর্ত্তনকে বিক্ষুব্ধ ক'রে ;
তাই, যা'ই হও আর যেমনই হও—
ইষ্টার্থী চলনে অচ্যুত হ'য়ে চল,
সমাবেশী অন্বিত-প্রবৃত্তির
প্রকট ব্যক্তিত্ব
দেবমানব ক'রে তুলবে তোমাকে—
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী অভিদীপনায় । ২৫৪ ।

অনাদর, উপেক্ষা ও অভিমানকে
আমল না দিয়ে
ইষ্টানুগ নিয়মনে
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যানিরত থেকো—
হৃদ্য, সন্ধিৎসাপূর্ণ আত্মবিন্যাসে,
উন্নতিশীল সুব্যবস্থার কুশল-সৌকর্য্যে,—
জয় তোমাকে
সোহাগ-কিরীট-শোভিত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর চির-সুশৃঙ্খল,
তিনিই উন্নতির উদাত্ত বর্ত্ম । ২৫৫ ।

অন্যের প্রতি
দোষদিগ্ধ আবেগ নিয়ে
মানুষ যখন আত্মবিশ্লেষণ করতে যায়,
সেখানে আত্মবিশ্লেষণ হয় না,—
হয় অন্যের প্রতি দোষক্ষুব্ধ দৃষ্টি,
যা'র ফলে
জীবন ভারাক্রান্তই হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ;
দুনিয়াকে তোমার কাছে
নির্দ্দোষভাবে পেতে চাওয়ার চাইতে—
আত্মবিশ্লেষণে তোমাকে
অন্যের হৃদ্য, সৎ, শুভ-তৎপর
ক'রে তোলাই শ্রেয়,
তা'তে বিক্ষোভ না এসে
আনন্দই আসে,
তৃপ্তিই আসে,
আর, সুকেন্দ্রিক দোষদৃষ্টিহীন
অচ্যুত প্রীতিচর্য্যাই হচ্ছে—
আত্মবিশ্লেষণ ও বিন্যাসের সৎ পন্থা,—
যা' প্রিয়ানুবর্ত্তী অনুচর্য্যা নিয়ে
অন্তর-আবেগে
নিজেকে সহজ-শুভে বিন্যাস ক'রে তোলে,
তা'তে বেদনার পরিবর্ত্তে
বিনোদন-বৃত্তিই ফুল্ল হ'য়ে ওঠে। ২৫৬।

যে নিজের জন্য
নিজে-নিজেই প্রস্তুত হ'তে যায়—
তা'র প্রস্তুতি ক্রমশঃই ক্ষীণচক্ষু হ'তে থাকে,
নিজেতে নিজে যতই অভিভূত হ'য়ে উঠবে
আত্মনিমজ্জনে—
তোমার বোধি

সুদূরপ্রসারী তড়িৎ-ঝলক হ'তে
ততই বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে,
সার্থক হবে না,—
হবে অভিভূত মাত্র ;
তুমি তোমার প্রিয়পরমের জন্য
সব দিক্ দিয়ে সর্ব্বতোভাবে
প্রস্তুত হ'য়ে চ'লো—
আরোর সম্বেগ নিয়ে,
তোমার প্রস্তুতি ক্রমশঃই
চক্ষুষ্মান হ'তে থাকবে—
সুনিষ্ঠ সাগ্রহ কেন্দ্রিকতায়
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবটাকে দেখে
সুদূর-প্রসারী ঈক্ষণ-তাৎপর্য্যে,
ফলে, বোধিও
প্রত্যেকের যা'-কিছু প্রতিপ্রত্যেকটি নিয়ে
সমগ্রকে অতিক্রম ক'রে
ভূমায় সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
বুদ্ধত্বে উপনীত হবে ;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক ক'রে তুলবে ভরদুনিয়াটাকে । ২৫৭ ।

নিজেতে ঈশ্বরত্ব আরোপ ক'রে
বা মনকে গুরুত্বে বরণ ক'রে
নিজেরই ধ্যানে বা নিদেশ-পালনে নিরত হ'য়ো না,—
এতে বিবর্ত্তন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তিগুলি স্ফীতিচাঞ্চল্যে
এমনতর বিক্ষুব্ধ প্রেরণা-সংঘাত সৃষ্টি করবে—
যে, তোমার অব্যবস্থিতচিত্ত হওয়া ছাড়া
পন্থাই থাকবে না,
এক-কথায়, তুমি তোমাতেই
জমাট বেঁধে উঠবে ঐ অপবর্ত্তনে ;

এরই ফলে, তোমার শরীর ও মনে
এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে যে,
তোমার মনোবেগ ও স্নায়ু
বিধ্বস্ত ও বিবশ হওয়ায়
বিকৃতির বিষম ব্যাঘাতে
আত্মরক্ষা করা কঠিন হ'য়ে উঠবে,
উৎকর্ষী চলন বা উদ্বর্ত্তন
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে,—
যদিও তোমার বিকৃত মস্তিষ্ক
যা'ই ভাবুক না কেন ;
কারণ, বিবর্ত্তিত বা উদ্বর্ত্তিত হ'তে হ'লেই
তোমার ব্যক্তিত্বের ওপারে
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ
এমনতর কোন ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রায়িত হ'তে হবে—
যা'র ফলে, সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি
সমন্বয়ে সামঞ্জস্যলাভ ক'রে
বোধি-দীপনায়
সত্তায় গ্রথিতবিজ্ঞানে
বাস্তব চলনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, বুদ্ধং শরণং গচ্ছ ;
তাই বলি, বেকুবী ঔদ্ধত্য নিয়ে
বা হামবড়ায়ী ভগবত্ত্ব-অভিনিবেশে
নিজের সর্ব্বনাশ করতে যেও না,
আর, মানুষকেও
ঐ পথের অভিযাত্রী ক'রে তুলো' না,
অমনতর-বাদীদের সংস্রবও
তোমার পক্ষে বিষবৎ । ২৫৮ ।

জীবনে
পূরয়মাণ একটা সৎ-মানুষকে
মুখ্য ক'রে রাখ,

অচ্যুতভাবে অন্তরাসী হ'য়ে থাক
তাঁ'তে,
সেই স্বার্থের পরিবীক্ষণে
যা'-কিছুকে বিবেচনা কর
এবং উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল—
যা'তে ঐ মুখ্য অন্তরাস তোমার
উপচয়ী পদক্ষেপেই চলতে থাকে,
ঐ স্বার্থের অপলাপ যা'তে হয়—
তা' মুখ্যতঃই হো'ক
বা গৌণতঃই হো'ক—
কুশল-কৌশলী নিয়ন্ত্রণে
তা'কে পরিহার কর
বা এড়িয়ে চলতে থাক ;
শুধু ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ নিয়ে
উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠো না
বজায়ী প্রয়োজন ছাড়া ;
আর, ঐ উপচয়ী মুখ্য বা গৌণ
অন্তরাস-সম্পন্ন যা'
তা'কে সংগ্রহ কর,
সমঞ্জস বিন্যাসে বিন্যস্ত ক'রে
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তুলে'
ঐ মুখ্য অন্তরাসী স্বার্থকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;
চলনকে যদি এতটুকু নজর রেখে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে পার—
আচারে, ব্যবহারে, কথায়, কায়দায়
কুশল-কৌশলী পদবিক্ষেপে—
সম্পদ্ ও স্বার্থ
বিশুদ্ধ সংহতি নিয়ে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে—

মানুষের ধন্যবাদে
ধন্য হ'য়ে উঠবে তুমি । ২৫৯ ।

তুমি প্রত্যাদেশই পাও—
তপঃপ্রভায় দিব্যদর্শনই পেয়ে থাক—
আর, তা' যতই দিব্যজ্ঞান-উদ্ভাসিতই
হো'ক না কেন—
যে-মুহূর্ত্তে
ইষ্টহারা নিষ্ঠার ঔদ্ধত্য-বিকারে
ব্রাহ্মীপূত জীয়ন্ত বেদীস্পর্শ হ'তে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলেছ—
নিষ্ঠা, আনতি, অনুরাগ ও শ্রদ্ধাকে
প্রবঞ্চিত ক'রে,—
যত বড় যা'ই হও না কেন তুমি,
চুলচাটা-প্রবৃত্তির বেড়াজালে
তুমি আক্রান্ত হ'য়েইছ,
তোমার তাত্ত্বিকতা
বিকার-বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়কো ;
ঠকবেও তুমি,
ঠকাবেও কতজনকে—
হামবড়ায়ী ভগবত্তার ভোগবিকার আকর্ষণে ;
সুকেন্দ্রিক অনুরাগ-উৎসৃষ্ট তপশ্চরণে তোমার
ঐ ইষ্টমঞ্চেই
ঈশ্বরের স্ফুট-অভিব্যক্তি হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, তোমার কাছে ঐ ইষ্টই
মায় তাঁর আধিভৌতিক যা'-কিছু নিয়ে
প্রাজ্ঞ দর্শনে
ঈশ্বরেরই সাকার অভিব্যক্তি হ'য়ে উঠে থাকেন ;
এই ইষ্টনৈষ্ঠিক চলন হ'তে
যতই ব্যাহতি লাভ করবে—

প্রবৃত্তির প্রকৃতি-সঞ্জাত ভৌতিক আকর্ষণ
তোমাকে ততই পেয়ে বসবে ;
যদি সময় থেকে থাকে,
এখনও সাবধান ! ২৬০ ।

তোমার বোধিদৃষ্টিকে
গভীর ও সুদীর্ঘ ক'রে তোল--
সত্তাপোষণী উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে তুলে,
গভীর করা মানেই হ'চ্ছে—
বিষয় ও ব্যাপারকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে
তা'র সুসঙ্গতি নিয়ে
তদ্বিষয়ে সম্যক্ ধারণালাভ করা,
আর, সুদীর্ঘ করার মানে হ'চ্ছে—
ঐ ব্যাপার বা বিষয়ের
কী-রকম সমাবেশ বা নিয়ন্ত্রণ
সুদূর পরিণামে
কী-ফল প্রসব ক'রতে পারে,—
সেইটে নিরূপণ ক'রে
তা'র বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে নিরাকরণ ক'রে
কল্যাণকর যা'-কিছুকে অবাধ ক'রে তোলা ;
প্রত্যেক ব্যাপারকে
এমনতর একটু ঝোঁক নিয়ে
তোমার বোধিদৃষ্টিতে দেখে
বিশুদ্ধভাবে যতই চলতে পারবে—
সত্তাপোষণী সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে,—
ক্রম-অভ্যাসে
তোমার বোধিচক্ষুও
অমনতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে থাকবে—
আরো-আরো বিস্ফারিত পরিবেদনায় । ২৬১ ।

শোন পথিক !
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ একে
অনুধ্যায়ী অচ্যুত-সম্বেগে
ভক্তির পাত্রে
রাগ-অনুস্যূত সলিতায়
স্নেহল প্রীতি-তৈলে
সন্ধিৎসাপূর্ণ বিজ্ঞানালোক জেবলে
দেখে-শুনে চলতে থাক—
তদর্থী যা'
তা' সংগ্রহ ক'রে
ব্যতিক্রমের আবহাওয়াকে এড়িয়ে ;
দেখবে,
মন্দির অনতিদূরেই
নাদ-লীলায়িত আলোকসজ্জায়
তোমার জন্য অপেক্ষা করছে । ২৬২ ।

মনকে যদি একাগ্র করতে চাও,—
বা যে-কোন বিষয় বা বস্তুতে একাগ্র হ'তে চাও,—
তা'র বিভিন্ন দিকে
মনকে বিচরণশীল ক'রে তুলতে হবে,
এবং বিভিন্ন দিকের বোধিগুলিকে সুসঙ্গত ক'রে
বিষয়-সম্বন্ধীয় বোধকে
সুসঙ্গত ক'রে তুলতে হবে—
সব দিক্ দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে ;
এই হ'চ্ছে মনকে একাগ্র করার মরকোচ ;
নতুবা, গোটা বিষয় বা বস্তুতে
নিরেটভাবে মনকে যদি এঁটেই রাখতে চাও—
তা'র অর্থ, গঠন ও গুণতাৎপর্য্যে
বিচরণশীল না হ'য়ে
বিহিত সক্রিয় সম্বেগে,—
একলহমায়ও একাগ্র থাকতে পারবে না,

ঐ লাগোয়া নিবন্ধতার প্রচেষ্টা
বোধিমর্ম্মকে দুর্ব্বলই ক'রে তুলবে,
বোধের সজাগ বিভা
বিকিরণ-তাৎপর্য্য নিয়ে চলতে পারবে না তা'তে,
বরং অস্তমিতই হ'তে থাকবে ;
তাই, যদি একাগ্রই হ'তে চাও—
বিষয় বা বস্তুর সংগঠনী তাৎপর্য্যের উপর
পর্য্যালোচনাশীল হ'য়ে
সন্ধিৎসু অন্বয়ে
তা'কে সুসঙ্গতিতে সংস্থাপিত ক'রে
একসূত্রসঙ্গত ক'রে তোল
এক-তাৎপর্য্যে,
এমনতরই এককতা
তোমার বোধকে বিচক্ষণ ক'রে তুলতে পারবে। ২৬৩।

চিন্তা, ভাব, গবেষণা,
তপ, জ্ঞান ও অনুভূতি
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
বা যে-কোন রকমে
যে-কোন কিছুতে
বিশ্বের যা'-কিছু ব্যষ্টি ও সমষ্টির
অন্বিত ফলস্বরূপ
যখন সেই বাসুদেবকে জানতে পারে যে—
সক্রিয় সমন্বয়ী সার্থকতায়,—
উদাত্ত আহ্বানে সেই বলতে পারে—
'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি',
আর, তেমনতর মহাত্মা সুদুর্লভই বটে। ২৬৪।

যে যে-জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন—
বীর্য্য ও তপঃপ্রভাবে
স্বভাবের উৎকর্ষে

উন্নতও হ'তে পারে,
অপকর্ষে অবনতও হ'তে পারে ;
জীবনে উৎকর্ষ-পদক্ষেপেই যদি চলতে চাও—
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
বাক্, চিন্তা ও চলনে
ইষ্টানুগ পথেই চলতে থাক—
বিহিত উৎকর্ষী পরিণয় ও তপে লক্ষ্য রেখে। ২৬৫।

প্রকৃতি-অনুপাতিক
স্বীয় বংশবৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
তোমার তপঃপ্রসূ উদ্ভাবনী সম্ভাব্যতাকে
বাড়িয়ে তোল,
কারণ, তোমার জৈবী-সংস্থিতির উৎক্রমণ ঐ পথেই,
অন্যপথ অবলম্বনে
তোমার উন্নতি
বিভ্রান্ত ব্যত্যয়ে
দিশেহারা ঔদ্ধত্য-গুরুগৌরবে
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে যাবে,—
ব্রাহ্মী-সম্বর্দ্ধনা
ভ্রান্তিতেই তলিয়ে যাবে ;
তাই, তোমার সহজাত-সংস্কারানুপাতিক বৈশিষ্ট্যই
তোমার স্বধর্ম্ম,
তা'তেই এগিয়ে চল,
আর, অন্য বৈশিষ্ট্য তোমার কাছে অপধর্ম্ম,
অতএব তা' পরধর্ম্ম তোমার কাছে ;
নিজের দাঁড়ায় চল,
এগিয়ে চল—
সার্থক হবে তুমি,
তোমার দীপ্তিতে সার্থক হবে পরিবেশ। ২৬৬।

যিনি তোমার সম্মুখে
বাস্তবে অভিব্যক্ত হ'য়েও
সার্থক সর্ব্বতঃ-সঙ্গতিতে জ্ঞাত না হ'য়েও
প্রীতি-নিরত শ্রেয়-সন্দীপী তোমার,—
তাঁকে বোধ কর,
তদনুগ অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চল,
তোমার বোধিচক্ষুকে বিনায়িত ক'রে
বাস্তবতার তাত্ত্বিক নির্ণয়ে
অবগত হও তাঁকে—
সম্যক্ ধারণার সৌম্য-মূর্ত্তিতে ;
তোমার সমীপে তিনি
লীলায়িত নন্দনায়
উচ্ছল-চেতনার বাস্তব মূর্চ্ছনায়
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠুন ;
আর, ঐ চেতনায় তুমি সমাহিত হ'য়ে ওঠ,
তাঁর চলনে সমাধি লাভ কর,
সমাধি সার্থক হো'ক
অমনি ক'রেই তোমার জীবনে—
উপচয়ী সমাধানে । ২৬৭ ।

জৈবী-সংস্থিতি তোমার যা'ই থাক্ না কেন—
আগ্রহ তোমার
আতিশয্য নিয়ে
ইষ্টে, ঈশ্বরে
এমনতরই নিবদ্ধ হ'য়ে থাকুক—
প্রাজ্ঞ কুশল-কৌশলী বোধি-তাৎপর্য্যে
তপঃ-পদবিক্ষেপে
যোগ্যতার যুক্ত অভিনন্দনায়,—
যা'তে তুমি সেই রঙেই
রঙীল হ'য়ে থাকতে পার—
সুখে-দুঃখে, ভালয়-মন্দয়

সব অবস্থার ভিতর-দিয়ে
মরণ-বিজয়ী অনুচর্য্যায়—
অচ্যুত আনতিদীপ্ত
স্বভাব-সেবী অনুকম্পায় ;
ঈশ্বর জাগ্রত রইবেন তোমাতে,
তিনি স্ফুরণ-ভঙ্গিমায় বলবেন—
'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি',
আরো বলবেন—
'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' । ২৬৮ ।

তুমি বিশুদ্ধ না হ'লেও—
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
ইষ্টে, ঈশ্বরে অকপট হও,
আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
তাঁকেই ভালবাস,
দাও,
স্বার্থ ক'রে তোল তাঁকে তুমি কেবল,
আর, ঐ স্বার্থ-সন্দীপনা
তোমার যা'-কিছু কর্ম্মের নিয়ন্তা হ'য়ে উঠুক—
কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে, চলনে-চরিত্রে,
উপচয়ী অনুবর্ত্তনে,
যেই হও আর যা'ই হও—
পরিত্রাণ তোমাতে অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে,
পরমার্থ
আপূরিত হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
সার্থক সৌকর্য্যে
অভিব্যাপ্ত হ'য়ে রইবে তোমাতে । ২৬৯ ।

এমন কতকগুলি বিক্ষোভ
সত্তা-অনুশায়িত হ'য়ে থাকে—

অনেক সময় তা'তে ধাক্কা পড়লেই
মানুষ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
সেই বিক্ষোভগুলি যেন
সত্তায় নিবদ্ধ হ'য়ে আছে,—
সেগুলিকে সত্তা-শায়িত বিক্ষুব্ধি মনে করে,
এগুলি প্রায়ই হয়—
বিনাদোষে, অযথা,
যেমনতর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হ'য়ে
যে-রকম অভিহিত হয়
তা'রই বেদনার স্পর্শাসহিষ্ণুতা থেকে ;
প্রিয়-অভিধ্যানী সামঞ্জস্য এনে
অভ্যাসে সেগুলি হ'তে মুক্ত হ'তে হয়,
নয়তো, ওটা র'য়েই যায় । ২৭০ ।

সিদ্ধান্ত যতক্ষণ না
ব্যক্তিত্ব লাভ করছে তোমাতে—
জীয়ন্ত জীবন নিয়ে
সক্রিয় সম্বোধিলাভ ক'রে
অনুপ্রাণিত আবেগ-উদ্যমে
কেন্দ্রায়িত সার্থকতায়
ইষ্টানুগ পথে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত যা' করতে যা'চ্ছ—
বিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত ভ্রাম্যমাণতায়
ইতস্ততঃই তা' ঘুরে বেড়াবে,
সঙ্গত ব্যবস্থিতির সৌকর্য্যে
দানা বেঁধে উঠতে পারে না তা',
তাই, সিদ্ধান্ত তোমাতে ব্যক্তিত্বলাভ করুক—
তোমারই ব্যক্তিত্বে
সুসঙ্গত ব্যবস্থিতি নিয়ে,
সৌকর্য্যে বাস্তবায়িত করার যোগ্যতা

তপঃ-পদবিক্ষেপে
নিষ্পাদনের পথেই চলতে থাকবে। ২৭১।

তোমার বোধি, বিবেচনা,
সন্ধিৎসু পর্য্যবেক্ষণ-অধ্যুষিত
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন
যতক্ষণ সহজ ও স্মিত হ'য়ে না উঠছে,—
যতক্ষণ ক্লান্তিজনক কষ্টকর রকমে চলছ,—
স্বাভাবিকতায় উন্নীত হ'য়ে উঠতে পারছ না তখনও,
নজর রেখো—
ওতেই আবার ছুঁৎমার্গী না হ'য়ে ওঠ—
আন্তরিক দ্বন্দ্ব-সংকুল
আন্দোলন-অভিভূতি নিয়ে ;
শ্রেয়ার্থী হ'য়ে
তাঁতে একটু নজর রেখে
ভালমন্দ-বিবেচনা
যা' তোমার মস্তিষ্কে আসে—
সেইরকমেই চল,
আর, খাঁকতিগুলির পরিশোধন কর ;
এমনি ক'রেই তোমার মস্তিষ্ক
বোধিদীপনায়
ক্রমশঃ ফুটন্ত হ'তে থাকবে,
আবার, ওরই
শ্রেয়ার্থ-অন্বয়ী সমঞ্জসা-সঙ্গতি
বিজ্ঞতায় অধিষ্ঠিত করবে তোমাকে ;
যা'-কিছু কর—
নজর রেখো'
তা' শ্রেয়ার্থ-পূরণী হয় কিনা,
অমনি ক'রেই চল—
নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে

খাঁকতিগ্বলিকে পরিশ্বদ্ধ ক'রে,—
সার্থক হবে । ২৭২ ।

তুমি অচ্যুত ইষ্টানুগ হও—
সম্প্রীতির অন্তঃকরণে
দৈনন্দিন জীবনে
প্রতি কর্ম্মে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ধর্ম্মনীতিকে পরিপালন কর,
তোমার বোধ, কর্ম্ম, সেবাপরায়ণ নিয়ন্ত্রণ
পরিবেশে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
শ্বভ-সংবর্দ্ধনী হ'য়ে
সংহতি-সংবদ্ধতায়
যা'তে স্বষ্ঠ্ব সংস্থিতি লাভ করে—
কুশল-কৌশলে তা'ই ক'রে চল ;
প্রেষ্ঠ বা ইষ্ট
তোমার চরিত্রে জীবন্ত হ'য়ে
এমন জল্বস বিকীর্ণ কর্বন—
যা'তে তোমার পরিবেশ
প্রীতি-সঙ্গতিতে
চক্ষ্বষ্মান জ্ঞানে সম্বদ্ধ হ'য়ে চলে ;
সত্য, সন্ধিৎসা, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সেবা
কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
অভিষিক্ত ক'রে তুল্বক তোমাকে
স্বর্গীয় সম্পদে ;
পরমপিতার কাছে
এই আমার আকুল প্রার্থনা—
তোমার চরিত্র, ব্যবহার ও কর্ম্ম
তাঁর প্বজায় নন্দিত হ'য়ে উঠ্বক,—
আশিস্-উদ্বদ্ধ ক'রে
তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে । ২৭৩ ।

তোমার আদর্শ বা ইষ্টনিষ্ঠা
কৃষ্টি ও তপঃপ্রাণতা
নিরন্তরতার সহিত বজায় রেখে
ঐ আদর্শ, কৃষ্টি বা তপঃপ্রাণতার সেবায়
যে-কোন সম্প্রদায়েই হোক না কেন—
কাজ করতে পার,
কিন্তু কঠোরভাবে নজর রেখো—
তোমার আদর্শ, কৃষ্টি ও তপঃপ্রাণতার
কখনও কোথাও যা'তে একটুও ব্যত্যয় না হয়—
আর, যা'ই হো'ক না কেন ;
এই ব্যত্যয়-আমন্ত্রণী যা'-কিছু—
সবাইকে জেনে রেখো—
তোমার তপঃপ্রসাদী সত্তা-সম্বর্দ্ধনার
অন্তরায়ী রিপু ;
সাবধান থেকো,
প্রলোভন যা'ই হো'ক না কেন—
নিজেকে দূরে রেখে
সংক্রামিত না হ'য়ে
দীপন-জলুসে চলন্ত থেকে । ২৭৪ ।

তোমার যদি তপঃপ্রবৃত্তিই থাকে,—
ধাতু ও রুচিমাফিক
যেখানে যেমনতর পছন্দ লাগে—
তা'ই করতে পার,—
তা' জনারণ্যেই হো'ক
নিজ্জর্নেই হো'ক বা তীর্থেই হো'ক
তা'তে কিছু আসে-যায় না,
আর, তা' ভালই—
যদি আচার্য্যানুধ্যায়িতায়
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মন-তৎপর হ'য়ে চলাই
তোমাকে নিরবচ্ছিন্ন ক'রে থাকে ;

তাঁতে তুমি নিরবচ্ছিন্ন হ'য়ে থাক—
সর্ব্ব-সঙ্গতি-সার্থক অর্চ্চনা নিয়ে,
নয়তো, ব্যর্থ হবে। ২৭৫।

তুমি তপই কর,
জপই কর,
ধ্যানই কর,
আর, সমাধি-সাধনায় নিমগ্ন হ'য়েই থাক,—
আচার্য্যে সমাহিত হ'য়ে
অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক অর্থনায়
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে
উপচয়ী ক'রে না তুলছ—
কর্ম্ম ও তত্ত্ব-সঙ্গতির অভিসারিণী
প্রীতি-বিভোর প্রাজ্ঞ অনুচলনে,—
লাখ প্রত্যাদেশই পাও,
আর, লাখ আবির্ভাবের মহড়ায়ই
নিজের জীবনকে উপভোগ কর,—
তা' কিন্তু মরীচিকার মর্ম্মর-খেয়াল ছাড়া
আর-কিছুই নয়কো,
জীয়ন-পোষণা তা'তে নেইকো ;
অমরতাই অধিগম্য,
মরণ নয়কো—
যদিও আজও তা' অবশ্যম্ভাবী। ২৭৬।

তোমার তপশ্চরণ ও কর্ম্ম-তৎপরতা
শ্রেয়-নিদেশকে
যথাসময়ে যদি মূর্ত্ত ক'রতে না পারে—
বিহিত কুশল-নিষ্পন্নতায়,—
বুঝে রেখো—
ঐ অনিষ্পাদিত যা'

তা কিন্তু এমনতর একটা ফাঁক
সৃষ্টি ক'রে রেখে দিল,
যে-ফাঁক
তোমার শৌর্য্যমণ্ডিত সম্বর্দ্ধনাকে
অমনতর ক'রেই
ওখানে ব্যাহত ক'রে রাখল ;
সম্বর্দ্ধনী অভিযানের পথে
একদিন হয়তো বুঝতে পারবে,—
সে-অভাব
কতখানি বিভূতি হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে রেখে দিয়েছে ;
পরে তা' করলেও
সেই বিভূতি-বিভব—
যা' সম্বর্দ্ধনী চলনায়
অব্যাহত ক'রে তুলতো তোমাকে
তা' আর হ'য়ে উঠবে না হয়তো ;
তাই, মনে রেখো—
যথাসময়ে ইষ্টনিদেশ পালন করাই তপ,—
যে-তপের বাস্তব-বিনায়না বর্দ্ধনাকে
অবিসম্বাদিত ক'রে তুলে থাকে । ২৭৭ ।

অন্যের অপব্যবহারে অনুপ্রেরিত হ'য়ে
তুমি অপকর্ম্ম কর—
এমনতর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী
যতদিনই আছে তোমার,
তুমি ঢিট্-আত্মপ্রবঞ্চক হ'য়েই ব'সে আছ অন্তরে ;
যতক্ষণ
নিজের অন্তরের আনাচে-কানাচে
কোন্ সংঘাত কী-প্রেরণা প্রসব ক'রে
তোমাকে কেমনতর ক'রে তোলে
তা' ধ'রে

তা'র নিরাকরণ না করতে পারছ—
ততক্ষণ তোমার ব্যক্তিত্ব
বিশুদ্ধই হ'য়ে উঠবে না ;
যতদিন সুকেন্দ্রিক ইষ্টনিষ্ঠায়
অন্তরাসী সম্বেগে
সক্রিয় অনুবর্ত্তী থেকে
বেছে-গুছে
ঐ গুপ্ত ময়লাগুলিকে বের ক'রে
সার্থক-সমন্বয়ী অন্বয়ে
ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টার্থে সার্থক ক'রে তুলতে না পারছ—
ব্যক্তিত্ব বিক্ষেপবিক্ষুব্ধ হ'য়ে
তোমাকে নানান ধাঁজে
নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবেই,
ব্যুৎপত্তিও হ'য়ে উঠবে তেমনতর,
স্বার্থ ও স্বভাবও হ'য়ে উঠবে
অসমঞ্জস, অনর্থক ;
তাই, অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে
অচ্যুত সুকেন্দ্রিক আনতিতে
সুনিয়ন্ত্রণে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে,
অযথা রাগ-দ্বেষে বিচলিত না হ'য়ে ওঠ—
এমনতরভাবে—সমঞ্জসা ব্যুৎপত্তি নিয়ে ;
তুমিও সুখী হবে,
অন্যকেও সুখী রাখতে পারবে অনেক । ২৭৮ ।

তোমার স্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠা বা বাহাদুরিকে
জলাঞ্জলি দিয়ে
প্রবৃত্তির যা'-কিছু সব নিয়ে
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায়
যতক্ষণ পর্য্যন্ত

সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রায়িত না হ'চ্ছ,--
তোমার বুদ্ধিবৃত্তি
একটা সমন্বয়ী-সমঞ্জস সার্থকতা নিয়ে
বোধবিদীপ্ত হ'য়ে উঠবার
সম্ভাবনা কিন্তু নিতান্তই কম,
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
প্রিয়পরমে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
নিজের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়ে
সক্রিয় পরিপূরণী তপঃপ্রাণতায় চলতে থাক,
অচিরেই সব দিক দিয়ে
সবভাবে
সুষ্ঠু বোধিলাভ ক'রে
সৌষ্ঠব-সৌজন্যে
আদৃত হ'য়ে উঠবে । ২৭৯ ।

তপঃ-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তোমার শারীর-সংগঠন
যে-স্তরের হ'য়ে উঠবে—
তোমার দর্শন, শ্রবণ ও গতিবিধিও
তদনুযায়ী সেই স্তরেরই হ'তে থাকবে ;
ঈশ্বরই ভবসিন্ধু-উৎস,
ঈশ্বরই ভবেশ,
ঈশ্বরই পরম বিভূতি,
ঈশ্বরই অনুভব । ২৮০ ।

তুমি রাগদীপনী তপঃ-তৃপণার
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
অনুশ্রয়ী অনুবেদনা নিয়ে
বোধায়নী অগ্রগতিতে

যতই এগুতে থাক না কেন,
দেখবে—
সেই আত্মিক অভিদীপনার সাত্ত্বিক সম্বেগ,
সেই যোগাবেগের
সুজৃম্ভণী আকর্ষণ-বিকর্ষণ,
সেই ভক্তির ভজনলাস্য,
হৃষী-স্পন্দনার কণ্ডিকত ঝঙ্কার,
গুরু-গৌর অজচ্ছল অণিকা-নির্ঝর,
সাত্ত্বিক-সমাহারী চিৎ-কণার
রস-সম্ভারী রাসলীলা,
হিরণ্ময় কিঙ্কিণী-ঝঙ্কারের
আন্দোলনী আবেগদীপ্ত নাদছন্দ ;
আর, এই সবগুলির সমাবেশের ভিতর-দিয়ে আসে—
বাস্তব-অভিব্যক্তির বিগ্রহ-দীপনা,
সচ্চিদানন্দের সংহিত বর্ত্তনা,
ধারণ-পালনের
বিবর্ত্তনী ক্রম-অভিব্যক্তি,
দুস্তর রচনার রঞ্জিম-ভঙ্গী,
বিরহ-মিলনের
ক্ষুধাতুর আরতি-ভঙ্গিমা ;
ঈশ্বর পরম ঐশ্বর্য্য,
ঈশ্বর ভোগ-বিভব,
ঈশ্বরই লীলা-লাস্য,
ঈশ্বরই বিভু । ২৮১ ।

সহজ সাবলীল
অচ্যুত সুকেন্দ্রিকতার সহিত
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত ইষ্টার্থ-আনতি যেখানে নেইকো,
অথচ তপশ্চরণ-প্রবৃত্তি আছে,—
সেখানে প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়
উপাসনা ও তপশ্চরণের ভিতরে

সৌরত-উদ্গতিও
সামঞ্জস্য লাভ করে না ;
বাহ্যিক ব্যাপারেও যেমন তা'র ব্যতিক্রম থাকে,
সাধনার সময়ও তেমনি
অস্বাভাবিক কম্প,
দম-আটকান ভাব,
নিদ্রা বা হাই-তোলা
ইত্যাদির আমদানি হ'য়ে থাকে ;
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
অনুরাগ-সম্বেগ
প্রবৃত্তি-চাহিদার দ্বারা
জানিত বা অজানিতভাবে ব্যাহত হ'য়ে
বিপরীত সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
শারীরিক বা মানসিক
অমনতর ব্যতিক্রমের সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
কিন্তু যেখানে অনুরাগ
অচ্যুত, সাবলীল ও সুকেন্দ্রিক—
সেখানে বৈধানিক অনুকম্পী আবেশে
অশ্রু, পুলক, স্বেদ, কম্পন ইত্যাদি
স্বাভাবিক, সমঞ্জস-সাবলীল অনুদীপনা নিয়েই
হ'য়ে থাকে,
আর, তা'র মর্ম্মকেন্দ্র হয়
বোধায়নী অনুভূতি,—
যা' সঙ্গতিসম্পন্ন প্রীতিপ্রদীপ্ত—
তালিমী তৎপরতায়,
তাই, তা' মধুর, দীপ্ত, হৃদয়াকর্ষক । ২৮২ ।

তুমি সুকেন্দ্রিক সদাচারী হও—
তপঃ-তৎপর অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
আত্মিক সম্বেগকে বিনায়িত ক'রে ;
সুসঙ্গত কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

বিস্তারে বিস্তৃত হ'য়ে ওঠ,
বর্দ্ধনায় বিবৃদ্ধ হও,
নিষ্পন্নতায় সুসিদ্ধ হও,
যোগ্যতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
প্রীতি-নিবন্ধনে ;
তুমি যেখানেই থাক না কেন,—
সেই পরিবেশকে সুসঙ্গত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়,
এমনি ক'রেই
অধ্যবসায়ী শ্রেয়ানুদীপনায়
যোগ্যতার অনুপ্রেরক হ'য়ে
সবারই অন্তরে
প্রীতির আসনে
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে ওঠ—
প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ ক'রে—
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহের
শুভ-সম্মিলনী তৎপরতায়,
আর, এমনি ক'রেই বিভবান্বিত হ'য়ে ওঠ ;
ঈশ্বরই বিভু,
তাঁর সুসঙ্গত অনুদীপনী মূর্ত্তনাই বিভব,
কুশল-সুন্দর বিনায়নী বাস্তব যা'—
তাই-ই বিভূতি,
ঐ বিভূতি-বিভবে বিভান্বিত হ'য়ে ওঠ,
ঈশী-অনুবেদনা
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবে। ২৮৩।

সুকেন্দ্রিক হও,
নিরভিমান হও,
সকলেরই হৃদ্য হ'য়ে ওঠ—
অসৎ-নিয়মনী তৎপরতায়,
কেন্দ্রার্থই সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে

তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
সেই অনুচর্য্যী অনুনয়নার সক্রিয় তৎপরতাই
তোমার তপস্যা হ'য়ে উঠুক—
তদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে ;
সদাচারে নিরবচ্ছিন্ন থেকে
জীবনীয় অনুশাসনে আত্মনিয়মন ক'রে
ঐ কেন্দ্রের পালনপোষণী পরিচর্য্যায়
নিজেকে অমনি ক'রেই
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
নিজের ও সবার জীবনীয় হ'য়ে ওঠ,
এই চলনায় অব্যাহত হ'য়ে চলতে
কুণ্ঠিত হ'য়ো না এতটুকু ;
ঈশ্বর ধাতা,
পালয়িতা,
তিনিই চির-মঙ্গলময় । ২৮৪ ।

তপস্যা

সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতায়
তাপের সৃষ্টি করে,
আর, তাপ হ'তেই তড়িৎ-সম্বেগ উদ্ভূত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' হ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে চুম্বক-দীপনা—
চর ও স্থয়ী অনুক্রমণায় ;
এর ভিতর-দিয়ে
বিধানের ঔপাদানিক সংস্থিতি
তদনুপাতিক বিনায়ন ও বিন্যাস লাভ করে ;
এই একানুধ্যায়ী তপস্যা, তাপ
ও ঔপাদানিক নিয়মন যেমন,—
তড়িৎ-ভরণও তেমনতর ;
আবার, সুকেন্দ্রিক অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সম্ভূত
আত্ম-বিনায়নী তপস্যাই
সেই তৃপণ-দীপনা—

যা'র ফলে, মানুষের প্রবৃত্তিগুলি
অন্বিত বিনায়নে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে সংগঠিত ক'রে
বিভূতি-বিভান্বিত ক'রে তোলে ;
আবার, ঐ ধরণ ও করণের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতি নিয়ে ফুটে ওঠে বোধি-মর্ম্ম,
ফুটে ওঠে শক্তি,
ফুটে ওঠে সামর্থ্য,
ফুটে ওঠে যোগ্যতা—
পরাক্রমী জীবন-অভিযান,
আর, এই যোগ্যতাই হ'চ্ছে—
ব্যক্তিত্বের হওয়া,
এই হওয়াই পাওয়ার উদগাতা ;
ঈশ্বরই বোধি-সত্ত্ব,
ঈশ্বরই অন্তর্নিহিত যোগাবেগ,
যোগাবেগই আত্মনিয়মনী অভিদীপনা,
আর, এই সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনই
ব্যক্তিত্ব-উৎসৃজনী তপঃ,
ঈশ্বরই হওয়ার বিভু । ২৮৫ ।

তুমি একনিষ্ঠ অনুগতি-সম্পন্ন হও,
অর্থাৎ সুনিষ্ঠ একমনা
অনুগতি নিয়ে চল,
বৈশিষ্ট্যানুগ চলনে চ'লে
তোমার প্রতিটি কর্ম্ম
শুভ-সন্দীপী ক'রে তোল,
সব দিক্ দিয়ে
তা' বিহিতভাবে নিষ্পন্ন ক'রে
সেই ফলের দ্বারা
আচার্য্যকে অভিনন্দিত ক'রে তোল—

প্রীতি-তপাঃ হ'য়ে :
যদি তোমার চলনে খাঁকতিই থাকে—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক চলনে
ঐ খাঁকতিগুলিকে পরিশুদ্ধ ক'রে
সুসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
নিষ্পন্নতায় উপনীত হ'য়ে
বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রে তোল—
যা' করতে যা'চ্ছ তা'কে ;
তোমার চলন-সম্বেগই যেন এমনতর হ'য়ে থাকে—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
উচ্ছল উদীয়মান উদ্ভবকে
আবাহন করতে করতে ;
এমনতর তপস্যার চলনে
হয়তো প্রথমে তোমার কিছু কষ্টও হ'তে পারে,
কিন্তু যতই এগুবে,—
দেখবে—
প্রাজ্ঞ অনুবেদনার আবির্ভাবে
তুমি কৃতার্থ হ'য়ে
কৃতনিশ্চয় হ'য়ে উঠছ—
হৃদ্য প্রসাদ-প্রসারী বিস্তারণে,
ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষণী পরাবর্ত্তনা নিয়ে । ২৮৬ ।

তুমি সম্বর্দ্ধনী তপে অবস্থান কর,
আর, সেই অনুশীলনাই হ'চ্ছে যজ্ঞ,
আর, তপস্যাও তা'ই,
আবার দানও তা'ই ;
আচার্য্য-অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে
সেই অনুশাসনগুলিকে
জীবনে উদ্‌যাপিত কর,
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
সঙ্গীতির অন্বয়ী তাৎপর্য্যে সার্থক হ'য়ে

তত্ত্বদৃষ্টির সুসমীক্ষায়
ঐ আচার্য্যকে তত্ত্বতঃ জান,
আর, ঐ জানা
বা ঐ জ্ঞান
ব্রহ্মে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
আচার্য্যেরই তাত্ত্বিক অনুবেদনা নিয়ে ;
ঐ নিয়মনায়
ব্যক্তিত্বটি যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
চারিত্রিক বিকিরণার
উচ্ছল-অনুদীপনা নিয়ে,—
তোমার জীবন
ব্রহ্মস্পর্শী হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, তা' ধারণ-পালনী সম্বেদনায়
ঈশিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। ২৮৭।

আচার্য্যকে কেন্দ্র ক'রে
সার্থক সন্দীপনী অনুবেদনায়
আত্মস্বার্থ-প্রত্যাশাবিহীন হ'য়ে
অনুশীলন-তৎপরতায়
ঐ আচার্য্যপোষণী সম্বেগ নিয়ে
কর্ম্মফলকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তাঁতেই ন্যস্ত ক'রে
তাঁরই শুভ-সম্পোষণায়
সমস্ত সঙ্কল্পকে
ঐ আচার্য্যেই
সুবিনায়িত, সুবিন্যস্ত ও সুসংন্যস্ত ক'রে
যতই চলতে থাকবে তুমি,—
তুমি যোগীও তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
আর, সর্ব্বসঙ্গীত নিয়ে
তাঁতেই যত বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,—
সংন্যস্ত হ'য়ে উঠবে তুমি,

তোমার জীবন-চলনার ঐ শুভ-অভিযান
তোমাকে সন্ন্যাসী ক'রে তুলবে
বাস্তবভাবে ততখানি,
প্রকৃতির পরাবর্ত্তনায়
সন্ন্যাসত্ব লাভ করবে তুমি ;
তুমি যদি নিরগ্নি হও,
অর্থাৎ আচার্য্যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাক,
আচার্য্যকে ধারণ-পালন না কর,—
তুমি যদি অক্রিয় হও,
অর্থাৎ কর্ম্মশূন্য হ'য়ে যদি চল,—
যোগী হওয়া
বা সন্ন্যাসলাভ করা
তোমার পক্ষে
একটা প্রকৃতির বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয় ;
নৈষ্কর্ম্ম্য-যোগ মানে ওইই,
নিরাসক্ত বা নিষ্কাম কর্ম্ম ওকেই বলে । ২৮৮ ।

তোমাদের চক্ষু
সন্ধিৎসু, খরদৃষ্টিসম্পন্ন হউক—
বিষয় বা ব্যাপারের
ত্বরিত নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণে
সুদূর-প্রসারী হ'য়ে,
তোমাদের কর্ণ উৎকর্ণ হউক—
দূরশ্রবণ-সম্পন্নতায়
নির্ণয়ী বোধ-উচ্ছল হ'য়ে,
নাসা
ঘ্রাণ-সম্বোধে তীক্ষ্ণবোধী হউক,
বাক্য
বীর্য্যবান, সৌজন্যপূর্ণ, সহৃদয়ী
ও কদর্য্যনিরোধী কুশলবাচী হউক,
হস্ত তোমাদের

সুদৃঢ়, অমোঘ হ'য়ে
দক্ষ, লোকহিতী, উপচয়ী
তাড়িৎ কুশলকর্ম্মা ক'রে তুলুক,
চরণ
সুদক্ষ চলৎশীলতায়
সম্বুদ্ধ সম্বেগে
বিহিত চলনে
দ্রুত পদবিক্ষেপে
সুযোগ ও সুবিধাসিদ্ধ ক'রে
কৃতার্থতার পথে নিয়ে চলুক,
শরীর
তা'র সর্ব্বাঙ্গ-সমাবেশ নিয়ে
উপচয়ী শ্রমকুশলতায়
সর্ব্ববিষয়ে সহজ-প্রস্তুতিপ্রবণ
দক্ষ, স্বতঃ-সাবধানী
সঠিক সমাবেশী হ'য়ে চলুক,
হৃদয় তোমাদের বীর্য্যবান,
অটল প্রাণবন্ত, মহীয়ান হ'য়ে
সক্রিয় সমব্যথী, সেবাপ্রাণ,
উচ্ছল শ্রদ্ধাবন্ত ক'রে তুলুক,
মন কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সমস্ত শরীরে সঞ্চরণশীলতায়
তা'কে তদনুগ সঞ্চলন-সম্বুদ্ধ ক'রে
আদর্শ-স্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
সতর্ক, সুচারু, সুবিন্যস্ত
সংযতপ্রবৃত্তি
সার্থক সমাবেশী হউক,
কাম ও কামনা তোমাদের
স্বতঃই যেন ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হয়,
সম্বেগ
তড়িৎ-শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে

যেন প্রতিটি সাড়ায়
বিহিত চলনে
ক্ষিপ্র ক'রে তোলে তোমাদিগকে,
ধী তোমাদের যেন
আদর্শনিষ্ঠ, কৃষ্টিসম্বদ্ধ,
তপঃপ্রাণ, তড়িৎপ্রভ,
শুদ্ধ-সম্বোধি, ধারণক্ষম,
সুবিবেচী, কুশলকৌশলী হয়,
তোমরা সর্ব্ববিষয়ে
ক্ষিপ্র হও,
দক্ষ হও,
সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ হও,
নির্ভুল বীর্য্যবান পরাক্রমে
কদর্য্য-নিরোধী হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় গরীয়ান হ'য়ে চল,—
স্বস্তি, স্বধা ও স্বাহা
তোমাদের সংস্থিতিকে সুপুষ্ট ক'রে তুলুক। ২৮৯।

দৈন্য তোমার নাই,
দুর্দ্দশাগ্রস্ত কেন হবে তুমি ?
বিধ্বস্তির ক্রীড়নক হ'য়ে
জীবনটাকে মুদ্রিত ক'রে চলার জন্য
তুমি কি জন্মেছ ?
তা' নয়,—
বরং শাশ্বত জীবন নিয়ে
সত্ত্ব-উপভোগের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে আরোর পথে চালাতে ;
হাতে-কলমে যা' ভোগ করছ
তা' কিন্তু ভ্রান্তি,
প্রবৃত্তি-অভিভূতি-প্ররোচনা-প্রেরণায়
স্বেচ্ছায় যা' যা' করেছ—

সেগুলি তা'র প্রত্যেকটি ছন্দ নিয়ে
তোমার মস্তিষ্কে মজুত আছে,
আর, সেইগুলি তোমার ভিতরে
এমনতর নির্ঘাত ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি ক'রেছে
যা'কে এড়িয়ে চলবার বোধই তোমাতে
উদ্দীপ্ত হ'তে দেয় না,
তেমনি ক'রেই তুমি বল,
তা'ই ভাব,
তা'ই কর,
আর, এই করার ভিতর-দিয়ে
সেই বোধ নিয়ে যা' আহরণ কর
সেগুলি হ'য়ে থাকে তোমার চালক,
বিকৃত স্বার্থ-সন্ধিৎসু রুগ্নমনা ক'রে ফেলে তোমাকে,
তোমাকে যে পোষণ করে—
তাঁকে পুষ্ট করতে তুমি নারাজ,
হ'য়েই ওঠে না যেন তা',
পরিস্থিতি তোমাকে পায় না
তা'দের স্বার্থের সংরক্ষণে,
সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
তেমন ক'রে—
যা'তে তোমাকে দিয়ে
তা' উপভোগ করতে পারে,
তুমিও তা'দের হ'তে
তা'তে বঞ্চিত হও,
আর, এই বঞ্চনাই মূলধন হ'য়ে
ক্রমাগত তোমাকে বঞ্চিত ক'রে চলেছে ;
চাও তো, তোমার যা'-কিছু সব ঝেড়ে ফেল,
অটুট ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
তোমার যা' আছে তা'ই নিয়ে
পুষ্টি ও পরিপোষণে
পরিবেশের সেবা কর—

সক্রিয়ভাবে
প্রত্যাশারহিত হ'য়ে ইষ্টানুগ পথে,
কিছুদিন চলতে চলতে দেখতে পাবে—
তোমার জীবনের চাকা ঘুরে গেছে,
তুমি চল্‌ছ উদ্বর্দ্ধনার দিকে
এমন একটা উদ্বোধনা নিয়ে
যে-উদ্বোধনার আবেগে তোমা হ'তে
সেবা-সম্বৰ্দ্ধনা,
প্রতিপ্রত্যেকের স্বার্থ এমন ক'রে মাপাবে—
তা'দের স্বার্থকে সুপুষ্ট করাই
নিজেদের স্বার্থ—এই প্রেরণায়—
যা'তে তা'রা পুষ্ট হ'য়ে
তোমাতে অন্বিত হ'য়ে উঠবে
একটা সার্থক সমাবেশে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
তোমার কাছে হস্তামলকবৎ হ'য়ে উঠবে ;
তাই, গীতায় ভগবান বলেছেন—
'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' । ২৯০ ।

যে-তপস্যা তোমার
সসত্ত্ব সত্তাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে
জীবন-সঙ্গতিকে
নানা বিচ্ছুরণায়
বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে ইতস্ততঃ,—
তা' কি তুমি চাও ?
তুমি চাও না—
ক্ষিতিতে আত্মবিলয় ক'রে
ক্ষিতি হ'য়ে যেতে,
অপে আত্মবিলয় ক'রে
অপ্‌ হ'য়ে যেতে,

তেজে আত্মবিলয় ক'রে
তেজ হ'য়ে যেতে,
মরুতে আত্মবিলয় ক'রে মরুৎ হ'য়ে যেতে,
ব্যোমে
তোমার সংহত সত্তাকে বিলীন ক'রে
ব্যোমে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে,
মায় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কোন-কিছুতেই
আত্মবিলয় করতে চাও না,
অস্তিত্বকে বিলয় ক'রে
বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
অণুকণায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে চাও না ;
তুমি চাও—
চেতনদীপনা নিয়ে
অস্তিত্বকে বজায় রেখে
বৃদ্ধির পথে
তোমার যা'-কিছু সবকে নিয়ে
সার্থক-সংহতির দিকে চলতে,—
বিবর্ত্তনের দিকে ক্রম-পদক্ষেপে চলতে—
বেঁচে, বেড়ে,—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তোমার অস্তিত্বের উপাদান যা'-কিছুকে
সংহত ক'রে
প্রাণন-প্রদীপনায়
জীবনপ্রভাকে উৎসারিত ক'রে চলতে ;
তাহ'লেই তা'র প্রধান সংস্থিতি হ'লো—
সুকেন্দ্রিক হওয়া,
শ্রেয়তপাঃ হওয়া,—
যা'র ভিতর-দিয়ে তুমি
সুসংহত তাৎপর্য্যে
ঔপাদানিক সমাবেশী তৎপরতায়
সুসংশ্রয়-সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে

যে-কোন তত্ত্বই হো'ক না কেন,
তা'র উপর আধিপত্য ক'রে
নিজের অস্তিত্বকে অব্যাহত ক'রে
নিরন্তর চলৎশীল থাকতে পার,
অর্থাৎ যাঁকে ধ'রে
যাঁ'র অনুসরণ অনুচর্য্যা ক'রে
যেমনতর হ'য়ে
তা' পেতে পার,—
তা'র কেন্দ্রস্থলই হ'চ্ছে ঐ শ্রেয়-সংশ্রয়,—
যাঁ'র নিয়মনে
তুমি তোমার অস্তিত্বের উপাদান-সহ
যা'-কিছুকে ঘনায়িত ক'রে
দৃঢ় ক'রে
পালন, পোষণ ও পূরণ-অভিদীপনায়
নিজেকে সম্বর্দ্ধনার পথে
চলন্ত ক'রে রাখতে পার,
যা'র ফলে,
স্মৃতি-চেতনার নিরাবিল নিরন্তরতায়
তুমি সজাগ থেকে
প্রাণন-পরিচর্য্যায়
বিবর্ত্তনের দিকে
সলীল সন্দীপনায়
বোধায়নী পরিক্রমায়
উপভোগে নন্দনা-দীপ্ত হ'য়ে চলতে পার,—
এই সুসঙ্গত গতিশীলতাই
আত্মিক সম্বেগের সার্থক প্রকাশ ;
আর, জীবনের মহাত্মিকতাই ঐখানে ;
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ই
তোমার কেন্দ্রপুরুষ,
আর, ঐ শ্রেয়-বেদীমূলে
এই বেদ

তোমার অন্তরে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠতে পারে,
যে-উদ্দীপনা
ঈশিত্বের উদ্বোধক হ'য়ে উঠতে পারে তোমাতে ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের অনুপ্রেরক,
আর, ঐ শ্রেয়ই হ'চ্ছেন
তাঁর স্ফুরণ-বেদী । ২৯১ ।

প্রবৃত্তির অসৎ-অভিভূতির হীনম্মন্য প্ররোচনা
কূট-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
যখনই বিপর্য্যয়ী বিধ্বস্তির সংঘাতে
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে
আহত হ'য়ে চলে,—
সৎ ততই
সুকেন্দ্রিক বিবেক-বিচ্ছুরণে
এগিয়ে আসতে থাকে সেদিকে,
নারায়ণের নিরাকরণী পদ্মহস্ত
ততই উত্থিত হ'তে থাকে--
তা'র দিকে । ২৯২ ।

প্রবৃত্তি তোমার
যতই ক্ষুব্ধ হো'ক না কেন,
তোমাকে তার অনুকূলে সমর্থনী করতে
যতই ন্যায়ের অবতারণা করুক না কেন,
হৃদয় আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
যতই বিমুগ্ধ হো'ক তা'তে,—
তা' যদি তোমার আদর্শ, সত্তা, কৃষ্টি
ও সংহতিকে আঘাত দেয়
বা তা'তে অপলাপ আনে,
তা'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায়
বিক্ষোভ নিয়ে আসে,
তা' কিছুতেই করতে যেও না—

বেদনায় বুক ভেঙ্গেই পড়ুক,
আর পাথরই হ'য়ে উঠুক ;
চলবে কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্য নিয়ে—
সব যা'-কিছুরই শুভ-নিয়ন্ত্রণে
ঐ আদর্শ, কৃষ্টি, সত্তা, সংহতি
ও তা'র স্বার্থপ্রতিষ্ঠায়,
সত্তাপোষণী পন্থায়
যেমন ক'রে তা' সম্পন্ন হ'তে পারে,
সমাধা হ'তে পারে—
তা'তে লক্ষ্য রেখে,
তোমার অন্তরতম সত্তা-আকৃতি
সব যা'-কিছুর ভিতরেই যেন
আদর্শ বা ইষ্টতে তপঃপ্রাণ হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই পদক্ষেপেই যেন চলতে থাকে
তোমার প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপ ;
যদি কৃতকার্য্য হও—
দেখবে একদিন—
তা' কী শৌর্য্য-বিকিরণে
সব যা'-কিছুকে সংহত ক'রে তুলে'
আলোক-উদ্ভাসনে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে সব :
হতাশ হ'য়ো না—
গন্তব্যের দিকে চলতে থাক,
গন্তব্যই
অগণিত গণপ্রাচুর্য্যে উৎসারিত ক'রে
ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তুলবে তোমাকে,
বুক যেন কেঁপে ওঠে না,
হৃদয় যেন দ'মে যায় না,
প্রাণশক্তি যেন পথহারা না হয়,
একদিন পারিজাত-অভিনন্দনে
অভ্যর্থিত হবে তুমি । ২৯৩ ।

প্রবৃত্তির সংক্ষুব্ধ কামনা নিয়ে
যে-কোন আচার্য্য-সান্নিধ্যে
যে-কোন দেব-দেবীকে
উপাসনা কর না কেন—
হয়তো তদনুযায়ী ফলও লাভ করতে পার,
কিন্তু প্রিয়পরম প্রাজ্ঞ আচার্য্যে
অচ্যুতভাবে যুক্ত হ'য়ে
যে-কামনাই কর না কেন—
তোমার প্রকৃতিগত স্বার্থ
যথোপযুক্তভাবে আপূরিত হ'য়ে
তোমার প্রাপ্তি
তাঁকেই স্পর্শ করবে,
পূরয়মাণ প্রিয়পরম ভাগবত-প্রতীক যিনি—
তিনিই হ'চ্ছেন
যা'-কিছু সবেরই
যোগ্যতাপ্রসূ ফলদাতা ;
তোমার যজ্ঞ,
তোমার হোম,
তোমার তপশ্চারী কামনা
ঐ ঈপ্সিত পথে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সক্রিয় বিধিবিরঞ্জিত অনুষ্ঠানে
সম্পাদন করলে,—
তিনি তা'র আপূরক
শ্রেয়-সঙ্কর্ষণী সম্বর্দ্ধনায়। ২৯৪।

হিসাবগুলি সব
সত্তায় মজিয়ে নিয়ে
স্বতঃ-স্বাতন্ত্রিকতায়,
ইষ্টানুগ চলনে
বোধি-প্রেরণায় স্বতঃ হ'য়ে
যখনই চলতে থাকবে

ভাবনা-চিন্তার তোলপাড়কে এড়িয়ে
দেখতে বোহিসেবী মতন—
নিখুঁতভাবে—
বুঝতে পারা যাবে তখনই,
বোধি তোমার কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সত্তায় সহজ হ'য়ে উঠেছে ;
পাকা ভাবীর বেতালে পা পড়ে না । ২৯৫ ।

অচিন্ত্য যিনি—
বাক্য ও মনের অগোচর যিনি—
অনুরাগ-উদ্দীপনা
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠা সুদূরপরাহত,
আর, ঐ সশ্রদ্ধ অনুরাগোদ্দীপনায়
সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না উঠলে
মানুষের মন
তা'র সমস্ত প্রবৃত্তির সমাবেশে
সার্থক সমন্বয় নিয়ে
বোধি উদ্গমে
উদ্গতিতে ভূমায়িত হ'য়ে উঠতে পারে না ;
কিন্তু আদর্শ'ই ইষ্ট,
প্রাজ্ঞ প্রিয়পরম
অর্থাৎ বোধিসম্বুদ্ধ তদ্বেত্তা যিনি—
তাঁ'তে সশ্রদ্ধ উদ্দীপী অনুরাগে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
উদ্গতির ভূমায়িত বিকশনে
প্রবৃত্তির সার্থক-সমাবেশী
নিয়ন্ত্রিত সমাহিত সামঞ্জস্যে
বোধি-উদ্গমের ভিতর-দিয়ে
ঐ 'অবাঙমনসোগোচরম্'কে
বোধি-সংস্পর্শে আনা যেয়ে থাকে ;
আর, অচিন্ত্য যা'

বা শ্ন্য যা' বা যিনি,
বাক্য-মনের অগোচর যিনি,
তৎস্পর্শী বোধিবেত্তাকে বাদ দিয়ে
তাঁকে উপাসনা ক'রতে যাওয়া
বাস্তবে বিকৃতি-বিড়ম্বনাকেই
উপাসনা করা মাত্র ;
তাই, তোমার প্রিয়পরম যিনি,
তোমার বাস্দেব যিনি,
ইষ্ট যিনি,
আদর্শ যিনি,
প্রেরিত বা তথাগত যিনি—
আগ্রহ-উদ্দীপী অন্রাগে
সমস্ত প্রবৃত্তির স্সঙ্গত-সমাবেশ-সার্থক
সক্রিয় সেবা-আনতির মত্ত-দীপনায়
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠ তাঁতে,—
বোধি তোমার উত্তর-ঔজ্জ্বল্যে
তাঁকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে
ঔপাদানিক সামান্যে উপলব্ধি ক'রে
অব্যয়ী প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত থাকবে ;
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি—
তোমার যা'-কিছ্ নিয়ে তাঁতে । ২৯৬ ।

তোমার আদর্শই হউন,
প্রাজ্ঞ প্রিয়পরমই হউন,
বা ইষ্টই হউন,
তাঁর প্রতি আগ্রহ-আনত অন্রাগোদ্দীপনায়
সক্রিয় সেবাচর্য্যায়
প্রাণের উচ্ছল আবেগে
আত্মপ্রসাদী অন্কম্পায়
আকুতির সহিত

যখন যেমন যতই
দেবার আবেগে উদাত্ত হ'য়ে উঠবে—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে তুমি ততই তাঁতে,
মমতার উদগ্র আবেগে
প্রবৃত্তিগুলিও অন্বিত হ'য়ে
সার্থক সমাবেশ নিয়ে
সামঞ্জস্যে
তৎস্বার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে—
একটা বীর্য্যবান সার্থক সংহতি নিয়ে
কুশলকর্ম্মা উপচয়ী শ্রমতাৎপর্য্যে ;
আর, ঐ আগ্রহ অমনতর না হ'য়ে
প্রত্যাশা ও প্রার্থনার সঙ্কুলতায়
যতই যাচঞামুখর হ'য়ে উঠবে,—
প্রবৃত্তিগুলি সঙ্কীর্ণস্বার্থী হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ক্ষোভতৎপরতায়
শ্রমকাতর সংক্ষুব্ধ আবেগে
সঙ্কীর্ণই ক'রে চলবে—
যোগ্যতাকে অবদলিত ক'রে—
অর্জ্জী আকৃতিকে অলস ও অপচয়ী ক'রে—
প্রয়োজনকে প্রতুল ক'রে তুলে
বা অব্যবস্থ কুৎসিত কদাচারী ক'রে,
প্রেয় হ'য়ে উঠবেন তোমার
বৃত্তি-পরিপোষণে ইন্ধনস্বরূপ,
তাঁতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠা
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
একটা বিক্ষেপী তাৎপর্য্যে
তাঁরই অছিলা ক'রে
ভঙ্গুর ভঙ্গিমায়
ভ্রংশ ও ভ্রান্তি-সহযাত্রী
ক'রে নিয়ে চলবে ;

উদ্‌গতিই যদি চাও
ভূমায়িত হ'তেই যদি চাও—
সৰ্ব্বতোভাবে তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ,
দেবার আবেগে উদগ্র হ'য়ে—
উৎসর্গ ক'রে নিজেকে
যা'-কিছু তোমার সব নিয়ে
তাঁ'রই পূজায়—
বিক্ষেপ ও বিকেন্দ্রিকতাকে উচ্ছেদ ক'রে—
আত্মসংস্থিতিতে সার্থক হ'য়ে ওঠ। ২৯৭।

ব্রহ্মবিদ্যানুধ্যায়ী হও,—
বৈশিষ্ট্য-বিজ্ঞাতা হও,—
কোন্ বৈশিষ্ট্য
কোন্ বৈশিষ্ট্যের
আপূরণী, আপোষণী, বৰ্দ্ধনদীপনী—
তা' নিৰ্দ্ধারণ ক'রতে শেখ,
কোন্ বৈশিষ্ট্যকে কী বিনায়নায়
শ্রেয়তপাঃ ক'রে তুলে
বিবৰ্ত্তনী বিবৰ্দ্ধনায়
অনুক্রমিত করা যায়,
তা' নির্ণয় ক'রে নিয়ন্ত্রিত কর—
সম্বৰ্দ্ধনী অনুপ্রেরণা দিয়ে ;
নারী-বৈশিষ্ট্য রজস্‌দীপী,
অভিযোজন-প্রবণ,
লালন-সংক্ষুধ,
ঋণাত্মক,
রিচী-প্রবণ ;
পুরুষ-বৈশিষ্ট্য পৌরুষ-বীৰ্য্যী,
সন্দীপনী প্রেরণা-প্রবণ,
অভিরক্ষণী,

ধনাত্মক,
ঋজী-প্রবণ ;
কোন্ নারী-বৈশিষ্ট্যের নিকট
কোন্ পুরুষ-বৈশিষ্ট্য
বর্ণানুগ অভিদীপনায়
শ্রেয়-আপূরণী ও উদ্বর্দ্ধনী,
তা' যা'তে সহজে বুঝতে পার,—
তোমার অভিধ্যায়িতা
নিরন্তর অভিনিবেশে
তা' আয়ত্ত ক'রে তুলুক ;
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
তেমনি ক'রে বিনায়িত কর—
যা'তে তা'রা অব্যাহত বর্দ্ধনায়
বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে পারে,
তোমার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মণ্যদেব
সার্থকতায় অভিনন্দিত হ'য়ে উঠবেন ;
ঈশ্বরই ব্রহ্ম,
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনার সম্বর্দ্ধনী অনুক্রমণ । ২৯৮ ।

মহতের অনুসন্ধান ক'রতে গেলেই
প্রথমেই চাই—
শ্রদ্ধোষিত সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণী তৎপরতা—
'ইতি' বা 'ইদং'-সম্বেগ নিয়ে,
সঙ্গতিশীল সম্বীক্ষণী
তৎপর অনুচর্য্যার সহিত,
অর্থাৎ তাঁ'কে জানতে হয়—
শ্রদ্ধোষিত প্রণিপাত-সম্বুদ্ধ পরিপ্রশ্ন
ও সক্রিয় সেবা-সমীক্ষায়
সঙ্গতিশীল বোধায়নী তাৎপর্য্যে ;

নইলে, ধারণা যদি অভিভূত হ'য়ে থাকে,
গ্রহণ-ক্ষমতা যদি অবশ হ'য়ে থাকে,
বোধি যদি সঙ্গতিহারা হয়,—
মহৎ-নির্দ্ধারণ
দুরূহই হ'য়ে ওঠে মানুষের কাছে ;
আর, অসৎ বা অসাধুর অনুসরণ করতে হয়—
অনুসন্ধিৎসু নেতি-দৃষ্টিতে,
তন্ন-তন্ন ক'রে
অর্থাৎ তৎ-ন, তৎ-ন ক'রে ;
যখনই দেখছ সব দিক দিয়ে—
বাস্তব সঙ্গতিশীল অনুক্রমণী তৎপরতায়
যে, এই নেতিকে
আর সমর্থন করতে পারছ না,—
তখনই সেই জায়গায়
অসৎ ব'লে সন্দেহ করতে পার,
সন্দেহ হ'লেও আরো দেখ,
আরো দেখেও যদি
এই নেতিকে প্রতিষ্ঠা করতে না পার—
সর্ব্ববিধ প্রমাণের সুসঙ্গতির
স্পষ্টতর সমাবেশের সহিত—
তখন নির্দ্ধারিত করতে চেষ্টা ক'রো—
কী জাতীয় অসৎ এটা,
যেমন ক'রে নির্দ্ধারণ করতে হয়,
তা' ক'রে
তবে তা'র ব্যবস্থা ক'রো,
উপযুক্ত বৈধী নিয়ন্ত্রণে তা' প্রয়োগ ক'রো ;
অসৎ-আক্রান্ত জীবনকে
অসৎ হ'তে মুক্ত ক'রে
যদি সৎ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পার,—
ধন্য তুমি সেইখানে। ২৯৯।

অষ্টানুচর্য্যা

১। প্রিয় পরিবেশ আমার !
সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মনিষ্ঠ, তপঃপ্রাণ হ'য়ে
তোমার যা'-কিছু আছে—সব নিয়ে
শ্রেয়তে অচ্যুত একানুরক্ত হ'য়ে চ'লো,
সেবা-সম্বর্দ্ধনাকে কেন্দ্র ক'রেই
তোমার জীবনের যা'-কিছু চলনা
সবই যেন নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে—
তাঁ'রই প্রীতি-পোষণী হ'য়ে,—
চাওয়া বা না-পাওয়ায় এতটুকু উত্ত্যক্ত না হ'য়ে।

২। তোমার স্বাভাবিক চলনা যেন
স্নেহল সেবাপ্রবণ হয়—
দক্ষ সন্ধিৎসু কুশল-কৌশলী হ'য়ে,
সবার সাথে একটা সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে।

৩। যে-কাজই কর না তা' যেন
ক্ষিপ্র, সুন্দর ও সুনিপুণ হয়,
ব্যবস্থিতির এমন সমাবেশ
সব সময় বজায় রেখে চ'লো—
যা'তে যে-প্রয়োজনই আসুক না কেন,
সাধারণতঃ তা' অতি সহজেই
সম্পন্ন করতে পার ;
আলস্য ও মানসিক অবসাদকে প্রশ্রয় দিও না—
সৌকর্য্য-নিষ্ঠ সন্দীপনায় তা'কে নিরোধ ক'রো।

৪। সব ব্যাপারেই সংগ্রহ, সংরক্ষণ
ও গোছালো-স্বভাবকে তাচ্ছিল্য ক'রো না—
তা' যে-কোন বিষয়েই হোক না কেন,
তোমার নিজের যা'
যেমন ক'রে দেখ—
অন্যের তা'ও তেমনি ক'রেই দেখো—তা'রই হ'য়ে।

৫। কথায়-কাজে সমীচীন সৌহার্দ্দ্য থাকে যেন,
স্নেহলদীপ্ত হয় যেন তা',

সহানুভূতি, সমবেদনা, প্রশংসা-স্ফুটিত
সক্রিয় সেবা
যা' মানুষকে সুস্থ ও সন্দীপ্ত ক'রে
স্বাস্থ্যকেও স্বস্তিমুখর ক'রে তোলে
তা'তে তীক্ষ্ন চক্ষু রেখে চলতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না—
তা' নিজের বেলায় যেমন, অন্যের বেলায়ও তেমনি ;
সদ্ব্যবহার যেন সত্তায় গাঁথা থাকে
সুষ্ঠু প্রীতি-অভিব্যক্তি নিয়ে,
কোথাও স্পষ্টভাষী হ'তে হ'লেও
মিষ্টভাষী হ'য়ো ;
প্রতিটি গল্প-গুজব, কথাবার্ত্তা,
এমন-কি, হাসি-মস্করা পর্য্যন্তও যেন
আদর্শ বা প্রেয়-সম্বর্দ্ধনী হয়—
বেশ ক'রে নজর রেখো।

৬। তোমার চলনার পথে
বাক্যেই হোক
ব্যবহারেই হোক
ও কর্ম্মেই হোক
কোন দোষ বা ত্রুটি থাকলে
অন্যে তা' ধ'রবার পূর্ব্বেই
নিজেই স্বীকার ক'রো তা',
অনুতপ্ত দীনতা নিয়ে
মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রো
এবং তৎক্ষণাৎ নিজেই
এমনতরভাবে মার্জ্জিত হ'য়ো
যা'তে আবার ঐ-রকম ফ্যাসাদে প'ড়তে না হয়।

৭। কুৎসিত বা অসৌষ্ঠব
যেখানেই যা' দেখবে
প্রীতি-পরাক্রমে তা' নিরোধ ক'রো—
যেন তা' সংক্রামক হ'য়ে

পরিস্থিতিকে নষ্ট ক'রতে না পারে,
তোমার ভর্ৎসনাও যেন
সমবেদনা-সম্বদ্ধ,
স্নেহল প্রীতি-উদ্দীপনাময়ী হয়—
তা'তে যেন অনুতাপ আসে,
আশান্বিত হ'য়ে ওঠে
কিন্তু আক্রোশ-সংক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে কেউ ;
লোকের দুর্ব্ব্যবহার যেন তোমাকে
দুর্ব্ব্যবহারপরায়ণ ক'রে না তোলে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, শীল ও সন্তোষকে
কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না,
অসুস্থ, উৎক্ষিপ্ত, ঈর্ষ্যান্বিত,
ব্যথিত, দলিত-অন্তঃকরণ যা'রা
তা'দের কাছে যেও—
ডেকে এনো—
সহৃদয়ী স্নেহসিঞ্চন-পরিচর্য্যায়
তা'দিগকে সুস্থ ও সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে
দেরী ক'রো না—দরদী দয়িতের মত ;
শুধু পরোক্ষতঃ মনগড়া ধারণা নিয়ে
কাউকে বিচার ক'রতে যেও না
অভিভূত হ'য়ে—
অবস্থা ও ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ না ক'রে।

৮। যে-দেওয়ায় মানুষ শ্রদ্ধাফুল্ল হ'য়ে ওঠে
তা'ই নিও,
আর, দিতে হ'লে ফুল্ল হ'য়েই দিও,
লোকপালী প্রয়োজন-ব্যতিরেকে
নিজের জীবন-চলনা, সুস্থি
ও সুচারুতার জন্য যা' প্রয়োজন
তা' হ'তে প্রয়োজনকে বাড়িয়ে নিও না—
তা'তে বিড়ম্বনাও পাবে—
ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠবে,

আর, যা' রাখতে হবে তা' অতিশয়
সাবধানে ও সযত্নে রেখো ;
এই "অষ্টানুচর্য্যা" চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তুলো,—
সুখী হবে তুমি ও তোমার পরিবেশও ;
আমি নিজে কেমনতর তা' জানি না,
তথাপি তোমাদিগকে
এমনতরই দেখতে ইচ্ছা করে,
পেতে ইচ্ছা করে,
উপভোগ ক'রতে ইচ্ছা করে । ৩০০ ।

যিনি তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পরম প্রেয় ও শ্রেয়,
তঁদর্থপরায়ণ হ'তে হ'লেই—
প্রথমেই তোমার ভাব ও চিন্তাকে
এমনতর দৃঢ় ক'রে নিতে হবে
যা'তে তোমার কথা ও আচার-ব্যবহারে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
তিনিই তোমার সব,
তোমার জীবনের সর্ব্বস্বই তিনি,
ভরদুনিয়ার সাথে
তোমার যা'-কিছু সংস্রব
তা' তাঁ'রই প্রয়োজনে,
আর তাঁ'কে নিয়ে,
তোমার কেউ নাই
এ-কথাটা ভাবা যেন
হাস্যোদ্দীপক হ'য়ে ওঠে তোমার কাছে,
এক-কথায় তিনি তোমার
সত্তার ভূমি, সম্পদ্ ও স্বার্থ ;
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অন্তঃকরণে
তাঁ'কে আর তাঁ'র সব যা'-কিছু বিষয়কে
বেশ ক'রে সুচিন্তিত মনে

নজরে রেখে চ'লো—
সসম্ভ্রম অনুধ্যায়িতা নিয়ে—
কাজে, কর্ম্মে, আলাপে, আলোচনায়,
সংগ্রহে ও প্রাজ্ঞ-সমর্থনে,—
যা'তে বুঝতে পার তিনি কী চান,
তাঁ'র কী প্রয়োজন ;
তাঁ'র বিষয়গুলির
অনুচর্য্যা-অধ্যুষিত সুসঙ্গত নিয়ন্ত্রণে
বোধিকে এমনতর বিন্যস্ত করতে চেষ্টা করবে—
যা'তে তোমার সত্তা ও সম্পদ্
সুস্থ সম্বর্দ্ধনায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে তাঁ'কে ;
এ তো দেখবেই,
তা'র সাথে,
তোমার আচার, ব্যবহার,
চলন, চরিত্র, বাক্য ও ভঙ্গীগুলিকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জ্জিত করবে
যা'তে তুমি তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পার
সর্ব্বতোভাবে—
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে ;
কখনও তা' করতে যেও না
তাঁ'র পছন্দ ব্যাহত হয় যা'তে,
তাঁ'র অধ্যবসায়ী অনুবর্ত্তন যেন
তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
মান, অভিমান, প্রত্যাশা, দ্বন্দ্ব, গর্ব্বেপ্সা,
কুণ্ঠা ও সঙ্কোচকে পরিহার ক'রে—
তাঁ'র তাড়ন ও পীড়নে অপরামৃষ্ট থেকে
কুশল, অনুচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে ;
তোমার প্রহরী অনুচর্য্যা
তীক্ষ্ন সন্ধিৎসায়
তাঁ'র নিজের ও তাঁ'র পরিবেশের প্রতি

এমনতর কর্ম্মঠ নজর রেখে যেন চলে—
যা'তে আপদ্, বিপদ্, দুঃখ ও দৈন্য
তোমার সাধ্যমত কিছুতেই
তাঁকে স্পর্শ করতেও না পারে,
এমনি ক'রেই
তোমার মন ও তা'র প্রবৃত্তিগুলিকে
সুচিন্তিত সার্থক সমাহারে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে থাকবে ;
এই সবের ভিতর-দিয়েই
তাঁর প্রীণন ও প্রতিষ্ঠায়
তোমার তপশ্চরণকে ব্যাপৃত ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে নিয়মিতভাবে
তাঁর নির্দ্দেশমাফিক
জপ-ধ্যানাদি যা' করণীয়
তা' ক'রেই চলবে—
প্রতিপাদ্য বিষয়ের গবেষণা
ও তথ্য সংগ্রহ-সহকারে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের সহিত
তাৎপর্য্য নির্ণয়ে—
সুসঙ্গত অর্থভাবনা নিয়ে,—
যা' তাঁতে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
মানসিক অন্ধতা, মানসিক বধিরতা ও ক্লীবত্বকে
সঙ্গে-সঙ্গে বিহিতভাবে
যা'তে তিরোহিত করতে পার—
প্রতিমুহূর্ত্তে নজর রাখবে সেদিকে ;
আবার, এই শ্রেয়-প্রীতি যেন
তোমাকে এমনতর ন্যায় ও পরাক্রমে প্রতিষ্ঠা করে—
অব্যাহত অভিদীপনায়
সুসঙ্গত কুশল-কৌশলী বোধি-তাৎপর্য্যে—
যা'তে সুনিষ্পন্ন কৃতিত্ব আহরণ ক'রে
তুমি তাঁকে অর্ঘ্য দিতে পার—

জীবনের অমরণ-অভিযান নিয়ে ;
তা'তে তোমার ঐ ব্যাপৃতি
যেন তোমার ঐ স্মৃতিপথকে
এমনতর খোলসা ও সুবিন্যস্ত ক'রে তোলে—
যা'তে ভ্রান্তি তোমাকে
স্পর্শ করতেও ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে ;
শক্ত-সাবুদ অনুক্রমায়
অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত
সশ্রদ্ধ সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
এমনি ক'রে চলতে থাক,
দেখবে, এই চলন তোমাকে একদিন
অহং-উত্তেজনাবিহীন
স্বতঃ-স্ফুরণী, সর্ব্বতোমহৎ বিক্রমে
প্রকৃতির প্রাকৃতিক আসনে
অধিরূঢ় ক'রে তুলবে—
তা'র অঙ্কশায়ী শিশুর মত—
ঐ প্রকৃতিরই শুশ্রূষু পরিচর্য্যায় ;
ইষ্টার্থপরায়ণতার
মরকোচী অভিযানই এমনতর । ৩০১ ।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ যিনি,
আচার্য্য যিনি,
শ্রেয় যিনি,
যিনি ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টপুরুষ তোমার,—
তাঁ'র জীয়ন্ত বেদীমূলে
অচ্যুত সশ্রদ্ধ সন্দীপনা নিয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার তপোনিষ্যন্দী পরিক্রমায়
ঐ ইষ্টতপাঃ হ'য়ে
তৎস্বার্থী হ'য়ে
তদর্থী উপচয়ী

বাস্তব ক্রিয়াশীল অনুধ্যায়িতার সহিত
আত্মবীক্ষণার সুসঙ্গত তৎপরতায়
বোধায়নী কুশলকৃতী সন্দীপনায়
তাঁতেই উপাসনা-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকলে,—
ক্রমশঃই তোমার সুসঙ্গত সার্থক
বৃত্তি-সংহতির ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
শ্রেয়তপী অনুবেদনার দক্ষ সুধীদৃষ্টি
অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে
ঈশিত্বের স্ফুরণ-তাৎপর্য্যে
একদিন ঐ অনুভব ও উপলব্ধির
সুসঙ্গত অনুবীক্ষণী সংহতির
উদ্দীপিত সংহিত সমীক্ষায়
তাঁতেই দেখতে পাবে—
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রাচীনদের
সুসঙ্গত তপোবিনয়নী সমাবেশের
সঙ্গতিশালিন্যে
ঈশ্বরের পরাৎপর অভিনিবেশ
কেমন ক'রে তাঁতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
তোমারই সম্মুখে
অসীমের সীমায়িত সসীম মূর্চ্ছনায়
একটা সাধারণ মানুষ-মূর্ত্তিতে
সব যা'-কিছুর কেন্দ্রস্থল হ'য়ে
দেদীপ্যমান স্মিত কায়ায়
তোমারই কাছে আবির্ভূত,
তিনি ছিলেন একদিন,
আছেনও এখন,
কাল তাঁকে অবচ্ছিন্ন ক'রতে পারে না,
তত্ত্বতঃও তাঁকে দেখতে পারবে,
সুসঙ্গত-সত্ত্বতঃও তাঁকে দেখতে পারবে,—
অসীমের সসীম

'অণোরণীয়ান্
মহতো মহীয়ান্'
পুলকপ্লুত মানুষেরই মতন
যা'-কিছু সব নিয়ে
আশিস্-লোচনে
তিনি তোমার দিকে চেয়ে আছেন,—
যে-প্রেরণা ঈশিত্বের স্ফুরণা নিয়ে
তোমাতে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে ;
সেই অস্ফুট বুকভরা অমৃত-স্ফুরণার
প্রস্ফুট প্রেরণা নিয়ে
তুমি ব'লে উঠবে—
"শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' ;
ঈশ্বরই সাধ্য,
ঈশ্বরই অমৃতস্বরূপ । ৩০২ ।

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-শ্রেয়োনিষ্ঠ হও,
তাঁকেই রক্ষা ক'রে চল সর্ব্বতোভাবে,
যা'-কিছু সবের ভিতরই
ঐই তোমার প্রেয় হ'য়ে উঠুক,
ঐ শ্রেয়ানুগ পন্থাই
তোমার জীবন-চলনার পথ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ রক্ষণশীলতার উপর দাঁড়িয়েই
যেখানে যেমন উদাত্ত বা উদার হওয়া সম্ভব
তা' হও,
সমস্ত জটিল যা',
সমস্ত কুটিল যা',
তা' অনুধাবন ও উপলব্ধি ক'রে
সুনিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যে এনে
শ্রেয়-অর্থী ক'রে তোল,
জীবনের প্রাণন-সম্বেগ ও সম্বর্দ্ধনাকে
ঐ পথেই উদ্গতিশীল ক'রে রাখ—

যুক্তিপ্রসন্ন সলীল তৎপরতায়,—
ভাবাবেগ ও ভাবানুকম্পিতার স্পন্দনে
স্পন্দিত ক'রে যা'-কিছুকে—
প্রীতি-আলিঙ্গন-নিবদ্ধতায় ;
ঐ তোমার অন্তর-উচ্ছলিত
বাক্-দীপনার অনুকম্পনে
আকম্পিত ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার জীবনের ঐ সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্য
পরম তৎপরতায়
তৃপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
কৃষ্টির অনুচর্য্যায়,—
ধর্ম্মকে ধৃতিপ্রবণ ক'রে,
সত্তাকে প্রাণন-সম্বেগী ক'রে
বিবর্ত্তনে প্রবর্দ্ধিত ক'রে ;
অন্তরের ঈশী-উন্মাদনা
আত্মপ্রসাদের উচ্ছল আবেগে
ফুটন্ত ক'রে তুলবে তোমাকে । ৩০৩ ।

যিনি প্রিয় তোমার,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
যিনি তোমার কল্যাণ-স্বার্থী,
তোমার উদ্বর্দ্ধনে যিনি
সম্বর্দ্ধনার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন,—
শুভ-সমীক্ষায় তোমার প্রতি তিনি
যেমন ব্যবহারই করুন,
আপাতদৃষ্টিতে তা' যদি তোমার
স্বার্থবিরোধীও মনে হয়,
তা'কে কখনও
অভিমানদীর্ণ সন্দেহের চক্ষে
অন্তর-বেদনার সংঘাত ব'লে মনে ক'রো না ;
কারণ, তোমার হ্রস্বদৃষ্টিতে

যা'কে স্বার্থ ব'লে মনে করছ,
শুভদ ব'লে মনে করছ,—
তাঁ'র দীর্ঘ দৃষ্টিতে
তিনি হয়তো তা'কে
তোমার স্বার্থবিরোধী বা অশুভকর ব'লেই
বিবেচনা করছেন বা দেখছেন,
যা'কে স্বার্থ-বিবেচনায়
প্রত্যাশা-পরবশ হ'য়ে
লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে অনুসরণ করছ,
তাঁ'র নিয়মন হয়তো তোমাকে
ব্যর্থই ক'রে তুলতে পারে সেখানে,
তিনি বোঝেন—
এ ব্যর্থতা তোমার
উত্তরকালে
উপচয়ী সার্থকতা-সমন্বিত হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, অমনতর অবস্থায়
ঐ ব্যর্থতাই
তাঁ'রই মঙ্গলপ্রসূ অবদান ;
ধ'রে থাক,
অনুসরণ কর,
ক'রে-চ'লে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
প্রাপ্তি
স্মিত আলিঙ্গনে
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবেই ;
ব্যথিত হ'য়ো না,
বিরক্ত হ'য়ো না,
নন্দনাকে ব্যাহত ক'রে তুলো' না,
ওঠ, ধর, চল,
ঐ শ্রেয়-অর্থী যা'
সুনিষ্ঠ সুসঙ্গত সৌষ্ঠবের সহিত
তা'কে সর্ব্বতঃসুন্দরে ত্বরিত নিষ্পন্ন কর,

ব্যর্থ, ব্যাহত প্রত্যাশা তোমার
আশার আলোকে
বিভব-বিভূতিতে
বিভূষিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বর চির-বরেণ্য,
চির-সুন্দর । ৩০৪ ।

তোমার প্রিয়পরম ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
শ্রেয়-প্রেয় বা আচার্য্য ব'লে
যদি কেউ থাকেন,—
যাঁ'র জীবন ও ব্যক্তিত্ব
তোমার জীবনে
মুখ্য কেন্দ্র ব'লে পরিগণিত,—
তাঁ'র কাছে তোমার মান-অভিমান,
আত্মমর্য্যাদা, দাম্ভিক অহঙ্কার,
স্বার্থ-প্ররোচনা—
সবগুলি যদি একদম চুরমার ক'রে
তাঁ'রই অনুচর্য্যী উন্নয়নে
আত্মবিনায়ন-তৎপর হ'য়ে না চল—
তাঁ'রই প্রীণন-তর্পণায়
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট-বিনায়নায়,
তাঁ'র আদর, সোহাগ,
ভর্ৎসনা, তাড়ন, পীড়ন
যা'-কিছুকে মেনে নিয়ে,
অশুভ বা অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
ইষ্ট-নিয়মনায় নিয়মিত ক'রে,—
তাঁ'কে তোমার জীবনের অর্থ ক'রে নিতে
পারবে না,
কিছুতেই আপনার ক'রে নিতে পারবে না ;

আর, আপনার ক'রে না নিতে পারলে
সার্থক প্রীণন-পরিতৃপ্তিও
তোমার ব্যক্তিত্বে
ব্যাপন-বিনায়নায়
ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তোমার সত্তা শ্রেয়-বিনায়নে
প্রীণন-তর্পণায়
তাঁকে যত অভিষিক্ত ক'রে
পোষণ-পরিচর্য্যায়
প্রসন্ন ক'রে রাখতে পারবে—
উন্নতি-উৎসারণায়
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়,—
তুমিও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে ততই,
শুভসিক্ত অন্তঃকরণ নিয়ে
বিক্ষোভ বিনায়িত ক'রে
আত্মপ্রসাদে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকবে
তেমনি ততই ;
আর, এই চলনাকেই
আত্মোৎসর্গ ব'লে থাকে,
যে-উৎসর্জ্জন মানুষকে
উন্নতি-উৎসারণী ক'রে
পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতিতে
তা'র বোধ ও ব্যক্তিত্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে
ক্রমশঃই
উদাত্ত অনুবেদনায়
তা'র ঐ ব্যষ্টিব্যক্তিত্বকে
সুকেন্দ্রিক উন্নয়নে
সমষ্টি-ব্যক্তিত্বে বিস্তৃত ক'রে তোলে ;
বোধি-বিনায়িত ধৃতি-মুখর
কৃষ্টি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
মানুষ অমনতরই ব্যক্তিত্বে

বিনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকে ;
এমনি ক'রেই সে
ধারণ-পালনী তৎপরতায় প্রবৃদ্ধ হ'য়ে
নিজ সত্তাকে সুধী-সন্দীপনায়
ঈশিত্বের উপাসনায়
ব্যাপৃত ক'রে তুলে'
যা'-কিছু সব নিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে
ঐ প্রিয়পরমে—
উদয়নী অনুকম্পার ভিতর-দিয়ে ;
আর, এমনি ক'রেই
জীবন হ'য়ে ওঠে সার্থক—
অর্থান্বিত ;
ঈশ্বর সবারই পরমার্থ । ৩০৫ ।

তোমার বরেণ্য বা শ্রেয় যিনি,
এমনতর কাউকে
যদি আপনার ক'রে নিতে চাও,—
তবে, সাত্ত্বিক ধৃতি-অনুগ
দক্ষ-নিয়মনকুশল হ'য়ে
তাঁ'র আদর্শ ও চিত্তবৃত্তি-অনুগ হ'য়ে
তাঁ'র স্বার্থ ও মর্য্যাদাকে
নিজের স্বার্থ ও মর্য্যাদা ক'রে নিয়ে চলতে হবে,
আর, তাঁ'র জন্য
নিজের প্রবৃত্তি-অনুগ চাহিদাগুলিকে
মুখ্যতঃ ত্যাগ ক'রে
তদনুশ্রয়ী আপূরণী চলনে
তোমাকে চলতে হবে—
নিজের চাহিদাকে প্রখর ক'রে না তুলে ;
বরং তাঁ'র জন্য
সেগুলিকে যদি জলাঞ্জলি দিতে হয়—

তা'ও দিতে হবে ;
ফলকথা, সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'র আদর্শ, জীবন ও স্বার্থের
অন্বিত-সঙ্গতির শুভচলনায়
নিজে চ'লে
তাঁ'রই পোষণ-পূরণী পরিচর্য্যায়
নিজেকে নিরত ক'রে তুলতে হবে ;
সর্ব্বতোমুখীন অনুচলনে
এই চলনায় চ'লে
যতই তুমি তাঁ'র
শুভ-আপূরণী হ'য়ে উঠতে পারবে,—
তিনিও তোমাকে সরাসরিভাবে
ততখানি আপনারই ক'রে নিতে থাকবেন ;
তুমি না ক'রে
তাঁ'র অনুচর্য্যায়
নিজেকে যতই
আপালিত বা আপূরিত ক'রতে চাও,
তুমি ভার হ'য়ে উঠবে ততই তাঁ'র,
তোমার প্রবৃত্তি ও চাহিদাগুলিও
বিপরীত পথ নিয়ে
তাঁ'র স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনায়
সংঘাত সৃষ্টি করতে থাকবে,
ফলে, তিনিও তোমাকে
যতখানি এড়িয়ে থাকতে পারেন—
তা'র চেষ্টা করবেন,
যা' তোমার নিজের বেলায়ও
স্বাভাবিকভাবে হ'য়ে থাকে ;
তোমার প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে
তিনি যদি তা' না-ও করেন,
তোমার সব অত্যাচার যদি
তিনি হাসিমুখে সহ্যও করেন—

তা'তে তোমার কোন লাভ নেইকো,
যদি তাঁ'র প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে উঠে'
তুমি নিজেকে না শোধরাও,
ঐ অমনতর চলনা
ঐ আপালনী ব্রত হ'তে
তোমাকে নিরস্তই ক'রে তুলতে থাকবে,
তুমি দূরেই স'রে যেতে থাকবে তাঁ'র থেকে,
এক-কথায়, তুমি তাঁ'র
আপনার হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
যতই আপনার হ'য়ে উঠতে না পারবে,—
অন্তর তোমার
ততই ফাঁকা হ'য়ে
চারিদিকের আবর্জ্জনায়
বাত্যা-পীড়িত তৃণের মতন
ইতস্ততঃ ভূত হবার আকূতি নিয়ে
ক্ষোভ-বিদগ্ধ অন্তঃকরণে
কত কীই যে করতে থাকবে—
তা'র ইয়ত্তা নেই ;
তাই, যদি তৃপ্তিই চাও,—
সর্ব্বতোভাবে বরেণ্য যিনি
বা শ্রেয় যিনি তোমার,
খোলা অন্তঃকরণে
তদনুচর্য্যী আত্মনিয়মনে
পোষণ-পালন-নিয়ত হ'য়ে
তাঁ'কে নিতান্তই আপনার ক'রে নাও—
আধায়নী-সম্বেগ নিয়ে,
সুখী হবে ;
শুধু শ্রেয় কেন,
যা'কেই তুমি আপনার ক'রে নিতে চাও,—
সেখানেই তোমাকে
অল্প-বিস্তর অমনতর চলনায় চলতে হবে—

নিজেকে ও তা'কে
আদর্শানুগ অনুনয়নে চলৎশীল রেখে । ৩০৬ ।

তোমার আশ্রয়ী অনুপোষক যিনি,
ধৃতি যিনি তোমার,
সশ্রদ্ধ, সক্রিয় তৎপরতায়
অচ্যুত আনতিতে
অটল আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
তাঁতে যোগনিবদ্ধ হও,
তিনিই তোমার শ্রেয়,
তিনিই তোমার প্রেয় ;
প্রত্যাশালুব্ধতা নিয়ে
বৃত্তি-খেয়াল-লুব্ধ আকাঙ্ক্ষায়
তাঁতে অন্তরাসী হ'য়ে
যদি তাঁর অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চল,—
তাঁর অনুকম্পী অন্তর
তোমার অন্তরে স্থিতিলাভ করবে না ;
তাই, তাঁর কাছে চাইতে যেও না—
প্রবৃত্তির লুব্ধ প্রত্যাশা নিয়ে ;
তোমার সাত্ত্বিক সংশ্রয়ী অনুচর্য্যা
তাঁতে প্রীতি-অবদান-উচ্ছল হ'য়ে
যদি সহজ হ'য়ে ওঠে,—
তা'তে তোমারও তৃপ্তি,
তাঁরও আত্মপ্রসাদ ;
আর, এ হ'তে বিরত হ'য়ে
তোমার নিজ স্বার্থ-অনুসেবনার
লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে
যতই তাঁর দিকে এগুবে,—
তোমার প্রতি তাঁর বিরাগও
তেমনি দৃপ্ত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, চর্য্যাহীন চাহিদা

বিরক্তিরই আমন্ত্রক,
তাই, নিজ দায়িত্ব নিয়ে
তাঁ'র অনুচর্য্যী অনুকম্পা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে—
জাগ্রত তৎপরতায়
দৈনন্দিন তাঁ'র জন্য আহরণ কর,
আর, তৃপ্ত অনুচর্য্যায়
তাঁ'র তুষ্টি ও স্বস্তিপোষণায়
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি ক'রেই তা' ব্যবহার কর ;
তুমি সক্রিয়-অনুধ্যায়ী অবলোকনা নিয়ে
তাঁ'রই উৎসৃজী ব্যক্তিত্বে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও বিন্যস্ত ক'রে তোল ;
তোমার নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য-সাধনে
করণীয় যা'
তাঁ'রই স্বার্থ ও উদ্দেশ্য-নিবন্ধনায়
তদুৎকর্ষী আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তৎসিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
সুসঙ্গত বিন্যাসে
সেগুলিকে নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা কর ;
এমনি ক'রেই
আহারে-বিহারে, সাজ-সজ্জায়, মন্ত্রণা ইত্যাদিতে
তুমি তাঁ'রই অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে চল—
সুকেন্দ্রিক-সুনিবদ্ধ শ্রেয়ার্থ-দীপনায় ;
আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠো না,
তুমি প্রিয়-প্রতিষ্ঠায় প্রকৃষ্ট হ'য়ে ওঠ ;
তাঁ'র প্রীতি-প্রয়োজনই
তোমাকে অঢেল ক'রে তুলুক,
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
তোমার আচার, বিচার, বাক্য, ব্যবহার,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না
সবই যেন

ঐ ইষ্টানুগ চর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
প্রেয়ানুগ হ'য়ে ওঠে ;
ফল কথা,
তাঁ'র ভার হ'তে যেও না কখনও,
তুমি তাঁ'র ভার গ্রহণ কর—
স্বতঃস্বেচ্ছ তৃপ্তিপ্রদ অনুবেদনা নিয়ে
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে ;
দেখে-শুনে যতই চলতে পারবে,—
ভাল থাকবে ততই ;
মোক্‌থা কথায়—
এমনতর কিছু ব'লো না বা ক'রো না,
যা' তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অপলাপ করে
বা তা'তে বিপাক সৃষ্টি করে,
তৎ-প্রতিষ্ঠাপ্রবণ হ'য়ে ওঠ,
তদ্‌ভরণশীল হও,
তৎ-তৃপণায় আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,
তাঁ'র অন্যায়-অপবাদে, বিপাকে, বিড়ম্বনায়—
কুশল-কৌশলী তৎপরতায়
নিরোধ সৃষ্টি কর ;
ঈশ্বরই প্রীতি-উৎস,
ঈশ্বরই প্রাণন-প্রতিষ্ঠাতা,
তিনিই সৃজন-সম্বেগ,
ক্ষেম-স্রোতা তিনিই । ৩০৭ ।

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি তোমার,
তাঁ'কে যদি তুমি
প্রত্যাশামাফিক পেতে চাও,
উপভোগ করতে চাও,—
তা' কিন্তু হ'য়ে ওঠা একপ্রকার অসম্ভবই ;
আর, তিনি যদি নিজেকে

তোমার চাহিদামাফিক উপলক্ষ্য ক'রে
নিয়ন্ত্রিত বা বিনায়িত ক'রে তোলেন,—
তা' তোমার পক্ষে,
তোমার বিবর্ত্তনার পক্ষে
একটা বিরাট লোকসান,
তুমি সংকীর্ণতা-সঙ্কোচনার দিকেই
ক্রমশঃ অগ্রসর হ'তে থাকবে,
আর, সুখীও হ'তে পারবে না কিছুতেই ;
তোমার বোধি-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব,
চারিত্রিক অভিব্যক্তি,
আত্মপ্রসাদী উপভোগ,
প্রসারণী নন্দনা—
সবই ঐ অমনতরই হ'য়ে চলবে ;
আর, তোমার উৎকণ্ঠ আগ্রহ-আবেগ
তোমার নিজেকে যদি
তাঁ'রই উপভোগ্য ক'রে নন্দিত হ'তে চায়—
তৃপণার তর্পিত ছন্দে,
সন্ত্রস্ত অনুদীপনা নিয়ে,
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণী তৎপরতায়,—
তুমি কেমন ক'রে তাঁ'র উপভোগ্য হ'য়ে উঠবে—
এটাকেই ধী ও ধৃতি-সহকারে
বোধিবীক্ষণায় দেখে-বুঝে
নিজেকে তেমনতর ক'রেই যদি নিয়ন্ত্রিত কর,—
তোমার বিবর্ত্তনী সম্বেগ
সর্ব্বতোভাবে
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিতই করতে থাকবে,
তুমি ক্রমশঃই
বর্দ্ধনার ধৃতিদীপনা নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
শ্রেয়-পদক্ষেপে বিবর্ত্তিত ক'রেই চলতে থাকবে,

তোমার চারিত্রিক চতুর-দীপনা
নানা রঙ্-বেরঙে বিকীর্ণ হ'য়ে
তাঁকে তো তৃপ্ত ক'রে তুলে চলবেই,
তা' ছাড়া আরো,
তোমার পরিবেশকেও
ঐ ধী ও ধৃতির অনুশাসনে
চারিত্রিক দ্যুতি-বিকিরণায়
স্মিত সোহাগ-নন্দিত তর্পিত ছন্দে
উল্লসিত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকের অস্তিবৃদ্ধিকে
প্রদীপ্ত পরিবেদনায়
উৎকর্ষ-অনুপ্রেরণায়
ঐ অমনতরই যোগ্যতার যাগ-নন্দনায়
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে—
প্রকৃত প্রীতির
ছন্দায়িত ছান্দোগ্য-বন্দনায়,—
তুমি বিভান্বিত হ'য়ে উঠবে ;
তুমি পুরুষই হও,
আর নারীই হও,
তোমার কাম্য যদি অমনতরই,
আকণ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে
আগ্রহের হোমদীপনায়
নিজেকে অমনতর বিনায়িত ক'রে চলতে থাক,—
শত বেদন-বিক্ষোভের ভিতরও
স্বস্তি ও শান্তি
আশিস্-উচ্ছল দীপালী সজ্জায়
বরণ-বিভূতিতে
বরেণ্য ক'রে তুলবে তোমাকে ;
যাঁকে চাও—
তাঁকে ধর,
তাঁর অনুচর্য্যানিরত হও,

তাঁর উপভোগ্য হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বতোভাবে,
প্রাপ্তি অঢেল হ'য়ে
পারিজাত-সজ্জায়
তোমাকে বন্দনা করবে ;
ঈশ্বরকে তোমার মত ক'রে যদি চাও,—
তুমি আরো সংকীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
আর, ঈশ্বরের পূজার বরণ-দীপিকা হ'য়ে
যদি তাঁ'রই আরতি-নিয়ন্ত্রণে
নিজেকে পূজার অর্ঘ্য ক'রে তোল,
তাঁ'র উপভোগ্য হ'য়ে ওঠ,—
তোমার অমনতর হওয়াই
প্রাপ্তিকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর প্রাপ্তিরই ছান্দোগ্য-সঙ্গীত। ৩০৮।

যে-ভাবানুবেদনা নিয়েই
তুমি প্রেরিতপুরুষোত্তমে
অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে থাক না কেন,—
তুমি যদি সেই ভাবানুগ অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
নিজেকে সার্থক সুবিন্যাসে
বাস্তবভাবে সুসঙ্গত ক'রে
তাঁ'রই নন্দনায় আত্মনিয়মন ক'রে
তৎস্থ না হ'য়ে ওঠ,—
তাঁ'র পরিরক্ষণী, পরিপোষণী, পরিপূরণী
কর্ম্ম-তৎপরতায় নিজেকে নিযুক্ত ক'রে
ঐ ভাবানুগ পরিচর্য্যায়
তৃপ্ত, দৃপ্ত ও তদ্‌বিভাবিভূতিসম্পন্ন হ'য়ে না ওঠ—
বাস্তব অভিব্যক্তিতে,
বিক্ষোভী দুঃখদহনকেও ম্লান ক'রে—
অতিক্রম ক'রে

রাগবিভূতির অনুদীপনায়,—
তা'হলে ঐ ভাব ঘনায়িত হ'য়ে
তোমাকে সুনীত, সুব্যবস্থ
ক'রে তুলতে পারবে না,
আর, পাবেও না তাঁকে তুমি তেমনি ক'রে ;
বিক্ষুব্ধ প্রত্যাশার প্ররোচনা নিয়ে
শুধুমাত্র ভোগলিপ্সু আবেগে
যতই তাঁকে পেতে যাবে,—
তুমি বঞ্চিত হবে ততই,
এই বঞ্চনা
কতকাল যে তোমার অনুসরণ করবে
তা'র ইয়ত্তাই নেই,
যদি নিয়ন্ত্রিত না হও,—
তুমি তাঁকে পাবে না,
আবার, একটা বিকৃত, ব্যাভিচারী অনুশ্রয়কেই
হয়তো সেই তিনি ব'লে মনে করবে—
একটা কাচখণ্ডের জলুসপূর্ণ ঝিকিমিকি দেখে ;
ঐ আত্মস্বার্থী অনুবেদনা
তোমাকে জোনাকি-জলুসে বিভ্রান্ত ক'রে
তমসার ক্ষুব্ধ বিড়ম্বনায়
লুব্ধ সংঘাতে
আপসোসের আগুনে
জীয়ন্তেই ভস্মাচ্ছন্ন ক'রে
বিদ্রূপ ক'রে চলবে—
বেদনায় নানা বিকার সৃষ্টি করতে-করতে ;
আর, প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়েই যদি
ঐ তাঁ'রই কাছে থাক,—
তাঁ'র অজচ্ছল অনুগ্রহও
তোমার ঐ সংকীর্ণ আত্মস্বার্থী অনুবেদনাকে
অতিক্রম ক'রে
বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে তুলতে পারবে না তোমাকে,

তাঁ'র অনুগ্রহ যতই পাবে,—
প্রবৃত্তির ব্যর্থ বিড়ম্বনায়
দহনদীপনায়
তা' খরচ ক'রে ফেলবে,
তোমার ঐ ধৃতিই তোমাকে ক্লিষ্ট ক'রে তুলবে,
সিন্ধুকূলেও তোমার জলাভাব ঘুচবে কিনা সন্দেহ ;
তাঁ'কেই যদি চাও,—
তাঁ'র প্রতি তেমনতরই হও,
আর, হ'তে হ'লে
যেমন ক'রে
তাঁ'র সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার হোম হ'তে হয়,
নিজেকে তা'ই ক'রে ফেল,
দিগ্‌বলয়
মলয় লাস্যে তোমাকে আলিঙ্গন ক'রবে,
জ্যোতিষ্মান আলোক-চুম্বনে
ফুল্ল ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বর জীবন,
ঈশ্বরই দীপ্তি,
আর, তাঁ'রই পরিতৃপ্তি-পরিভৃতি
ও সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচর্য্যাই
তোমার পরম সোহাগ । ৩০৯ ।

ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত যিনি,
যিনি প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
ঈশ্বরের জীয়ন্ত আশিস্-বিগ্রহ যিনি,
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বতঃই,
কিংবা তদ্-অনুরাগ-নিষ্যন্দী
আত্মবিনায়নী অনুশীলনায়
নিজেকে যোগ্য ক'রে তুলেছেন—
এমনতর আচার্য্য যিনি,
তাঁ'তে ভজনানন্দ-অনুবেদনা নিয়ে

ভাব-নিবন্ধ হ'য়ে ওঠ,
আর, অমনতর চলনচর্য্যার অনুশীলনে
নিজেকে বিনায়িত করতে থাক—
ঐ সুকেন্দ্রিক ভাব-অনুবন্ধ অনুকম্পিতা নিয়ে
লোক-অনুচর্য্যী হ'য়ে ওঠ—
ঐ পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে,
বাক্যে-আচারে-ব্যবহারে ;
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে প্রতিপ্রত্যেকেরই
অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণ-কেন্দ্র হ'য়ে চলতে থাক—
যত পার—বাস্তব কর্ম্মে,—
তোমার অভাব
ভাবে ভরপুর হ'য়ে
বিভবে বিপুল হ'য়ে উঠবে ;
দুঃখ-দুর্দ্দশার চিন্তায়
নিজেকে যতই জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে,—
দুঃখ-ধুক্ষাই তোমাকে পেয়ে বসবে,
আর, ঐ অভিভূতি
সঙ্কীর্ণ-স্বার্থী ক'রে
অভাব-অনুধ্যায়ী ক'রে তুলবে তোমাকে ;
তাঁ'র ঐ অনুপ্রেরণী একটি নিদেশও
যদি জীবনে প্রতিফলিত ক'রে তোল—
বাক্যে-ব্যবহারে-আচরণে,—
পরমার্থ
প্রাণন-অভিসারে
তোমাকে আলিঙ্গন করবে ;
ঈশ্বরই পরম দৈবত,
ঈশ্বরই পরমার্থ,
ঈশ্বরই ভাববিভব । ৩১০ ।

ধোঁয়াটে রহস্যের অভিযাত্রী হ'য়ে
তুমি যদি ঈশী তাৎপর্য্যকে

অনুভব করতে চাও,—
তোমার বোধিবীক্ষণা
আরো কুয়াসার সৃষ্টি ক'রে
সে আশাকে বিদ্রূপই করতে থাকবে ;
শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
সক্রিয় অনুচর্য্যী তৎপরতা নিয়ে
তোমার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিতে বিনায়িত ক'রে চল—
ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ-এর
পরস্পর বিরুদ্ধতার
সার্থক কেন্দ্র হ'য়ে ;—
আত্মিক অভিনিবেশ
সামঞ্জস্যের
সুকেন্দ্রিক সার্থক-সমীচীনশালিন্যে
দ্যুতিবিকিরণ ক'রে
সার্থক ব্যক্তিত্বে উপনীত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
আর, তা'র মূল উৎসই হ'চ্ছে—
শ্রেয়কে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
একান্ত আপনার ক'রে তোলা—
অনুচর্য্যী অনুবেদনার অনুরঞ্জনায়
নিজেকে সুবিনায়িত ক'রে,
দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকটিকে
সেই তাঁ'রই সম্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখে
সমীচীন সঙ্গতির
সম্ভ্রমাত্মক অনুগতি নিয়ে
ঐ শ্রেয়-সার্থকতাতেই অনুরত হ'য়ে ওঠ,
আর, এমনতর এই চলনই ব্রাহ্মী তপঃ। ৩১১।

তুমি তৃপ্ত থাক,
সন্তুষ্ট থাক তুমি,—

সক্রিয় শ্রেয়কেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিজের প্রাণন-সম্বেগকে
উদ্দাম অবাধ-উচ্ছল ক'রে
শ্রেয়-নিরতির জাগরণ-দীপনা নিয়ে ;
আর, ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে চল—
আগ্রহ-মাতাল অনুকম্পা নিয়ে,
অর্জ্জন-নিরতির আতিশয্যে,
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
ঐ শ্রেয়ার্থে
অন্বিত-সঙ্গতির সার্থক অনুদীপনায়
বিনায়িত করতে,
আর, ঐ বিনায়নী আত্মপ্রসাদে
নিজেকে আরো-আরোতে
উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলতে—
আগ্রহ-মদির উদ্দীপনায় ;
এমনতরই তৃপণার অব্যর্থ ক্ষুধা নিয়ে
উদ্দীপ্ত আতুর-অনুকম্পায়
ঐ শ্রেয়-আলম্বন-নিবদ্ধ রেখে
উত্তাল উদ্যমী সার্থক-অর্জ্জনমুখরতায়
নিজেকে ব্যক্ত ক'রে তোল—
সার্থক ক'রে ঐ শ্রেয়প্রতিষ্ঠাকে,
নন্দিত ক'রে
প্রত্যেকটি হৃদয়ের জীবনদোলাকে,
আরোতে উদ্দাম ক'রে তুলে প্রতিপ্রত্যেককে ;
আর, এই এমনতর চলাই হ'চ্ছে—
শ্রেয়ানুকম্পী, শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ
শ্রেয়-দীপনার
শ্রেয়নন্দনী আত্মপ্রসাদ ;
তাই, শ্রেয়-স্রোতা হ'য়ে
শ্রেয়-তরঙ্গে আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে
বীচিমালার

উৎক্ষেপ-নিবন্ধনী বোধদীপনাকে
জাগ্রত ক'রে
নিজেকে অমৃতের পথে উধাও ক'রে তোল—
অমৃত পরশে
নিজের জীবনের অমর-উদ্দীপনায়
সবারই অন্তরে
অমৃত-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ক'রে,
আর, এই তৃপ্ত আকুলতার
সাম-সঙ্গীতই হ'য়ে উঠুক
তোমার শ্রেয়-পূজার সমিধ-আহরণ,
আর, এইতো জীবনের সার্থকতা,
অমৃতময়ী প্রাণন-মদির
উত্তাল-উদ্গমী অভিযান,—
যা'র প্রতি-পদক্ষেপে স্বস্তির কলকাকলী
স্বতঃ-স্রোতা নন্দন-প্রসাদে
ডেকে-ডেকে চলে । ৩১২ ।

নিজ অন্তরের দিকে নজর রাখ—
শ্রেয়কেন্দ্রিক সম্বেগ নিয়ে,
যদি চাও,
নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে সহজেই—
দোষত্রুটিগুলিকে বিনায়িত ক'রে ;
যা'র আত্মনিয়ন্ত্রণ নাই,
সে নিজেকে
বিনায়িতও ক'রতে পারে না তেমনতর,
বোধ ও ব্যক্তিত্বও
বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠে না তা'র । ৩১৩ ।

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমের
অনুসরণ, অনুচর্য্যা
ও উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী তপোনিরত হ'য়ে

তৎস্বার্থী হ'য়ে
তাঁর সঙ্গ ও সাহচর্য্যলাভ ক'রেও
ঈশ্বরকে অনুভব ও উপভোগ করতে পারলে না,
তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন প্রেরিত যাঁরা—
তাঁর ভিতর
তাঁদিগকে অনুভব করতে পারলে না—
বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে,
শুভ-সন্দীপী অনুবেদনায়,
শ্রদ্ধোষিত রাগদীপনায়,—
তা'র মানেই
তুমি যা'ই ক'রে থাক না কেন,
তুমি তৎস্বার্থী হ'য়ে ওঠনি,
যা' করেছ—
তা'র ভিতর-দিয়ে নিজের প্রবৃত্তিরই
অনুসরণ ক'রে চলেছ,
তাঁর ঐ মূর্ত্ত ব্যক্তিত্বের দীপন-সম্ভারে
ঐ প্রবৃত্তিগুলিরই খোরাক জুগিয়েছ,
তাঁকে ভাঙ্গিয়ে তুমি খেয়েছ.
তোমাকে ভাঙ্গিয়ে
তোমার আত্মনিবেদনে
তদুপচয়ী অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে
তৎপোষণায় আত্মনিয়োগ করনি ;
যে ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তমকে
ব্যক্ত মূর্ত্তিতে দেখেছে,
তাঁর সঙ্গ-সাহচর্য্য ক'রেছে,
আত্মনিবেদনে তৎস্বার্থী হ'য়ে চলেছে,
নিজেকে তত্তপাঃ ক'রে তুলেছে,—
সে ঈশ্বরকেও উপলব্ধি করেছে ;
তুমি এখনও তৎ-শ্রদ্ধোষিত
অচ্যুত অনুরাগ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
তত্তপাঃ হ'য়ে

আত্মনিয়মনে নিজেকে বিনায়িত ক'রে
তাঁ'র সঙ্গ কর,
অনুসরণ কর,
তৎকর্ম্মনিরত হ'য়ে ওঠ—
স্বার্থ-প্রত্যাশারহিত হ'য়ে,—
ঈশী-সন্দীপনা তোমার কাছে
প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে
ঐ প্রেরিত পুরুষোত্তমের ব্যক্ত মূর্ত্তিতেই ;
সার্থক হবে,
তৃপ্তি পাবে,
শান্তি, স্বস্তির অধিকারী হবে ;
ঈশ্বরই শান্তি,
ঈশ্বরই স্বস্তি,
ঈশ্বরই সত্তার সত্ত্ব । ৩১৪ ।

জন্মগত কুলশীল-মর্য্যাদাসম্পন্ন
কর্ম্মকুশল, সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যবান—
এমনতর শ্রেয় যিনি,
অচ্যুত অর্থাৎ অবিচলিত হ'য়ে
নিরন্তরতায়
অন্তরাস-নিবন্ধ হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
চিন্তায়, বাক্যে ও শারীর-অনুপ্রেরণা দিয়ে
কর্ম্মঠ অভিব্যক্তি নিয়ে
তাঁ'র স্থিতি ও স্বার্থ-অনুচর্য্যায়
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ—
নিজের স্বার্থে একবিন্দুও ক্ষুধাতুর না হ'য়ে,
এমন-কি, নিজের জীবন, উপভোগ ও বর্দ্ধনাকেও
সেই স্বার্থে স্বার্থান্বিত ক'রে তোল,
তাঁ'রই সংস্থিতি, স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাই
তোমার অস্তিত্বের সার্থকতা হ'য়ে উঠুক ;
তাঁ'রই সত্তাপোষণী স্বার্থ-সংরক্ষণী অভিযান

তোমার কল্পনায়, বাক্-চাতুর্য্যে
কুশল কর্ম্ম-তৎপরতায়
সুসঙ্গতি নিয়ে অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
যা'-কিছু প্রবৃত্তি, যা'-কিছু নিবৃত্তি
তোমার অন্তঃকরণের
যা'-কিছু আশা, ভরসা, লিপ্সা ও অনুবেদনা
তাঁ'রই সত্তা ও স্বার্থের
সার্থক সুসঙ্গত সন্দীপনা নিয়ে
সুনিষ্পন্নতায় কৃতার্থ হ'য়ে উঠুক—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার উদ্ভাবনী তাৎপর্য্যে ;
এমন-কি, দুঃখকষ্ট, আশাভঙ্গ,
অতৃপ্তি যা'-কিছু
তা'কেও তাঁ'রই উপচয়ী নিষ্পন্নতায়
তৃপ্ত ক'রে তোল ;
আর, এই সুকেন্দ্রিকতা যা'র যেমনতর,—
সে তেমনতর সাধুপ্রকৃতিসম্পন্ন,
বা সাধ্বীও সে তেমনতর,
বোধি তা'র তেমনি সুসঙ্গত,
কর্ম্মও তেমনি তা'র সুদক্ষ,
লক্ষ্যও তেমনি তা'র একাগ্র,
উদ্দেশ্যও তেমনি তা'র সৎ,
ব্যক্তিত্বও তেমনি তা'র পবিত্র ;
বংশানুক্রমিক এমনতর চলনে
শারীরিক কোষগুলি
বিশিষ্টভাবে আবর্ত্তিত হ'য়ে
বিবর্ত্তিত সত্তায় সঙ্গতিলাভ করে,
চিন্তা ও মানসিক সম্বেগও
সঙ্গে-সঙ্গে অমনতর হ'তে থাকে,
ফলে, ঐ সুসঙ্গত বিন্যাস-সম্বুদ্ধ
স্বাতন্ত্র্যশীল কোষ-সমন্বিত সত্তার ভিতর-দিয়ে
যে-জাতকের আবির্ভাব হয়,

সেও ঐ বিশেষত্বেরই
নানারকম উদ্গতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলে—
যদি ঐ চলন অব্যাহত থাকে ;
এর ব্যতিক্রম যতখানি,
নিজ সত্তা ও সন্ততির ব্যতিক্রমও ততখানি ;
ফল কথা, ঐ সুকেন্দ্রিক চলন
যা'র যেমন গভীর ক্রিয়াশীল—
বিবর্ত্তনও তা'র
তেমনতর পদক্ষেপেই চ'লে থাকে,
বিবর্ত্তনের তুকই ঐ । ৩১৫ ।

স্বার্থ, সাধ, মান, অভিমান,
আত্মমর্য্যাদা, প্রত্যাশা,
দম্ভ, আত্মশ্লাঘা,
আততায়ী প্রলোভন
ইত্যাদিকে জলাঞ্জলি দিয়ে
শ্রেয়ার্থী হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়ানুসেবী হ'য়ে ওঠ,
কিংবা যদি পার
সমীচীন কুশল দক্ষতায়
ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে
শ্রেয়ার্থ-প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত কর,
শ্রেয়ানুচর্য্যী হৃদ্য নিয়ন্ত্রণে
আত্মনিয়োগ কর—
সক্রিয় উপচয়ী তপোনিয়মনে ;
তোমার শ্রেয়ই তোমাতে
অটুট রাগ-দীপনার সিংহাসনে
অচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন,
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
তাঁ'রই সেবা কর ;
ভরদুনিয়া আঁতিপাতি ক'রে খুঁজে যা' পাও,

তা' দিয়ে ঐ শ্রেয়-পূজা
নিষ্পাদন বা সমাধান কর,
তাঁ'রই বন্দনার অর্ঘ্য ক'রে তোল সব-কিছুকে—
হৃদ্য প্রীতি-অবদানে ;
এমনি ক'রেই
তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে উঠুক—
প্রীতি-নিবন্ধ সার্থক সঙ্গীতিশালিন্যে,
আর, ঐ ব্যক্তিত্ব পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠুক
সবারই অন্তঃকরণে—
হৃদ্য অনুবেদনায় পরিস্ফুরিত হ'য়ে ;
ঐ স্ফুরিত চরিত্র
চলন-মাধুর্য্যে
প্রতি-প্রত্যেকের হৃদয়ে
অমৃত সিঞ্চন ক'রে তুলুক,
তুমি অমৃত-মানুষ হ'য়ে ওঠ সবারই হৃদয়ে,
আর, তা'ইই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিত্বের আত্মোৎসর্গ । ৩১৬ ।

তোমার প্রিয়পরম শ্রেয় ব'লে
যা'কে ভাবছ বা বলছ,
তাঁ'র অনুগতিই যদি তোমার
একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়,—
তাঁ'র অনভিপ্রেত যা'
তা' ব'লোও না,
ক'রোও না,
চিন্তায় এলেও তাড়িয়ে দিও তা',
সব সময়ই তদনুগ অনুরতি নিয়ে
আগ্রহ-উদ্যমের সহিত
তাঁ'র মনোজ্ঞ যা',
পোষণ-পরিভৃতির যা',
তা'ই ক'রো ;

আর, সন্ধিৎসার সহিত সব সময় নজর রেখো—
তোমার কী করা
তাঁর মনোজ্ঞ হ'লো কেমনতর কতখানি,
পুষ্টিপ্রদ হ'লো কেমনতর কতখানি,
এমন-কি, তোমার আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিবেশও
যদি তাঁর প্রীতি ও পোষণ-পরিভৃতির অন্তরায় হয়,
তা'দের ঐ অন্তরায়ী রকমের সঙ্গে
সহযোগিতা না ক'রে
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে চ'লো ;
তোমার ঐ শ্রেয়-সংশ্রয়ী উদ্যম
উদয়নী অনুদীপনায়
শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠায়
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে—
তা' তিনি তোমার প্রতি
যেমনই হো'ন না কেন,
দেশকাল ও পাত্রের আওতায় প'ড়ে
যেমনই যা' করুন না কেন,
তুমি শ্রী-মণ্ডিত হ'য়ে
শ্রদ্ধার উপহার-উৎসর্জ্জনী অনুনয়নায়
অর্চ্চনা-অনুরঞ্জনী উপহার-মণ্ডিত হবেই কি হবে। ৩১৭।

মানুষ যখনই
শ্রেয় বা প্রেয়-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে,
তৎস্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
সেই অনুচর্য্যায়ই
ক্লেশসুখপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বশীল হ'য়ে ওঠে—
তখনই সে
অন্তরাসী আগ্রহ-উন্মাদনায়
তাঁ'রই সম্বৃদ্ধি ও সম্পোষণাসংক্ষুব্ধ হ'য়ে চলে,

তাঁর জীবন, তাঁর যশ, তাঁর বৃদ্ধিই
হ'য়ে থাকে তা'র উপভোগ্য--
কামনার বিষয় ;
পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
অসৎ-নিরোধী অদ্রোহ-অনুচর্য্যায়
সংহত ক'রে
তাঁরই শক্তি, সমৃদ্ধি ও শ্রীকে
উৎকর্ষে উদ্গতিশীল করতে
আত্মত্যাগ নিয়ে
যেখানে যা' করার প্রয়োজন
অবাধ্যভাবে তা' ক'রেই চলে সে,
আর, ঐ করার কৃতিত্ব
যখন ঐ শ্রেয় বা প্রেয়কে
গৌরবান্বিত ক'রে তোলে—
কামনা তা'র তাই-ই উপভোগ করে,
সেই নেশায়ই চলে সে ;
মানুষ দশের জন্য
দশের স্বার্থে
আত্মনিয়োগ করতে পারে না সাধারণতঃ—
প্রীতি বা গর্ব্বেপ্সার প্রেরণা-ছাড়া ;
কিন্তু হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা চলে
স্বার্থসংক্ষুব্ধ প্রেরণা নিয়ে—
লুব্ধ আত্মম্ভরিতা নিয়ে,
তৎপূরণই তা'র পরিমিতি,
আর, প্রীতি চলে
শ্রেয়ার্থী উদ্গতি নিয়ে
শুভ বিন্যাসে
পরার্থকেই স্বার্থ ক'রে নিয়ে
উচ্ছল চলনে ;
তাই, কোন শ্রেয় বা প্রেয়ের জন্য
সারা দুনিয়াটাকে

সংহত ক'রে তোলার প্রলোভনে
প্রলুব্ধ হ'তে দ্বিধাবোধ করে না সে—
তা'র ক্ষমতায় যা' পারুক
আর নাই পারুক ;
আর, ঐরকম হ'লেই
তা'র হৃদয় আর ফাঁকা থাকতে পারে না,
ফাঁকা থাকেও না,
তা'রই জয়শ্রীভিক্ষু হ'য়ে
সে
ঐ শ্রেয় ও প্রেয়ের পক্ষে উপচয়ী যা'
তা' করতে দ্বিধা বোধ করে কমই—
নিজের বজায়ী অভিযানকে ব্যাহত না ক'রে
ঐ উপভোগ-লালসায়,
তা'র অন্তঃকরণ
জনবিহ্বল অন্তরে গাইতে থাকে—
"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম" । ৩১৮ ।

তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
সর্ব্বাংশে পূরয়মাণ শ্রেষ্ঠ যিনি—
তিনিই তোমার প্রভু বা স্বামী,
তাঁ'র স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনাই
তোমার স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনা,
তৎ-শ্রদ্ধোষিত
অনুচর্য্যাপরায়ণ
অমানিতাই তোমার মান,
তৎ-প্রীতি-সন্দীপনী আত্মনিয়ন্ত্রণ,
ভাবভঙ্গী, বাক্য, ব্যবহার,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নাই
তোমার তৎ-সংশ্রয়ী লোকপালী
প্রস্বস্তি ও পরিবীক্ষণা—

যা'তে তিনি মহামান্য হ'য়ে ওঠেন,
যা'তে তাঁ'র স্বার্থ
ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত না হ'য়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর হিতী-অনুচর্য্যাই
তোমার মান-মর্য্যাদাকে
স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনাকে
উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তোমার বৈশিষ্ট্য-অনুশাসনী শিষ্টতা
তাঁ'র বৈশিষ্ট্যের অনুপোষণী
যতই হ'য়ে উঠবে,—
তোমার বিশেষত্বও
বিবর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে ততই ;
তাঁ'র আদর, সোহাগ, মান, অপমান, ভর্ৎসনা
হিরণ্য-মুকুটের মতন
তোমাকে বিশোভিত ক'রে তুলবে,
তোমার জীবনে
তৃপণার হোমদীপনা
প্রস্বস্তিলাভ ক'রেই চলতে থাকবে ;
এ যদি না হয়—
কিছুতেই সুখী হ'তে পারবে না,
সুখীও করতে পারবে না কাউকে ;
তাই, চাই সুকেন্দ্রিক অচ্যুত-আনতি,
সুপরিবীক্ষণী অনুচর্য্যা,
তৃপণার তন্ত্রধারিণী তাৎপর্য্য,
তদনুশায়িনী-অর্থান্বিত,
সুসঙ্গত-সম্বর্দ্ধনী অন্তঃকরণের
বিন্যাস-বিনায়িত পূজা-অর্ঘ্য,
চারিত্রিক তড়িৎ-দীপী শীলশৌর্য্য,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম ;
ধর তাঁ'কে অমনি ক'রে,

শ্রদ্ধোষিত-অনুচর্য্যা-নিরত থাক তাঁ'তে,
আত্মনিয়মনে তাঁ'রই হও সর্ব্বতোভাবে,
আত্মিকতা
বিভোর-অভিবাদনে
অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে,
শান্তি-জল
স্বস্তিকে আবাহন ক'রে
তোমাকে তৃপ্ত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর পরম-পুরুষ,
তিনিই পরম-কারুণিক,
তিনিই অন্বিত-জীবনের হোম-মন্ত্র—
পরম বিভূতি । ৩১৯ ।

তুমি যদি এমন কিছু করতে পার,
ক'রে জানতে পার,
জেনে হ'তে পার—
যা'তে তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না,
ভয় করবে না,
হিংসা করবে না,
বরং সম্ভ্রান্ত প্রীতি-উদ্দীপনায়
তোমাতে বাধিত হ'য়ে থাকবে—
যে যেমন তেমনি ক'রেই,
ঐরকম বাধিত হ'য়ে
সুখী ও প্রবুদ্ধ হবে তা'রা—
মানুষ তো দূরের কথা,
এমন-কি, সাপ, বাঘ,
এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত ;
ঐ বোধিতপাঃ করণ-অভিদীপ্তির ভিতর-দিয়ে জেনে
ঐ ব্যুৎপত্তির প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
নিজের অভিব্যক্তিকে
যদি এমনতর ক'রেই তুলতে পার

দক্ষ-চক্ষুর কুশল-তাৎপর্য্য নিয়ে—
যা'তে তা'রা
তোমাকে ভয় তো করবে না,
এবং তা'দের সাথে
তোমার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ—
এ বোধও অন্তর্হিত হবে
সম্ভ্রান্ত প্রীতি-উদ্দীপনায়,
আর, অনুগত হওয়া ছাড়া
কেউ তোমাকে হিংসা করবে না,
অপঘাত করবে না,
আক্রমণ করবে না,—
তখন তুমি তা'দের
পোষণকেন্দ্র হ'য়ে রইবে,
প্রীতি-অনুগতির সুখ-সন্দীপনায়
তা'রা তোমাতে শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে রইবে,
কৃতার্থ হবে তা'রা তোমাকে পেয়ে,
এমন-কি, তোমাতে শ্রদ্ধাবনত যা'রা
তা'রাও পরস্পর পরস্পরকে
হিংসা তো করবেই না,
বরং সত্তাপোষণী ব'লে গ্রহণ করবে ;
আর, এর ব্যত্যয়ী বোধ, ব্যত্যয়ী চলনা
ও দক্ষতাহীন অকুশল-তাৎপর্য্য নিয়ে যদি চল—
তা'তে তোমারও হিংসার পাত্র হবে অনেকে,
তোমাকেও অনেকের হিংসার পাত্র হ'য়ে
জীবন অতিবাহিত করতে হবে । ৩২০ ।

তুমি আবেগময়ী শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
অচ্যুত অনুদীপনায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেয়-পুরুষোত্তমে
অচ্যুত অনুধ্যায়িতা নিয়ে
একভক্তিপরায়ণ হ'য়ে চল,

ইষ্টীতপাঃ ক'রে তোল অন্তরের যা'-কিছুকে—
উপচয়ী-অনুচর্য্যী অনুদীপনা নিয়ে,
সুসন্ধিৎসু অনুসরণ-তৎপরতায়
শুশ্রূষু বিনায়নে ;
তাত্ত্বিক চক্ষু নিয়ে
তত্ত্বতঃ তাঁকে অনুভব করতে চেষ্টা কর,
ঐ অনুভব-বিভূতি নিয়ে
তত্ত্বদর্শিতার অনুকম্পী অনুবেদনায়
যা'-কিছু সব দেখতে চেষ্টা কর—
সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী সুব্যবস্থ বিনায়নায়,
অন্বয়ী অবগতি নিয়ে ;
এই বাস্তবায়িত তাত্ত্বিক দৃষ্টি নিয়ে
যা'-কিছু সবের ভিতর তাঁকেই দেখ—
কেমন ক'রে কোথায়,
কী তাৎপর্য্যে
তাঁর কী কোথায়
কেমনভাবে উদ্গতি লাভ করেছে ;
আবার, যা'-কিছু সব
তাঁর ঐ সাত্ত্বিক সমাহার-সংহিত
জীয়ন্ত অভিব্যক্তিতে
কেমন ক'রে কী প্রকাশে
কোন্ বিনায়নী তাৎপর্য্যে
তাঁতে সংহত হ'য়ে
অভিব্যক্তি লাভ করেছে ;
এই অনুচর্য্যী অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
বোধিদর্শন তোমাতে
যেমন উদ্গতি লাভ ক'রে উঠবে—
সুসঙ্গত অন্বয়ী অভিব্যক্তি নিয়ে,—
তোমার বোধায়নী অনুদীপনায়
ঈশিত্বও প্রকট হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
তখন দেখবে,

বুঝবে,
অনুভব করতে পারবে—
সেই 'সর্ব্বকারণকারণম্'
তোমারই প্রিয়পরম-বিগ্রহের ভিতর
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
কী দীপন-তৎপরতায়
তোমারই সম্মুখে
অভিব্যক্তি লাভ করেছেন ;
তখন তাঁতেই
কেবল হ'য়ে উঠবে তুমি,
তাই, গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—
"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি,
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।",—
অর্থ অন্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
ঈশ্বরই সার্থকতার পরম উৎস। ৩২১।

যা'কে তুমি ভালবাস,
যে বা যিনি তোমার আপনজন—
তা'র স্বার্থ, শুভ-সমর্থন
ও উপচয়ী সম্বর্দ্ধনা
সহজ ও স্বতঃ হ'য়ে
তোমার অন্তরে সজাগই থাকে,
যেখানে যেটা ভাল দেখ
তা'র অনুকূল যা'
অমনি তা'র কথা মনে পড়ে,
নিন্দা, কুৎসা, স্বার্থহানি
ও তা'র পক্ষে লোকসানী যা'-কিছু
এমন কিছু দেখলেই বা শুনলেই
তা' আমলই দাও না—
আমল দেওয়া তো দূরের কথা

সহ্য করাই অসম্ভব তোমার কাছে,—
ভালবাসার প্রকৃতিই এমনতর ;
তুমি অচ্যুত ইষ্টানুগ হও,
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ—
যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁ'র স্বার্থে, সমর্থনে,
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়,
সক্রিয়ভাবে,
তাঁ'র অপলাপী যা'-কিছু—
যা'তে তাঁ'র প্রতি কুৎসিত কালিমা আসে,
তোমার চরিত্র হ'তে বিদায় ক'রে দাও
সর্ব্বতোভাবে তা',
আর, তাঁ'র অনুকূলে যা'
তা' সংগ্রহ ক'রে
তোমার বোধিতে ঘনীভূত ক'রে রাখ,
চল, বল, কর তেমনতর
তপঃপ্রাণতাকে আপ্রাণ ক'রে—
সক্রিয় সাধনায়,
ওকেই তো বলে যুক্ত হওয়া,
তোমার যোগিত্বও তো ঐখানে ;
ঐ আনতি-ঘন বোধি তোমার
প্রজ্ঞা-সার্থকতায়
ভূমায় ভূত-মহেশ্বরের স্পর্শ লাভ ক'রে
দিব্য ব্যক্তিত্বে দিব্য জীবনের বীজস্বরূপ
ভর-দুনিয়াকে
দিব্য উদ্‌গমে
উদ্‌গত ক'রে তুলবে । ৩২২ ।

তোমার আদর্শ যিনি,
প্রিয়পরম যিনি,
তাঁ'তে সক্রিয় অচ্যুত উদ্যম

ও অনুচর্য্যী সম্বেগ নিয়ে থাক ;
বিদ্রোহ যেখানে—
সেখানে তা'কে ঐ সম্বেগ নিয়ে
মিলন-মাধুর্য্যে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;
ব্যর্থতা যেখানে—
নিয়মন-তৎপরতায়
তা'কে সার্থকতায় সমৃদ্ধ ক'রে তোল ;
চলন-সন্দীপনায় বাধা যেখানে—
দক্ষ-কুশল প্রস্তুতির স্মিত-পরাক্রমে
তা'কে অবাধ ক'রে চল,
দূরত্ব যেখানে—
আলিঙ্গন-অনুচর্য্যী আপ্যায়না নিয়ে
সম্ভ্রম-সন্দীপনায়
তা'কে নৈকট্যে পরিণত ক'রে চল ;
বিরক্তি যেখানে—
স্মিত-বিনায়নে
সেখানে অনুরক্তি ফুটিয়ে তোল ;
শ্লথ আত্মবিশ্বাস যেখানে—
সক্রিয় ভরসায়
মানুষকে আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোল ;
চাহিদা যেখানে—
করার অনুশীলনায়
পাওয়া যা'তে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর হওয়াকে অভ্যর্থনা ক'রে চল ;
বিকৃতি যেখানে—
সুপ্রবুদ্ধির কুশল সক্রিয়তায়
ধী-বিনায়িত বিবেচনায়
ব্যবস্থিতির মঙ্গল-বিনায়নায়
তা'কে সুকৃতিতে পরিণত ক'রে তোল ;
আর, সব করার মূলেই যেন থাকে—
মানুষের প্রাণশক্তিকে

উদ্দীপিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস—
শ্রদ্ধার শ্রেয়-দীপনী প্রীতির আসনে,
ইষ্টপ্রাণতার প্রসাদ-বিভবে,
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ আরতির
রাগদীপনী যাগহোমের উর্ব্বর ক্ষেত্রে । ৩২৩ ।

তোমার প্রিয়পরমের এতটুকু নিদেশও যদি
অবজ্ঞা কর—
এমন-কি ব্যঙ্গচ্ছলেও—
তা'র ফলে, অসময়ে ঐ অবজ্ঞা
এমনতর দ্বৈধ-দীপনা এনে দেবে,—
যা'তে ঐ দ্বন্দ্বের হাত থেকে
এড়ানই কঠিন হ'য়ে যেতে পারে ;
কিন্তু, ঐ নিদেশ-পালন-অভ্যাস
তোমার আত্মনিয়মনকে অন্বিত ক'রে
এমনতরই বোধি-সঙ্গতির সৃষ্টি করবে,—
যা'র ফলে, আপৎকালেও
ঐ সঙ্গতি বোধিদীপনার সৃষ্টি ক'রে
ঐ আপদ-মুক্তির পথকেই
আলোকিত ক'রে তুলবে ;
যদি অল্পও কর,
অবজ্ঞায় অসংহত হ'তে যেও না,—
ব্যর্থতাকে আমন্ত্রণ ক'রো না অমনতর ক'রে ;
মনে রেখো,
তোমার জীবনই ঐ প্রিয়পরমের
আনন্দার্থবাহী,
আর, তিনি যত তোমার অন্তরে
ভাবঘন হ'য়ে
সম্বেগ-সম্বেদনায়
বোধিবিভায় উচ্ছল হ'য়ে
চরিত্রে, বাক্যে, ব্যবহারে, উপচয়ী অনুচর্য্যায়

প্রদীপ্ত হ'য়ে চলেন,—
তোমার জীবনও
তৎস্বার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠে থাকে ততই,
ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ । ৩২৪ ।

তুমি পুরুষই হও,
আর নারীই হও,
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়
বা প্রিয়পরম ব'লে
যদি কেউ থাকেন,—
তাঁ'র সত্তা, তাঁ'র স্বার্থ,
তাঁ'র প্রবর্দ্ধনী অনুচর্য্যা
ও তদর্থী আত্মবিনায়নই
তোমার জীবনে
একমাত্র কাম্য ও করণীয় হ'য়ে উঠুক,
তাঁ'র পরিভরণাই
তোমার জীবনে মুখ্য হ'য়ে উঠুক,
ঐ উচ্ছল পরিভরণাই
তোমার জীবনপোষণী প্রয়োজনকেও
স্বতঃই আপূরিত ক'রে তুলুক ;
এই আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুরাগই যোগ,
এই যোগতপাঃ অনুচর্য্যাই বিবর্ত্তনী সাধনা,
আর, এটা সবারই পক্ষে সহজ,
এমনতর যোগনিবদ্ধতায়
তাঁ'র প্রয়োজনে
অপ্রমেয় আড়ম্বর-বহুল হ'য়েও
তোমার জীবন প্রবৃত্তিলুব্ধ হ'য়ে উঠবে না,
আড়ম্বরের ভিতরে থেকেও
তুমি তা' হ'তে অনেক দূরেই থাকবে,
অনাসক্তই থাকবে ;

অন্তরাবেগ-অনুযায়ী
তুমি তাঁতে
যে ভাবনিবন্ধই থাক না কেন,—
তোমার শ্রেয়,
তোমার প্রেয়,
তোমার প্রিয়পরমই
তোমার আসক্তি হ'য়ে
হৃদয় ভরপুর হ'য়ে থাকবে,
শত অভাবেও অভাববিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে না তুমি,
তোমার জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম
ঐ অর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
তোমাকে সার্থকতায় সমাসীন ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই যোগ,
তদনুকর্ম্মই তপ,
আর, তিনিই পরম সার্থকতা। ৩২৫।

তোমার প্রিয়পরমে যা'তে
সব সময় অনুরাগরঞ্জিত থাক,
চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে তা'ই কর,—
তদর্থ যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
তোমার জীবনে
তাঁকেই মুখ্য ক'রে ধর ও কর,
সামগ্রিকভাবে তাঁ'র উদ্দেশ্য ও অভিযানকে
ধারণায় জাগ্রত ক'রে রাখ,
আর, ওর উপরেই নির্ভর ক'রে
পারস্পরিকতায়
প্রত্যেকের সহিত সুসঙ্গত হও—
বোধিকুশল ধী ও তৎপরতা নিয়ে,
তোমার বা তোমাদের কোন গুচ্ছের প্রতি
যা' করণীয় ব'লে নির্দ্ধারিত ক'রে নিতে পার,
সেই করণীয়গুলি যা'তে সুদক্ষভাবে নিষ্পন্ন হয়—

তা'র প্রতি দৃষ্টি রেখে
তোমার চলার পথে
ঐ সমগ্রতার যা'-কিছু
তোমার বা তোমাদের বোধিতে জাগ্রত হয়,
যেখানে যেমন
সেখানে তেমনি ক'রে
তা'কেও আয়ত্ত করতে ভুলো না,
আবার, তা' আয়ত্ত করতে গিয়ে
মুখ্য কর্ম্মকে গৌণ ক'রে ফেলো না,
এমনি ক'রেই
সঙ্গতি, সংহতি
ও সার্থক নিষ্পন্নতাকে
সক্রিয় তপস্যায় আয়ত্ত ক'রে ফেল,
আর, এই চলনায়
সব সময়ই যেন মনে থাকে—
তোমার বাক্য, ব্যবহার, আচার, চলন-চরিত্র যা'-কিছু
এমন-কি ভর্ৎসনাও যেন—
সকলের হৃদ্য হয়,
উদ্দীপনাময় হয়,
এবং যোগ্যজীবনে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে
তোমাকে ও সকলকে,
মনে রেখো,
তোমার চলনা যেন সব সময়ই
উৎক্রমণী ও উপচয়ী হ'য়ে চলতে থাকে,
অপচয়ী কিছুতেই না হয়,
কারণ, তোমার ঐ অপচয়
তাঁকেও অপচয়ী ক'রে তুলবে ;
মোক্‌থা এইটুকুর উপর দাঁড়িয়ে
তোমার সুনিষ্ঠ উৎক্রমণী চলনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
মহান ব্যক্তিত্বে

উৎক্রমণশীল ক'রে তুলতে থাকবে,
যা' জীবনে, জ্যোতিঃতে, যোগ্যতায়,
সম্বর্দ্ধনী সন্দীপনায়
তোমাকে ও তোমার পরিবেশকে
সার্থকতার মহান ঔজ্জ্বল্যে
দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে। ৩২৬।

তোমার প্রীতিকেন্দ্র যিনি—
তাঁ'র অর্থ বা স্বার্থ যা',
তা'কে নিষ্পন্ন করতে
সাফল্যে সার্থক ক'রে তুলতে
তোমার চিন্তা, চলন, বাক্য, ব্যবহার,
বৃত্তি-নিয়মন,
কর্ম্ম-তৎপরতা,
সময়, সীমা,
পরিবেশ ও পরিস্থিতি ইত্যাদির
যেমনতর বিন্যাস প্রয়োজন,
নিজের অন্তর-বাহিরের অন্বিত-সঙ্গতিতে
শুভ-সাফল্যে
চারিত্রিক অনুদীপনায়
তেমনতর ক'রে চলাই হ'চ্ছে আত্মবিনায়ন;
এই আত্মবিনায়নের ভিতর-দিয়ে
পরিবার-পরিস্থিতির বিনায়ন হ'তে থাকে,
তোমার নিজের অন্তরের প্রেরণ-প্রবোধনা
জাগ্রত সক্রিয় তৎপর-অনুদীপনা নিয়ে
এই বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
আত্ম-নিয়মন ও আত্ম-বিনায়নে
অন্তরে-বাহিরে
একটা সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বে দানা বেঁধে ওঠে—
বোধিদীপনার ধৃতি-সঙ্গতিতে,

এর ভিতর-দিয়েই আসে—
জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাব, ভক্তি,
কেন্দ্র-তৎপর সার্থক-অনুবেদনার
সঙ্গতিশালিন্য ;
ঐ প্রীতি-আবেগই হ'চ্ছে
অনুরাগ, শ্রদ্ধা বা ভক্তি,
ঐ আবেগের বেগ যেমনতর,—
অনুপ্রেরণাও তেমনতর,
অনুপ্রেরণা যেমন তীব্র—
ইচ্ছা বা কর্ম্মশক্তিও তত প্রবল,
ইচ্ছা যা'র যেমন অবন্ধুর, অবাধ ও অনলস,—
জীবন-গতিও তা'র তেমনি সলীল ;
আবার, তোমার প্রীতি-কেন্দ্র যেমন,—
তোমার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণও তেমনি ;
ঐ প্রীতি-প্রবুদ্ধ প্রযুক্ততাই যোগ,
তন্মুখী মনন-চলন-চর্য্যাই ধ্যান,
ঐ প্রদীপ্তি-তৎপরতাই হ'চ্ছে নিষ্ঠা,
আর, তদনুগ করণই হ'চ্ছে ভজন ;
ঈশ্বর সবারই কেন্দ্র-স্বরূপ,
প্রকৃতি তাঁ'র বিধিস্রোতা অভিব্যক্তি,
তিনিই যা'-কিছুর আত্মিক অনুপ্রেরণা । ৩২৭ ।

তোমার বোধিদীপনা সুপ্রভই হো'ক,
বা স্বল্পপ্রভই হো'ক,
তুমি চতুরই হও,
বা স্বল্পবুদ্ধিই হও,
ভেবেচিন্তে হাতড়িয়ে
কূলকিনারা পাওয়ার জন্য
আকুলি-ব্যাকুলি যেমনই কর না কেন,
তোমার যদি শ্রেয় ব'লে
কেউ বা কিছু থাকেন,

প্রিয়পরম ব'লে যদি কেউ থাকেন,—
তাঁকেই তোমার জীবনচলনার
লক্ষ্য ক'রে নাও,
তৎ-স্বার্থী হ'য়ে ওঠ তুমি,
তদর্থ-প্রতিষ্ঠাই
কামনা হ'য়ে উঠুক তোমার,
তাঁর লিপ্সাই
তোমাকে লোলুপ ক'রে ফেলুক ;
তোমার জীবন-চলনার তরঙ্গ যেমনই হো'ক,—
তিনিই যেন
কূলকিনারা হ'য়ে থাকেন তোমার জীবনে,
তোমার চিন্তা ও কর্ম্মগুলিকে
তুমি সব সময়
নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা ক'রো তদর্থে—
তাঁরই উপচয়ী সার্থকতায়,
অন্তঃকরণ, উদ্দেশ্য ও উপভোগ
ঐ সার্থকতায় যেন নিয়ন্ত্রিত হয় ;
প্রবৃত্তির চাহিদাগুলি
যা'তে ঐ প্রিয়পরমে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
পরিরক্ষণায়, পরিপোষণায় ও পরিপূরণায়
তাঁরই উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—
তদর্থে সঙ্গতিলাভ ক'রে,—
তেমনি ক'রেই বল, চল,
আচার-ব্যবহারেও তা'ই কর,
আর, তা'র ব্যতিক্রম বা অপচয় হ'তে পারে যা'তে
এমনতর কিছুই করতে যেও না ;
দেখবে—
তুমি বোঝ আর নাই বোঝ,
তোমার বোধিবৃত্তি
ক্রমশঃই তীক্ষ্ন হ'য়ে উঠবে,

চলনাগুলি বেকুব-বিক্ষোভী হ'য়ে উঠবে কমই,
ব্যর্থতার বিদ্রূপও
ক্রমান্বয়ে কমের দিকে চলবে,
শ্রেয়োদীপ্ত বর্দ্ধনায়
বিভূতি লাভ ক'রে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি তাঁতেই,
আর, ঐ সার্থকতা
প্রীতিপূর্ণ বোধিদীপনায়
ঈশ্বরেই অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সবারই সার্থক অর্থ । ৩২৮ ।

কেউ যদি তোমার শ্রেয় থাকেন,
প্রিয় বা বাঞ্ছিত থাকেন,—
তাঁকে পাওয়ার পরিকল্পনায়
নিজেকে লুব্ধ ক'রে তুলো না,
বরং চেষ্টা কর—
তুমি তাঁর কেমন ক'রে হ'তে পার—
সর্ব্বার্থ-সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
সক্রিয় অনুচর্য্যী অনুপোষণায়,
পালনে, পূরণে,—
যা'তে তিনি তোমাতে
পরিতৃপ্ত না হ'য়ে থাকতে পারেন না ;
আর, তাঁর ঐ পরিতৃপ্তিকেই
তোমার সার্থকতা ব'লে গণ্য ক'রে নিও,
এমনি ক'রে হ'য়ে ওঠ,
তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব
যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
একটা তৃপণ-নন্দনায় ;
এই হওয়াটাই
পাওয়ার পরম উৎস

শুধু মানুষ কেন,
সব ব্যাপারেই অমনতর,
ঈশ্বরপ্রাপ্তিরও পন্থা ঐ,
এই হওয়ার তপস্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
যা'কে বা যা'-কিছুকে
যখনই পেতে চাইবে,
ঐ পাওয়ার প্রলোভন
বিদ্রূপই ক'রে চলবে তোমাকে—
প্রতিটি পদক্ষেপে ;
তোমার অন্তঃকরণ
আপসোসে বলতে থাকবে—
এত ক'রেও পেলাম না,
হ'য়ে উঠতে পারলাম না,
কারণ, যা' ক'রে হয়,
তা' হওনি,
বোঝওনি কিছু তা'র। ৩২৯।

তোমার জীবনের প্রীতিকেন্দ্র যিনি—
যাঁ'তে তোমার যা'-কিছুকে
কেন্দ্রায়িত ক'রে
অন্তরাসী হ'য়ে
জীবনের সব-কিছুর অন্বয়ী নিয়ন্ত্রণে
সমাবেশী সামঞ্জস্যে
সার্থক হ'য়ে উঠতে চাও,—
যাঁ'কে কেন্দ্র ক'রে বিবর্ত্তিত হ'তে চাও,—
শাসিত, নিয়ন্ত্রিত
ও বিবর্ত্তিত হওয়ার স্বার্থ ছাড়া
আত্মস্বার্থ-পূরণ-প্রত্যাশার
একটুও স্থান দিও না তাঁ'র কাছে,
বরং সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে তোল—
সাধ্যকে ক্রমান্বয়ী ক'রে আরোতরে ;

যে-মুহূর্ত্তেই স্বার্থ-বুভুক্ষা নিয়ে
তাঁতে অনুরক্ত হ'য়ে উঠলে
কিংবা ভাঁওতায় তাঁকে ভাঙ্গিয়ে
স্বার্থপুষ্টি ক'রতে চাইলে—
তাঁকে হারাবে সেই মুহূর্ত্তে,
প্রবৃত্তি-পরিভৃত একটা পরদা টেনে দিলে
তাঁ'র আর তোমার মাঝখানে,—
তুমি হারালে তাঁকে,
অবনতির অন্তঃস্রোত
প্রবঞ্চনার কুটিল টানে
শ্লথ ও সংকুচিত ক'রে
আকাঙ্ক্ষায় অবসন্ন ক'রে
নিমজ্জনের আহুতি ক'রে তুলবে তোমাকে,
ডুববে তুমি,
অভাব, অনটন, দারিদ্র্য ও অযোগ্যতা
তোমাকে ছাড়বে না কিছুতেই,
ধাপ্পাবাজ বা দাগাবাজ না হ'য়ে
উপায়ই থাকবে না তোমার জীবন বাঁচাতে ;
তাই, উপচয়ী সন্দীপনায়
তোমাকে উৎসর্গ ক'রে দাও তাঁতে,
আত্মচাহিদাকে শূন্য ক'রে তোল,
আর, তাঁ'র চাহিদা-পরিপূরণ
তোমার যা'-কিছু আনাচে-কানাচে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
খরসম্বেগে
সক্রিয় অচ্যুত ক'রে তুলুক তোমাকে,—
তাঁতেই সার্থক হওয়াই
স্বার্থ হ'য়ে উঠুক
জীয়ন্ত জীবন নিয়ে,—
তুমি পাবে,
পূর্ণ হবে—
কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সার্থক সঙ্গতি নিয়ে। ৩৩০।

বিগত পুরুষমাণদের প্রতি
তোমার যে নিগূঢ় শ্রদ্ধা—
বর্ত্তমান যিনি তাঁতে নিয়োজিত হ'য়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
বাস্তবতায় তাঁদিগকে যদি
ঐ জীবনে মূর্ত্তিমান না দেখতে পারে—
যা'র প্রতিফলন তোমার জীবনকে
জাজ্বল্যমান ক'রে তোলে
এককেন্দ্রিক আনতি নিয়ে,—
সে-শ্রদ্ধা বন্ধ্যা ও বিভ্রান্তির । ৩৩১ ।

যিনি তোমার প্রিয়পরম,
প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি,
তিনি তোমার পরম-গ্রন্থি হ'য়ে উঠুন,
আর, জীবনের যা'-কিছু গ্রন্থি
সবগুলিই তাঁতে যুক্ত ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক অন্বিত তৎপরতায়,
সার্থক-সক্রিয় আবেগ নিয়ে,
এই সার্থকতায় যত এগিয়ে চলবে,
মোক্ষও এগিয়ে আসবে ততখানি তোমার দিকে—
বোধ ও ব্যক্তিত্বের বিভা বিকিরণ ক'রে । ৩৩২ ।

তোমার আদর্শ-দেবতা
তাত্ত্বিক দৃষ্টির
বিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যখন সাত্ত্বিক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন—
ধৃতিপ্রজ্ঞার ধারণ-পালনী উৎসারণায়,
ঈশিত্বের অনুশায়িনী অভিসারে,
সম্যক ধারণায় সন্দীপ্ত হ'য়ে,—
তোমার প্রাপ্তি
স্বতঃ-প্রসারণায়

সার্থক হ'য়ে ওঠে তখনই,
আর, তখনই তুমি বেদান্তকৃৎ—
বেদবিৎ । ৩৩৩ ।

শ্রেয়তে আত্মনিবেদন কর,
অনুশীলন-তৎপরতায় শ্রেয়তপাঃ হ'য়ে ওঠ,
ঐ তপোবিনায়নী অনুশীলনের ভিতর-দিয়েই
তদ্বেদনী হ'য়ে উঠবে,
তোমার অন্তর
সেই অনুভূতির স্পর্শলাভ করবে,
ঐ স্পর্শই
তোমাকে বোধিদীপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, বোধি যতই সঙ্গতিলাভ ক'রে
বর্দ্ধনদীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
তুমি বিদ্বানও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আবার, ঐ বিদ্যা
অন্বিত সার্থকতায়
যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
বিনীতও হবে তুমি তেমনি,
তাই, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি',
ঈশ্বরই বোধিসত্তার বিদ্যাবিভূতি । ৩৩৪ ।

তোমার জীবনের শ্রেয় যিনি,
তোমার খুঁটো যিনি,
তাঁ'র সাত্ত্বিক সমর্থন
তোমার সারাজীবনের কানায়-কানায়
যেন পূর্ণ আবেগে ফুটন্ত হ'য়ে থাকে ;
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়
ও তাঁ'র মনোজ্ঞ অনুবেদনী বাক্য ও ব্যবহারে
তুমি যেন সন্দীপ্ত হ'য়ে চল,
আর, সেই আত্মপ্রসাদ যেন তোমাকে

আয়ু-বল-বীর্য্যের সুসঙ্গত তৎপরতায়
দীপ্তিমান ক'রে তোলে—
যোগ্যতার জীবনীয় অভিযানে। ৩৩৫।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্যে
সক্রিয়, বিশ্বস্ত, দায়িত্বশীল,
অনুরাগনিবন্ধ হও,
অন্তঃকরণকে একক ক'রে
তঁদনুচর্য্যী ক'রে তোল,
পরিবেশ ও পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
সঙ্গতিশীল নিয়ন্ত্রণে
তঁদর্থে নিয়মন ক'রে
নিষ্পন্নতায় কৃতী হ'য়ে ওঠ—
বোধদীপনী কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্যে,
আর, ঐ কৃতকার্য্যতা নিয়ে
তাঁকে উপচয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তোল,
সার্থকতার পরম প্রতিষ্ঠায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। ৩৩৬।

সহজ হও,
প্রিয়পরমে অচ্যুত অনুরাগ-নিবন্ধ হ'য়ে
তঁৎস্বার্থী হ'য়ে ওঠ,
নিজেকে তঁদনুগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত কর,
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
প্রিয়তপাঃ হ'য়ে,
হৃদ্য বাক্, ব্যবহার, আচার ও সদনুচর্য্যায়
নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে তোল,
পরিবেশকে প্রীতি-অনুচর্য্যায়
আদানে-প্রদানে
অনুকম্পী অনুবেদনায়
সংহত ক'রে তোল—

কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্যে,
এমনি ক'রেই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বতোভাবে,
আশীর্ব্বাদ
অশেষ উচ্ছ্বাসে
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলুক
সহজ-সম্বেগ নিয়ে। ৩৩৭।

তোমার শ্রেয় যিনি
তাঁর স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ
সানুকম্পী সেবানুচর্য্যা নিয়ে—
তাঁর যা'-কিছু সম্পদ্,
যা'-কিছু ঐশ্বর্য্যের
উপচয়ী-উদ্বর্দ্ধনী সৌকর্য্য-সম্পাদনে
দায়িত্বশীল নিষ্পাদন নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি তাঁতে—
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য স্বার্থ হ'য়ে উঠুক
তোমার জীবনে—
তাঁরই স্বার্থে—
ঐ দায়িত্বপূর্ণ সানুকম্পী সেবানুচর্য্যী চলনে,
তোমার পরমার্থই হ'য়ে উঠুক তাঁরই স্বার্থ—
যে-স্বার্থে স্বার্থান্বিত তিনি। ৩৩৮।

একানুধ্যায়ী শ্রেয়ার্থপরায়ণতা
তদনুগ চরিত্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
অভ্যাস-অনুচর্য্যায়
বহুদর্শী, সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সত্তানুস্যূত হ'য়ে উঠবে যখন,—
তখন বিরুদ্ধ ও ব্যতিক্রমী পরিবেশেও
নিনড় হ'য়ে থাকবে তা' ;

ঐ মানদণ্ডই জানিয়ে দেবে
যে, একানুধ্যায়ী শ্রেয়ার্থপরায়ণতা
তোমার স্বভাবে স্বতঃ হ'য়ে উঠেছে,
যে অবস্থায়ই পড়—
তুমি আর বদলাবে না তখন,
বরং সবাইকেই
সার্থক-সঙ্গত ক'রে তুলতে পারবে তোমাতে। ৩৩৯।

শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে তৎ-মননশীল হও,
সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্র জপ কর—
তদর্থী অন্বয়ে
তদুপচয়ী অনুধ্যায়িতার সহিত,
তদর্থী করণে আত্মনিয়োগ ক'রে
যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
বোধিপ্রবণ, দক্ষ-কুশল তাৎপর্য্যে
অচ্যুত স্থির সম্বেগ নিয়ে;
এই হ'চ্ছে
তপশ্চর্য্যার তাপস-অনুধ্যায়িতা,
জীবনকে বিবর্ত্তনে বিবর্দ্ধিত ক'রে তোল এমনি ক'রে—
সার্থক, সুসঙ্গত, কুশল, দক্ষ তৎপরতায়। ৩৪০।

তুমি যেমনই হও,
তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি—
তাঁতে অন্তরাসী হ'য়ে
অচ্যুত অনুচর্য্যা-নিরততায়
তাঁর স্বার্থকে
নিজ স্বার্থে পর্য্যবসিত ক'রে
তাঁরই সমর্থনে
তাঁরই প্রতিষ্ঠায়
জীবনের যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

তৎপোষণপ্রাণ যতই হ'য়ে উঠছ
শ্রদ্ধাবনত সন্ধিৎসুতা নিয়ে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে,—
ততই তোমার জীবন
তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে উঠছে ;
"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা,
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।" ৩৪১।

১। যিনি শ্রেয় তোমার কাছে
তিনিই যেন তোমার প্রেয় বা প্রিয় হন,
সব প্রবৃত্তিগুলিকে
ঐ শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী ক'রে রেখো—
মননে, বাক্যে এবং কর্ম্মে,—
তৎ-সমর্থনী ও প্রতিষ্ঠা-প্রবণ ক'রে
অন্যায্যকে আবরণ ক'রে—নিরসন ক'রে তা'কে ;
২। তাঁ'র কাছে প্রত্যাশা কিছু রেখো না,
যা' পাও তৃপ্ত থেকো তা'তেই ;
৩। তাঁ'র স্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সেবানুচর্য্যী ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তা নিয়ে
তদনুবর্ত্তী হ'য়ে চ'লো—
পরিবার ও পরিজনের শ্রদ্ধোদ্দীপী মিলনতীর্থ হ'য়ে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে ;
৪। সর্ব্বতোভাবে তোমাকে তাঁ'র উপভোগ্য ক'রে তোল,
আর, অমনি উপভোগ্য হ'য়ে
তাঁ'কে উপভোগ কর ;
এই চতুরঙ্গ প্রকৃতি
যেখানে যত সলীল ও সরল
আপ্তবোধও সেখানে তত প্রবল। ৩৪২।

শ্রেয়ার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে
আত্মেন্দ্রিয়-ভোগলিপ্সায় রিক্ত হও,

ঐ শ্রেয়ার্থই
তোমার সাধ্য, সাধনা ও উপভোগ হো'ক—
তা' যা'-কিছু সব নিয়ে,
আর, যতই এমনতর হ'য়ে উঠবে,
তোমার স্বভাবও
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায়
ফুটন্ত হ'তে থাকবে ;
যে-মুহূর্ত্তে তুমি আত্মসুখ-প্রত্যাশায়
আলম্বিত হ'য়ে উঠলে,
অন্তরাসী হ'য়ে উঠলে,—
ঐ প্রবৃত্তিই তোমার নায়ক হ'য়ে উঠবে,
তোমার স্ব
অনুরঞ্জিত হবেই তেমনি তা'তে,
তোমার প্রয়াস, বোধ, বিদ্যা, ধৃতি ও প্রকৃতি
ঐ পথেই পরিচালিত হ'তে থাকবে,
তুমি শ্রেয়কে পাবে না,
ঐ প্রত্যাশাই শ্রেয়প্রাণতাকে ছিনিয়ে নিয়ে
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে
উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলবে ;
যে রিক্ত হয়নি
ভ'রে উঠবে কী ক'রে সে ?—
দিলেও পাবে না । ৩৪৩ ।

মহৎ-সংশ্রয় যতই কর না কেন
বা ঐ সংশ্রয়ে যতই থাক না কেন—
শ্রদ্ধানুচর্য্যায় তদর্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
যতক্ষণ নিজেকে
বোধ, বিবেক ও বিবেচনা দিয়ে
নিয়ন্ত্রণ না করছ হাতে-কলমে—
সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে,
যতক্ষণ শোনার চাইতে বলার প্রলোভন বেশী,

করার চাইতে পাওয়ার প্রলোভন বেশী,
সুবিধা-সুযোগকে সুসঙ্গত ক'রে
তাঁকে উপচয়ী করার চাইতে
নিজেকে উপচয়ী করার প্রচেষ্টা বা প্রলোভন বেশী,—
ইত্যাদি রকমের প্রবৃত্তি যতক্ষণ প্রবল—
ততক্ষণ যা'ই কর না,
সে-করার মর্য্যাদা তোমাকে
উপচয়ী ক'রে তুলবে না,
সেই মহতের কাছে
নিজেকে বেঁধে-ছেঁদে যতই রাখ না—
সে-রং আর তোমার গায় ঢুকবে না—
এ ঠিকই,
সিন্ধুতীরেও যে তোমার জলাভাব—
তা' অতিনিশ্চয়। ৩৪৪।

যে নিজেকে শ্রেয়-সন্নিধানে
উৎসর্গ ক'রতে পারে না—
তৎস্বার্থে অন্বিত হ'য়ে,
অন্যকেও সে
নিজের প্রতি
সশ্রদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না—
তা'র স্বার্থে অন্বিত ক'রে তুলে,
কারণ, তা'র বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুকম্পা
বোধায়নী তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'র মস্তিষ্কে
অন্বিত হ'য়েই ওঠেনি—
অভ্যস্ত সুসঙ্গত তৎপরতায় ;
অন্যকে যদি তোমাতে
শ্রদ্ধোষিত ক'রে তুলতেই চাও—

তুমিও তোমার শ্রেয়তে অন্বিত হ'য়ে
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, চাল-চলনে
অচ্যুত লাগোয়া সম্বেগ নিয়ে
তা'ই হ'য়ে ওঠ,
নচেৎ তোমার স্বার্থই
ব্যর্থকাম হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সর্ব্বার্থ-সঙ্গতির পরমকেন্দ্র,
ক্রমাগতির নিরন্তর অনুবর্ত্তনী সম্বেগ,
ঈশ্বরই বোধায়নী পরিক্রমার
উজ্জীবনী রাজপথ। ৩৪৫।

শ্রেয় যিনি তোমার—
অন্ততঃ পরম বান্ধব মনে কর আগে তাঁকে,
অনুবর্ত্তী হও তাঁর,
নিদেশপালন-তৎপর হও,
বৃত্তিগুলিকে
সার্থক-অন্বয়ে তদর্থী ক'রে তোল ;
এমনি ক'রেই প্রতি-পদক্ষেপে
তাঁকেই তোমার
জীবন-কেন্দ্র ক'রে তোল,
আর, ঐ কেন্দ্রে
তুমি তোমার সারাটি জগৎ নিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ,
প্রতিটি যা'-কিছুতেই
সন্ধিৎসু অনুধাবনে
তাঁর স্বার্থ—
যা' তাঁকে পরিপালন,
পরিপোষণ ও পরিপূরণ ক'রে তোলে
তাঁর উপচয়ী বিজ্ঞ নিয়ন্ত্রণে
সমঞ্জসা কৃতিত্বে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ তাঁতেই,

প্রতিটি যা'-কিছুতেই
ফুটে উঠুন তোমার তিনি,
আর, তিনিই হ'য়ে উঠুন
তোমার সব যা'-কিছুরই
সার্থক উপাদানসামান্য ;
ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞা বালার্ক-জলুসে
তোমার অন্তরবাহির আলোকিত ক'রে তুলুক—
বাক্যে, ব্যবহারে ও চরিত্রে
প্রদীপ্ত হ'য়ে। ৩৪৬।

তোমার ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চাহিদায়, চলনে,
কথায়-বার্ত্তায়,
সুসঙ্গত বোধিনিয়মনী দক্ষ-তৎপরতায়
আত্মানুসন্ধিৎসু উদ্বেগাকুল অভিদীপনায়
তোমার শ্রেয় ও প্রেয় যিনি
তং-সেবানুচর্য্যায়
অর্থাৎ তাঁ'র রক্ষণী, পোষণী, আপূরণী প্রচেষ্টায়,
ভালয়-মন্দয়,
এক-কথায়, তোমার যা'-কিছুতে,
অনুসন্ধিৎসা-সক্রিয়-তাৎপর্য্যে
তোমার প্রিয় ছাড়া কিছুই থাকবে না—
যত পরিচ্ছন্ন প্রভাবে,—
তুমিও প্রভাম্বিত হ'য়ে উঠবে তেমনি,
পূর্ণতা
রস-সম্বেগী সম্বর্দ্ধনায়
তোমাতে সংস্থাপিত হ'য়ে
তোমার তিনি ছাড়া আর-কিছুই নেই—
এমনতরই হ'য়ে উঠবে—
ভাবে, বাস্তবে,—
স্বতঃ-সন্দীপ্ত তং-তপা অনুবেদনায়
সক্রিয় থেকেও ;

তাই কবির কথায়—
'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি,
সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই পবিত্র সদাই'। ৩৪৭।

তোমার ইষ্ট যিনি,
যিনি তোমার জীবন-নিয়ামক,
শ্রেয় যিনি তোমার,—
তাঁর অনুসরণ, সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যা
ও তৎকর্ম্মপরায়ণতাকে
প্রবুদ্ধ অনুপ্রেরণার সহিত যদি
তোমার সারাটি জীবন দিয়ে
মুখ্য ক'রে না নাও—
তা'কেই প্রথম ও প্রধান করণীয় ব'লে যদি
স্বতঃ-স্বীকার না আসে তোমার জীবনে,—
উৎকর্ষ অভিগমন বা উন্নীত সম্পদ্
তোমার জীবনে
কিছুতেই সহজ হ'য়ে আসবে না,
তুমি পাবে না,
বিভ্রান্ত-ছন্নতায় নষ্ট ও কষ্টের
পথিক হওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না তোমার,
বিদ্রূপ করবে প্রতিটি পদক্ষেপ,
আর, ঐ বিদ্রূপই
তোমার জীবনকে বহন করবে,
আশার ধিক্কার তোমাকে
বিদ্রূপ ক'রেই চলতে থাকবে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক হও,
শ্রেয়ানুচর্য্যাকে জীবনে মুখ্য ক'রে তোল,
তাঁকে অনুসরণ কর,

তৎকর্ম্মপরায়ণ হও—
দায়িত্বে সক্রিয় হ'য়ে,
সিদ্ধি
বৃদ্ধির উপঢৌকনে
তোমাকে মহিমামণ্ডিত ক'রে তুলবে। ৩৪৮।

তুমি যতক্ষণ
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় শ্রেয়-তৎপরতা নিয়ে
তোমার প্রবৃত্তি ও কর্ম্মগুলিকে
সৎ ও অসৎ-এর মানদণ্ডে
পরিমাপিত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির সামঞ্জস্যে
অন্বিত বিনায়নে
বিনায়িত ক'রে তুলতে না পারছ,—
আত্মিক বিকিরণা
তোমাতে স্ফুটতর হ'য়েই উঠতে পারবে না—
বোধসন্দীপ্ত দ্যুতির ঝলকে
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে,
সাত্ত্বিক দৃষ্টি নিয়ে
সৎ-অসৎ-এর শুভ-বিনায়নী সন্দীপনা
তোমার বোধদ্যুতিতে
বিভাসিত হ'য়েই উঠবে না,
তাই, ঈশিত্ব বা আত্মিক অনুগতি
একসূত্রে অন্বিত হ'য়ে
তোমার জীবনকেও
সার্থক ক'রে তুলতে পারবে না ;
আর, ঐ সক্রিয় শুভ-বিনায়না
যেমনতর দক্ষ হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
কুয়াসামণ্ডিত প্রবৃত্তির আলেয়া
নিষ্ক্রামিত হ'য়ে

ধারণ-পালনী অনুদীপনার স্বতঃ-সম্বেগে
ঈশিত্বের ঐশীদীপনাও
প্রাপ্তির অমোঘ ধৃতি নিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তোমাতে ততই। ৩৪৯।

মানুষ যখন
বিক্ষেপী বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সুসঙ্গত নিয়ন্ত্রণে
সমস্ত বিপর্য্যয়কে বিন্যস্ত ক'রে
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে—
দ্রোহ, দ্বিধা, বাধা ও অপ্রতুলতাকে অতিক্রম ক'রে,
বিহিত সেবানুচর্য্যায়
সহযোগী, সানুকম্পী
ও প্রতিষ্ঠার স্বতঃ-সমর্থক ক'রে
যা'-কিছু সবকে,
কৃচ্ছ্রতপের আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত না হ'য়ে—
কুশল-কৌশলে,
সার্থক দীপন-পদক্ষেপে
অন্বিত ক'রে যা'-কিছুকে—
তখনই সে পায়
আত্মপ্রসাদের নন্দিত নন্দনা,
সুখী হয় সে তখন,
তৃপ্তি পায় সে তখন,
ব্যুৎপত্তির বোধি-আমন্ত্রণী
বিগ্রহ হ'য়ে ওঠে সে তখন,
চেতন-চরিত্রে
আলিঙ্গন-মুগ্ধ সোহাগ-অনুকম্পা
দীপ্ত ব্যজনে
তা'কে বিভোর ক'রে রাখে,
আর, জীবনের সুখ ঐখানে। ৩৫০।

অভিমান, আত্মমর্য্যাদা
ও বিদ্বেষকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে
শ্রেয়তে উদ্বাহ-নিবন্ধ হ'য়ে চল—
সক্রিয় অনুচর্য্যী-তৎপরতায়,
তাঁ'র সব যা'-কিছু-সহ
তাঁ'র স্বার্থকেই একমাত্র
নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে,—
বিভব বিভা-বিকিরণে
অভাব ও অনটনের স্বতঃ-নিরোধে
দীপালি-তৃপ্তিতে
তোমার অন্তর-বাহির
আলোকিত ক'রে রাখবে। ৩৫১।

সুকেন্দ্রিক সংহত হ'য়ে
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ-তাৎপর্য্যের অনুধাবনে
সঙ্গতি-সমন্বয়
কিংবা অন্বয়ী সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরকে অনুসন্ধান কর,—
বোধায়িত পরিক্রমার প্রজ্ঞালোকে
তাঁ'কে অনুভব করবে,
আর, ঐ অনুভূতি নিয়ে
সমষ্টির ভিতরেও
তা'রই সতাৎপর্য্য আবির্ভাব
তোমাতে প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে—
ভূমা-বৈভবে। ৩৫২।

কেন্দ্রায়িত আগ্রহ যখন
তা'র বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ
সরঞ্জাম-সুপুষ্ট হ'য়ে
উদ্দাম হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় সুষ্ঠু পদবিক্ষেপে

স্বার্থকে রূপায়িত ক'রে তুলতে,—
তা'র অন্তর্নিহিত উদ্দীপনা
ঐ চরিত্রের চুম্বক-প্রভায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে
এমনতর সংহতি সৃষ্টি ক'রে তোলে
যে, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রকৃতি
সুশৃঙ্খল, কর্ম্মপ্রাণ, সুপুষ্টদীপন প্রেরণায়
পৌরুষ-প্রভায়,
সানন্দ আশীর্ব্বাদে
সার্থকতায়
কৃতী ক'রে তোলে তা'কে। ৩৫৩।

ইষ্টকেন্দ্রিক হও—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,
ইষ্টানুগ পথে চল,
শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে ওঠ সবারই তুমি—
সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রেখে—
সেবানুকম্পী চলনে,
সবাইকে আপ্তীকৃত ক'রে নাও—
সুসংহত ক'রে
ইষ্টানুগ সহযোগিতায়
দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতাকে তিরোহিত ক'রে
পারস্পরিক কুশল-কৌশলী
পুষ্টিপ্রদ পরিচর্য্যায়,
সমবেত সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ ইষ্টে,
ঈশ্বরে। ৩৫৪।

তোমার শ্রেয় যিনি,
শ্রদ্ধার্হ যিনি তোমার,
সশ্রদ্ধ সানুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
তঁদনুচর্য্যাপরায়ণ যদি না হও,

আপ্যায়নায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে না তোল তাঁকে,
বিনীত নিয়মনে সুব্যবস্থ সমীক্ষায়
তাঁকে যদি নন্দিত ক'রে তুলতে না পার,
তুষ্ট ও প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে না পার
বিহিত ব্যবস্থা ও ব্যবহারে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
আর, সেই.সন্দীপনায়
তোমার পরিবেশ যদি অনুপ্রেরিত না হয়—
আগ্রহদীপনা নিয়ে,—
ঠিক বুঝে রেখো,
তুমিও বিহিতভাবে
কা'রও কাছে
অমনতরভাবে
নন্দিত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
শ্রেয়ের প্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'য়ে
তুমিও পরিবেশে
তুষ্টিলাভ করতে পারবে না,
মান, সম্ভ্রম, হৃদ্য আধিপত্য হ'তেও
বঞ্চিত হবে তুমি,
করবে যেমন, পাবেও তেমনি। ৩৫৫।

মহৎ বা বড়কে অনুবর্ত্তন করতে হ'লেই
তাঁ'র সঙ্গ ও সেবা করতে হ'লেই চাই,
শীল ও সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব বজায় রেখে
অনুসন্ধিৎসু শক্ত অনুরাগ,
নয়তো, প্রবৃত্তি-অভিভূত-অহং-এর প্ররোচনায়
স্বার্থসন্ধিৎসুতায় রঙ্গিল হ'য়ে
অপরিণামদর্শী অনুসরণ
এমন দোষদৃষ্টির
অবতারণা ক'রে তুলতে পারে
যা'তে প্রত্যয় নাকাল হ'য়ে

অন্তর্দ্দেবতার মুখে চুণকালি মেখে
ভূত ক'রে ছেড়ে দিতে পারে,
এই ভূতাবিষ্ট প্রবৃত্তি
স্বতঃস্বেচ্ছ পরিচালনায়
অন্ধকূপের অন্ধতম প্রদেশে
তোমার স্থান নিরূপণ করতে ত্রুটি করবে না ;
তাই সাবধান !
তোমার সম্বল যা'ই থাক্,
অচ্যুত নিষ্ঠাসম্পন্ন অনুরাগ নিয়ে
সশ্রদ্ধ অনুসরণে
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে
একটুও গাফিলতি ক'রো না,—
পরশ-পাথর-স্পর্শে
তুমিও সোনা হ'য়ে যাবে। ৩৫৬।

তোমার সৌরত-সন্দীপনা
অচ্যুত সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
যে-মুহূর্ত্তেই সশ্রদ্ধ সহজ-অনুচর্য্যায়
শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠলো,
আর, ঐ শ্রেয়ানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
তুমি সুখ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগলে—
সার্থকনিষ্পন্ন প্রভাবান্বিত হ'য়ে,—
ঐ মুহূর্ত্ত বা লহমা থেকেই
তোমার জীবন
শ্রেয়ভূমিতে অভিষিক্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো,
তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মফল-সম্বুদ্ধ বোধিও
মোড় ফিরে
সার্থক নিবন্ধে উন্নীত হ'তে সুরু ক'রলো,
একলহমা পূর্ব্বে তুমি যে-মানুষ ছিলে
পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে তুমি আর তা' নও,
জ্যোতিষ্মান জলুসের ক্রম-উদ্দীপনায়

দীপালী-দীপ্তিতে বিভূষিত হ'য়ে
চলতে লাগলো তোমার জীবন—
তোমার জ্যোতিঃপ্রভাবে
পারিবেশিক তমসাকে বিদীর্ণ ক'রে। ৩৫৭।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি,—
তাঁ'র প্রতি আরতি-নিবন্ধ অনুরাগ
যা'দের অনুগতিকে অবাধ ক'রে তুলেছে,
আর, তদনুগ কৃতি-দীপনার
অনুগতি-অনুসরণে
বিনায়িত হ'য়ে
উচ্ছল তপনায়
যা'রা সলীলস্রোতা,—
ঈশ্বর ব'লে
তা'রা কিছু বুঝুক বা না বুঝুক,
ঐ সুকেন্দ্রিক আরতি-রাগলাস্য-অনুরঞ্জিত
ভজন-দীপনায়
তা'রা যা'-কিছুকে
সুসঙ্গত সার্থকতায়
সুদীপ্ত প্রতিভায়
ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত ক'রে
বোধিসত্তায়
প্রসাদ-নন্দিত অনুবেদনায়
স্বতঃ-সাধিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে। ৩৫৮।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ
বা শ্রেয়-অনুধ্যায়িনী আরতিকে
উপেক্ষা ক'রে,
অর্থাৎ শ্রেয়তে

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় আরতিসম্পন্ন না হ'য়ে
যা'রা ঈশ্বরোপাসনা করতে যায়—
বিকৃত-বধির মরীচিকা-বিলোল
জ্ঞানলিপ্সায় বিভোর হ'য়ে,
সার্থক-সঙ্গতিকে উপেক্ষা ক'রে,
প্রবৃত্তি-পাথেয় নিয়ে,—
মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই উপাসনা ক'রে থাকে তা'রা ;
অন্বিত-সঙ্গতির সার্থক-সমঞ্জসা
সক্রিয় বোধ-বিনায়নী তৎপরতা নিয়ে
তা'দের বোধিসত্তাকে
নিয়ন্ত্রণ-বিনায়নে অর্থান্বিত ক'রে
বাস্তবিকতাকে
প্রত্যক্ষ ক'রতে পারে না তা'রা ;
তাই, সেখানে সত্যের হামলা আছে,
নাই তা'র অর্থান্বিত বিভা ;
সিদ্ধিহারা অনর্থক বিভব
বিভূতিহীন জৃম্ভী-প্রতিভায়
নিজেকে মূঢ়ত্বেই অবশায়িত ক'রে তোলে ;
তাই, তোমার আরতি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আত্ম-বিনায়নী পরিবীক্ষণা নিয়ে
অন্বিত-সঙ্গতির সার্থক-সামঞ্জস্যে
সমাসীন হ'য়ে
বাস্তব চলনে যতই চলতে থাকবে,—
সার্থকতার কৃতী-দীপনা
মঙ্গল-অর্ঘ্যে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চলবে তেমনি। ৩৫৯।

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় ব'লে
আগ্রহ-সন্দীপ্ত অন্তঃকরণে

যাঁ'তে আরতিসম্পন্ন হ'য়ে র'য়েছ,—
শ্রেয়ই যদি চাও,
সুযুক্ত হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে—
সক্রিয় অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে,
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে ;
এই যোগ-সন্দীপ্ত তৎপ্রীতিপ্রবণ
উপচয়ী অনুচর্য্যায়
তোমার চিত্তবৃত্তি
ঐ কেন্দ্র-নিয়মনায়
তাঁ'তেই নিরোধ লাভ করবে,
অর্থাৎ তাঁ'তেই ব্যাপৃত হ'য়ে উঠবে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
তাত্ত্বিক চক্ষুর উন্মীলনী উদ্দীপনায়
সর্ব্বতোবিন্যাস-বিভূতিসম্পন্ন হ'য়ে
তৎ-ধৃতি-দীপনায়
জ্ঞানপ্রবীণ বোধদীপ্তিতে
সম্যক্ ধারণায়
সমাসীন হ'য়ে উঠবে তুমি ;
আর, এই ধৃতিকেই
সহজভাবে বলা হ'য়ে থাকে
সমাধি—
সম্যক্ ধারণায় অধিষ্ঠিত হওন। ৩৬০।

যিনি তোমার শ্রেয়,
যাঁ'কে তোমার জীবনপ্রদীপ ব'লে গ্রহণ করেছ,
তোমার চাহিদা বা প্রবৃত্তি
যা'-কিছু থাক না কেন,
সবগুলিকে
সুকেন্দ্রিক অন্বিত-তৎপরতায়
সার্থক-সমাধানে
তদনুচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে সার্থক হও ;

তোমার মান, অভিমান, আত্মমর্য্যাদা
ও স্বার্থ-গৌরব-আকাঙ্ক্ষা,
যা'ই কিছু বল না কেন,—
সেগুলির পরম-সার্থকতাই
যেন হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে ;
তাঁ'র আদেশ, নিদেশ, উদ্দেশ্য,
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার সংরক্ষণী
সব যা'-কিছু নিয়েই
তুমি ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠ,
আর, তা'কে সুব্যবস্থ নিষ্পন্নতায়
সমাধান ক'রে তোল ;
ঐ-ই তোমার জীবনের
তপশ্চর্য্যা হ'য়ে উঠুক,
সেই বৈষ্ণব কবির ধারায় আমিও বলছি—
মনে ভাব,
করও তেমনি—
'তোমারই গরবে
গৌরব মোর
সুন্দর তব রূপে,
তোমারই স্বার্থ
আমারই অর্থ
নন্দিত যশোধূপে'। ৩৬১।

শ্রেয়ার্থকেই
তোমার জীবনের স্বার্থ ক'রে লও,
তদুপচয়ী কর্ম্মই
তোমার দৈনন্দিন জীবনের
তপস্যা হ'য়ে উঠুক,—
সশ্রদ্ধ সুসঙ্গত সমর্থনী বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
তোমাতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক—
সক্রিয় অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে ;

তাঁ'র শুভকে আমন্ত্রণ কর,
অশুভ অপযশকে নিরোধ ক'রে
তাঁকে শুভ-সন্দীপনায় সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
ক্ষিপ্র-কুশল দক্ষ-তৎপরতায়,
তাঁকে সর্ব্বাঙ্গীণ, সর্ব্বতোমুখীন অনুচর্য্যা ক'রে
যে-অবদান অভিনিঃসৃত হয়
তা'ই-ই তোমার সত্তাপোষণ ও জীবন-ধারণের
পবিত্র উপকরণ হ'য়ে উঠুক,
তাঁ'র শ্রেয়বাণী ও শ্রেয়নিদেশের
সর্ব্ব-আপূরণী অনুপ্রাস
যেখানে যেমন পাও সংগ্রহ ক'রে
সুসঙ্গত সমন্বয়ে
সম্পুষ্ট ক'রে তোল তাঁকে,
তাঁ'র প্রত্যেকটি বাক্,
প্রত্যেকটি ব্যবহার,
প্রত্যেকটি কর্ম্মানুপ্রেরণা
তাঁ'রই রাগরঞ্জিত হ'য়ে
প্রতিটি ভঙ্গীতে
পরিস্ফুট হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
সব যা'-কিছুরই
সুসম্পন্ন-নিষ্পন্নতার সাধুসঙ্গীতি সৃষ্টি ক'রে—
কৃতিত্বের পতাকাবাহী হ'য়ে
সাধু সৌকর্য্যে
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায় ;
আর, এই হো'ক তোমার
জীবনমন্ত্রের তপ,
জীবনযাত্রার অভিযান। ৩৬২।

তুমি শুধুমাত্র
অন্তরে অন্তরাসী আগ্রহ নিয়ে
যে-মুহূর্ত্ত থেকে দাঁড়ালে,

সেই মুহূর্ত্ত থেকেই
তোমার স্বাভাবিক সহজ-ইচ্ছা
স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃ-প্রণিধানে
তোমার ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত ক'রে—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মানুপ্রেরণায়,
যা'-কিছু সবতা'রই উপযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে,—
তা' শ্রেয়ই হো'ক আর অশ্রেয়ই হো'ক,
ঐ আগ্রহ যত একানুরক্ত,
তীব্র ক্রমাগতিসম্পন্ন হ'য়ে চলতে থাকবে,—
তোমার জীবন-চলনাও
ঐ পথে
প্রতিপদক্ষেপে উদ্গতি লাভ ক'রে
চলতে থাকবে ততই ;
যে-চাহিদায় তুমি অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে
উদ্দেশ্যোন্মুখ হ'য়ে উঠবে,—
সেই লহমা থেকে
তোমার জীবন আবর্ত্তিত হ'য়ে
সেই দিকে বিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলবে ;
কাণ্ড কিন্তু এক-লহমার,
এ অন্তরাসী আবেগ নিয়ে
তুমি যতই দুর্নিবার হ'য়ে চল না কেন—
তোমার ক্লান্তি
ঐ আবেগ-উদ্ভাসিত হ'য়ে
অক্লান্ত হ'য়ে উঠবে,
তুমি তোমাকেই অবাক ক'রে তুলবে ;
আর, তা' না ক'রে
বাধ্যতার পরিশাসনে
যা'ই করতে যাও না কেন,—
অতি অল্প প্রচেষ্টাতেও
তুমি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে,

ক্লান্তি তোমাকে
অবসাদে অবসন্ন ক'রে তুলতে থাকবে। ৩৬৩।

যাঁকে তোমার স্বতঃ-সম্বেগ
সত্ত্ব ক'রে নিয়েছে,
যাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার জন্য
তুমি যদি নিঃশেষও হ'য়ে যাও,
তা'ও মঙ্গল ব'লেই মনে হয়,
যিনি তোমার সর্ব্বস্ব,
তোমার জীবন ও জগৎকে
যাঁ'তে সার্থক ক'রে তোলাই
তোমার পরম-পরমার্থ,
যিনি তোমার শ্রেয়—প্রিয়পরম,—
এমনতর বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কেউ
যদি তোমার থাকেন,—
যেমনতর উপচয়ী অনুচর্য্যী তপস্যায়
তাঁ'কে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
প্রতিষ্ঠিত ক'রে
তোমার উদ্বর্দ্ধনা উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে
তা' করতে এতটুকুও কসুর করবে না ;
তিনি যা'ই বলুন না কেন—
আপাতদৃষ্টিতে তা' শ্রেয়ই হো'ক
বা অশ্রেয়ই হো'ক,
নিষ্ঠুর হো'ক আর ক্রূরই হো'ক,
মানেরই হো'ক বা অপমানেরই হো'ক,
বিপদের হো'ক বা সম্পদেরই হো'ক,
সুখেরই হো'ক বা দুঃখেরই হো'ক,
গৌরবেরই হো'ক আর হীনতারই হো'ক,
তা' অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ হবে না,—
যদি তা'র ফলে তিনি অমর্য্যাদাগ্রস্ত না হন,
আর, এ ছাড়া যেখানে

যে-কোন প্রশ্নই আসুক না কেন,
তুমি মুখে যা'ই বল না কেন—
তোমার অন্তরে
দ্বৈধীভাব দোলায়মান তখনও ;
তুমি মূর্খই হও, আর পণ্ডিতই হও,
ঐ নির্দ্ধারিত নির্দ্বন্দ্বের আওতায় যখন এলে,—
এটা নিঃসন্দেহ যে,
তুমি প্রবৃত্তির সমাধি হ'তে
মুক্তিলাভ ক'রেছ তখন,
নয়তো, মনোবৈকল্য
তখনও তোমার অন্তরে
আধিপত্য বিস্তার ক'রে র'য়েছে—
তা' যেমনতরই হো'ক না কেন—
হয়, আহাম্মকী প্রীতি-ঔদার্য্যে,
নয়, অজ্ঞ-ইতর হীনম্মন্যতায়। ৩৬৪।

তোমার শ্রেয় যিনি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীবনকেন্দ্র যিনি,
তুমি যাঁকে প্রিয়পরম ব'লে গ্রহণ করেছ
যা করতে চা'চ্ছ,
তাঁ'র ভাব, তাঁ'র চাহিদা,
তাঁ'র চিন্তা-চলনগুলিকে
তোমার বোধি-অনুশীলনে
হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা কর—
তাঁ'রই ঐ ধারাতে,—
তোমার মতন ক'রে ;
আর, তাঁ'র কথা, ব্যবহার, অভিব্যক্তিগুলি
যা' তুমি অনুধাবন ও অনুসরণ ক'রে
ক্রিয়াশীল হ'তে পারছ না—
উপচয়ী তৎদনুচর্য্যায়,—
সেইগুলিকে নিজেরই ক'রে নাও—

চিন্তায় ভেবে,
বুঝের অনুশীলনে,
সক্রিয় কর্ম্ম-তৎপরতায়,—
তাঁ'র স্বার্থকেই
তোমার স্বার্থ ক'রে নাও,
নিজের স্বার্থ বলতে যা' বোঝ,
তা'কে স্বার্থ ভাবতে যেও না ;
অমনি করতে-করতেই
তোমার ভিতরেও ক্রমশঃ
বোধি-তাৎপর্য্য
সক্রিয় অনুক্রমণায় স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে,
পরিস্থিতি ও পরিবেশের ভূয়োদর্শনে
সামঞ্জস্যে সুসঙ্গত ক'রে
তা'র মোক্‌থা সূত্র যা'
তোমার বাক্যে, বুঝে, চিন্তায় ও কর্ম্ম-তৎপরতায়
অনুশীলন ক'রে
অভ্যাসে স্বতঃ ক'রে তোল ;
তাঁ'তে অনুরতির ভিত্তিতে
সংস্কারের সুসঙ্গত বিন্যাসে সার্থক হ'য়ে
অন্বিত তাৎপর্য্যে
সেগুলি তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
সক্রিয় সার্থক-অভিদীপ্তিতে ;
এই হ'চ্ছে অনুচর্য্যী অনুশীলনের তুক,
আর, ঐ-ই যোগ-তাৎপর্য্য। ৩৬৫।

তোমার যা' আছে
তা'তেই যদি তুমি সীমায়িত হ'য়ে থাক—
তবে যোগ্যতা অবলুপ্ত হ'য়ে চলবে,
আর বাড়তে পারবে না,
তাই, যা' আছে—তা'র উপর দাঁড়াও,
তা'র সদ্ব্যবহার কর,

তা'র উপর দাঁড়িয়ে
মজুত নজর রেখে
আরোর প্রচেষ্টায় হাত বাড়াও—
ইষ্টানুগ সার্থকতায়,
আর, ওতে সঙ্গতি রেখে সংগ্রহ কর,—
বেড়েই চলবে বেপরোয়া । ৩৬৬ ।

অহৈতুকী কৃপা
স্মিত-সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
তাদের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়—
অহৈতুকী ভক্তি যা'দের
স্বতঃ-সক্রিয়তায়
বাক্-ব্যবহার-চরিত্রে
প্রীতিপ্রফুল্ল উদ্দীপনা নিয়ে
সাথিয়া হ'য়ে চলে—
কেন্দ্রায়িত নিরবচ্ছিন্নতায় । ৩৬৭ ।

তোমার যদি অভ্যাস না থাকে,
যোগ্যতায় যদি কাঁচাই থেকে থাক তুমি,
অভিপ্রায় থেকেও
যদি কোন-কিছুতে
আগ্রহ তোমার শিথিলই হ'য়ে থাকে,—
তেমনতর কোন কাজের দায়িত্ব পড়লে
ঠিক-ঠিক সময়-মতন
যেমন-যেমন ক'রে তা' সুসম্পন্ন করতে হয়
নিখুঁতভাবে—
তা' ক'রে ফেল ;
প্রথমে একটু অসুবিধা ও কষ্ট হ'তে পারে,
তবুও আগ্রহাতিশয্য নিয়ে
সময়মত সেটা কিন্তু
সুসম্পন্ন করতেই হবে তোমাকে,

আর, তা' ক'রে ফেললেই
পরে অমনতর যা' করবে বা করতে যা'চ্ছ
অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে উঠবে তা'—
খুঁটিনাটি বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে,
কিন্তু তা'ও সময়মত নিখুঁতভাবে
সুসম্পন্ন করতে হবে,
আর, তা'র জন্য যতখানি
যেমন প্রয়াসের দরকার
তা' নিয়োগ করতে হবে ;
এমনি ক'রে করতে-করতে দেখতে পাবে—
ঐ আগ্রহাতিশয্যের সহিত
ঐ প্রয়াস-তৎপরতা
ক্রমশঃই সহজ হ'য়ে আসছে,
অভ্যাস তোমাকে
এমনতর সুদক্ষ ক'রে তুলবে,
সময়মত সুসম্পন্ন করবার যোগ্যতা
তোমাতে সহজ ও সরল হ'য়ে উঠবে,
প্রয়াস ও যোগ্যতা
সুযোগ্য সহচর্য্যায়
তোমার স্বভাবকে স্বতঃ ক'রে তুলবে,—
তুমি কৃতী হ'য়ে উঠবে স্বাভাবিকভাবে । ৩৬৮ ।

অন্ততঃ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে
যখন তুমি প্রার্থনা কর,—
তা'র একটু আগে
সম্ভব হ'লে কিছুক্ষণ স্থির মনে
একজায়গায় উপবেশন কর,
আর, ভেবে দেখ—
সে-দিন হৃদ্য যোগ্যতার সহিত
কোন্-বিষয়ে
কী কী কেমনতরভাবে নিষ্পন্ন করেছ,

আরো সুন্দরভাবে দক্ষতার সহিত
কিছু করতে পারতে কিনা ;
যদি মনে হয় পারতে
তা' মনে এঁচে রেখো—
সুবিধা পেলে
সৌকর্য্যের সহিত হাতে-কলমে
সেগুলিকে আরো সৌন্দর্য্যে
সুসম্পন্ন করতে যা'তে পার ;
সঙ্গে-সঙ্গে ভেবে দেখ—
কী কী ভুল করেছ,
সে ভুলগুলি কেন করলে,
তা' না করার
কোন হাত ছিল কিনা তোমার,
হাত যদি নাই থেকে থাকে
কেনই বা রইলো না তা',
কী করলে তা' হাতে আনতে পারতে,
হাত যদি থেকেই থাকত
সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করলে না কেন,
এমনি ক'রে বিবেচনাপূর্ব্বক
যদি সেগুলিকে সংশোধন ক'রতে পার
ক্ষিপ্র তৎপরতার সহিত তা' ক'রো—
বোধায়নী বিবেচনায়
সুদক্ষ কুশল-কৌশলী তৎপরতা নিয়ে,
ভবিষ্যতে যা'তে ভুল না করতে হয়
সেদিকে নজর রেখে চ'লো,
আরো ভেবে দেখ—
কী কী করা উচিত ছিল,
আর, তা' কেমন ক'রে
অবজ্ঞাত হ'য়েছে তোমার কাছে,
খেয়াল রাখনি তুমি,
বা সময়, সুবিধা, সুযোগ পেয়ে ওঠনি,

সেগুলিকেও তৎপরতার সহিত
সুসিদ্ধ মীমাংসায় এনে
দক্ষতার সহিত
সুনিয়মনে নিষ্পন্ন ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
কেমন ক'রে ত্রুটি করবে না,—
তা'র ফন্দিফিকির সমস্তই
তোমার বোধিমর্ম্মে গ্রথিত ক'রে রেখো,
যা'তে ভ্রান্তিবশে
অযথা ভারাক্রান্ত না হ'তে হয় ;
ঐ পর্য্যালোচনার চুম্বক-তাৎপর্য্য নিয়ে
প্রার্থনায় মনোনিবেশ কর,
জপতপে নিয়োজিত হও,
আর, ভুলভ্রান্তি যা'-কিছুকে
নিত্য-নিয়মিতভাবে অপনোদন ক'রে চলতে থাক—
সুব্যবস্থ শৃঙ্খলার সহিত,
এমনতর অভ্যাসে চললে
কিছুদিনের মধ্যে দেখতে পাবে—
তোমার মন, মস্তিষ্ক, মেধাশক্তি ক্রমশঃই
উদ্বর্দ্ধনী পদবিক্ষেপে চলতে সুরু করেছে—
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্মানুপ্রেরণার
সুবিন্যাসী তাৎপর্য্যে। ৩৬৯।

যা'রা মনে করে,
ঈশ্বরোপাসনায়
তাঁতে নিজের কর্ম্ম-নিঃসৃত ফলকে উৎসর্গ ক'রে
আত্মপ্রসাদে অভিনন্দিত হওয়ার
কোন প্রয়োজন নাই—
তাঁতে—জীয়ন্ত-বেদীমূলে অর্থাৎ ইষ্টে
নিজের ইষ্টানুগ পথে
শ্রমনিয়ন্ত্রিত উপচয়ী অর্জ্জনী অর্থ দিয়ে

তাঁতে ঐ অর্থকে সার্থক ক'রে তোলবার
কোন তাৎপর্য্যই নেইকো—
নিজের অর্থ, সামর্থ্য ও সম্বৃদ্ধি দিয়ে
তাঁর সেবায় উৎকর্ষিত হ'য়ে
উৎক্রমণশীল হওয়া একটা ভ্রান্তিমাত্র—
ঐ অর্থ দিয়ে
অভিনন্দনায় তাঁকে
নিজের অন্তরে অভিদীপ্ত ক'রে তোলা
একটা অসৌষ্ঠব-অনুষ্ঠান,—
ঐ ভ্রান্তি-বুদ্ধিই ব্যামোহ,
স্বার্থসন্ধিৎক্ষু ভজন
দুর্ভাগ্যেরই আমন্ত্রক ছাড়া কিছুই নয়কো,—
যে-ব্যভিচারে ইষ্ট বা ঈশ্বরে
মমতাকে উদগ্র ক'রে
মমতা-নিবদ্ধ হ'য়ে
নিজের যা'-কিছু দিয়ে
তাঁকে অর্চ্চনা ক'রে
আশীর্ব্বাদ-চর্চ্চিত হ'য়ে
উদ্বর্দ্ধনে উৎক্রমণশীল হওয়া
বা তপশ্চর্য্যাকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
উদ্গতিকে আলিঙ্গন করার
কোন উপায়ই থাকে না ;
এমনতর ব্যুৎপত্তির ফলে
সংকীর্ণ স্বার্থে ভ্রষ্টাচারী হ'য়ে
নষ্টের আহুতি যে হ'তেই হবে
তা' প্রায়শঃই অতি নিশ্চিত,
যতক্ষণ তোমার নিজেকে
তোমার যা'-কিছু নিয়ে
পরিপালন করার প্রয়োজন আছে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার অন্তরে
তাঁকে পরিপালন করার

অনুষ্ঠান-আচরণ যদি
সক্রিয় উদগ্র হ'য়ে না থাকে,—
তোমার যা'-কিছু
সমন্বয়-সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
তাঁতে সার্থক হ'য়েই উঠবে না,
বঞ্চনাই হবে তোমার তপের উপঢৌকন ;
ধন্যই যদি হ'তে চাও—
তোমার বিষয়কে বিশ্বনাথে
সার্থক ক'রে তোল
অন্তর এবং বাহিরে,
নিজের অস্তিত্বকে
যথাযোগ্য পরিপালিত ক'রে
পরিপোষিত ক'রো,
আর, এ যেমন যেখানে যতটুকু করবে—
করার তারতম্যে
প্রাপ্তিও হবে তেমনি। ৩৭০।

ব'লে দিও সবাইকে,
বুঝিয়ে দিও—
পঞ্চবর্হিপালী গোত্রসংরক্ষী আর্য্যদের
জাতিলোপ পায় না কখনও,
আপদ-অধ্যুষিত বিধ্বস্তি-বিপর্য্যয়ে
কৃষ্টি-তাৎপর্য্য যদি কখনও
রক্ষা নাও ক'রতে পার—
আপদ্-অবসানে সদাচারী হ'য়ে
প্রায়শ্চিত্ত-চিকিৎসায়
নিজেকে পরিশুদ্ধি ক'রে নিও,
সংস্কৃতির ব্যত্যয় যদি ঘ'টে থাকে কিছু—
সংশোধিত হবে ;
যে-কোন প্রকারেই হো'ক
যে-কোন অবস্থায়ই পড় না কেন—

পঞ্চবর্হি'র সূত্রটিকেও যদি
পরিপালন ক'রে চলতে পার
তবে প্রায়শ্চিত্ত-চিকিৎসারও প্রয়োজন নাই,
শুধু মনে রেখো—
প্রতিলোম পরিণয়
জীবের জৈবী-সংস্থিতির
বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে,
সেটা হ'তে আত্মরক্ষা করতে
যত্নশীল থেকো,
নয়তো, যে-রূপে যে-কায়দায়ই হোক
যে-ভাষায়ই হোক
বা যেমন ক'রেই হোক
তুমি পঞ্চবর্হি'র তাৎপর্য্যকে
পরিপালন ক'রে যদি চলতে পার—
বিপর্য্যয় তোমাকে
বিপর্য্যস্ত করতে পারবে না কখনও,
ইষ্টানুগ ঈশ্বরানুসরণে
শান্তির পথে
স্বস্তিকে নিয়ে
শুভ-সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হবে ;
মানুষকে শান্তি দাও,
নিজে শান্তি পাও,
শক্তি ও বীর্য্যে
সংহতির পথে
অজেয় হ'য়ে চলতে থাক। ৩৭১।

চাহিদাকে উদগ্র ক'রে তোল—
তা'র অন্তরায়ী যা'
তা'র প্রতি লোভমুক্ত হ'য়ে,
কিন্তু নজর রেখো, তা' যেন
সত্তার অপলাপী না হয়,

আর, আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
ও আদর্শনিবদ্ধ সংহতি ও সহযোগিতার
পোষণ ও পূরণ-ছাড়া
ব্যাঘাত না আনে কিছুতেই ;
আর, চাহিদাকে
যেমন উদগ্র ক'রে তুলতে হবে,
তা'কে আবার তেমন
নিয়ন্ত্রণও করতে হবে—
যেন সে তোমাকে
অনর্থক প্ররোচনায় প্ররোচিত ক'রে
ব্যর্থ ক'রে না তোলে ;
চাহিদার উদগ্রতাই হ'চ্ছে—
উদগ্র জীবনপ্রবাহের পরিচয়,
আর, তা' যেন
আগ্রহ-উদ্দীপনায় কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ইষ্টানুগ শ্রেয়চলনে
তোমার শরীর ও মনকে
সক্রিয় কর্ম্মপ্রেরণায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,—
যা'র ফলে, তুমি দুঃখ ও কষ্টে
অভিভূত না হও,
ক্লান্তি ও অবসাদগ্রস্ত না হও,
বিতৃষ্ণা-অভিভূত না হ'য়ে পড়,
বাধা-বিপত্তি-বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ক'রে
সময়, সুযোগ ও সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে
নিখুঁত নিষ্পন্নতায় কৃতার্থ হ'তে পার ;
পৌরুষের শৌর্য্য-উদ্দীপনা
ও চাহিদা-পরিপূরণের
একাগ্র উদ্বুদ্ধ অভিগমন যা'দের
অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি-লিপ্সায়

কল্পনাবিধুর নিষ্ক্রিয়তাতেই
নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে,—
বুঝে রেখো,
জীবনপ্রবাহ তাদের শ্লথ,
তাই, তা'রা প্রায়শঃ অযোগ্য, অপটু ও শ্লথকর্ম্মা,
দুর্ব্বল অন্তর কখনই
ইষ্ট বা আদর্শে সুনিষ্ঠ হ'য়ে
প্রবৃত্তির সার্থক-সংহতি নিয়ে
সক্রিয় উন্মাদনায়
কর্ম্মের শুভ-সম্পাদনে কৃতার্থ হ'য়ে
কৃতীর আসন লাভ ক'রতে পারে না ;
তাই, ওঠো, জাগো,
শ্রেয়তে প্রবুদ্ধ হও—
কুশলকর্ম্মা হ'য়ে
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে সহচর ক'রে
তোমার জীবনের যা'-কিছুকে
সব দিক্ দিয়ে
কানায়-কানায় সার্থক ক'রে তোল—
ইষ্টে, আদর্শে, ঈশ্বরে । ৩৭২ ।

হে সৎ-অসদতীত অব্যক্ত! অনামী!
অদ্বিতীয়! প্রাচীন নবীন!
ঐ সবিতা লোল-লালিমারঞ্জিত
বীচি-বিকিরণী রাগদীপনায়
অভ্যুদয়ী আবেগে
অস্তল চলনে চলেছে—
ভূর্ভুবঃ-স্বঃ উদ্ভাসিত ক'রে
অন্তরীক্ষে স্ফোটনাবেগে
তোমারই আশিস্-উৎসারিত
অন্তর্বিকাশী ঐশীবিকিরণে
চেতনা-সন্দীপ্ত ক'রে,
শ্লথমন্থর মদির-আবেগে
জীবন-ধীকে
নিদ্রালু চেতনায়
শ্রমবিলোল ক'রে;
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ,
রাত্রি সমাগত,
আমাদের এই চেতন-দীপনা
ইষ্টার্থ-অনুকম্পী হ'য়ে
প্রাঞ্জলরাগে সমাহিত হ'য়ে উঠুক,
সুপ্তি আমাদের বোধিকে
প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক,
স্বস্তি সলীল নির্ঝরে
সুস্থিকে সুপুষ্ট ক'রে তুলুক,
আমাদের পরিবার, পরিজন, পরিবেশ
সবাই সম্বুদ্ধ আবেগে

সংহত হৃদয়ে
সানুকম্পী সহযোগিতায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
উদ্দীপ্ত আনতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠুক তোমাতে,
সুদীর্ঘজীবী হো'ক সবাই,
সুস্থিতে সুপুষ্ট হো'ক সবাই,
শান্তিতে সমৃদ্ধ হো'ক সবাই,
সবারই অন্তর
সানন্দ সংহিতি নিয়ে
প্রীতি-ছন্দে জেগে উঠুক,
গেয়ে উঠুক—
তুমি সবারই নমস্য,
তুমি সবারই সত্তা!

* * *

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

সুগম হবে।

১৫৭। শক্তির বিকাশ।

১৫৮। গুণরাজি ইষ্টার্থী ক'রে তোল, সুন্দর হবে তুমি।

১৫৯। ইষ্টের যে-অনুজ্ঞা পালন ক'রতে গিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন হ'তে পারে, সে-অনুজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ক'রবে।

১৬০। শত্রুকে গ্রহমুক্ত ক'রে তুলতে পারলে, বোঝা যাবে, ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠা তোমাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে তুলেছে।

১৬১। ইষ্টার্থপোষণী আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠ।

১৬২। ব্রহ্মকে জানার তুক।

১৬৩। ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে যা'-কিছু সব ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তোল।

১৬৪। নিজের স্বার্থ-প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ইষ্টার্থী যা' তা' ত্বরিত নিষ্পন্নতায় সম্পন্ন কর।

১৬৫। বিরজা হোম ও বৈতরণী পারের তাৎপর্য্য।

১৬৬। প্রাজ্ঞ বহুদর্শী হওয়ার পথ।

১৬৭। মস্তিষ্ক-লেখার সার্থক বিন্যাস।

১৬৮। ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান বা আরাধ্যের আবির্ভাব।

১৬৯। বিশ্লেষণ কর, কিন্তু সংশ্লেষণকে বাদ দিয়ে নয়।

১৭০। ইষ্টার্থে প্রচেষ্ট হ'য়ে অকৃত-

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

কার্য্য হ'লেও ঘাবড়ে যেও না; বরং বিহিত তপস্যায় তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল।

১৭১। সার্থক চলনায় ইষ্টনিদেশ ও তপশ্চরণ।

১৭২। অবরুদ্ধসৌরত ও আত্মজিৎ কে?

১৭৩। দীক্ষা, শিক্ষা ও সমাবর্ত্তনের সার্থকতা।

১৭৪। ইষ্টার্থসন্দীপী সমষ্টিগত বৈঠক ব্যক্তিগত সাধনারই অনুপূরক।

১৭৫। তোমার সব বৃত্তিকেই ইষ্টার্থ-পূরণী বৃত্তিতে অর্থান্বিত ক'রে তোল।

১৭৬। প্রকৃত অধ্যাত্মক্ষুধা তোমাকে বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রবেই।

১৭৭। অভ্যুদয়ের ভিত্তি।

১৭৮। ইষ্টানুচর্য্যা নিয়ে কৃতিত্বকে অর্জ্জন কর, আর তাঁতেই ন্যস্ত কর তা'।

১৭৯। তোমার ইষ্টার্থ-পরায়ণতা তাঁতে সার্থক হ'তে তোমায় দুর্ব্বার ক'রে তুলবে।

১৮০। সক্রিয় দায়িত্ব নিয়ে ইষ্টার্থ-সন্দীপী না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয় না; প্রজ্ঞাও দূরে থাকে।

১৮১। ইষ্টানুপূরণের ভিতর-দিয়ে

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শেলাক-সংখ্যা ও সূচী

শেলাক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম পঙ্‌ক্তি — বাণী-সংখ্যা

প্রথম পঙ্‌ক্তি **বাণী-সংখ্যা**

প্রথম পঙ্‌ক্তি **বাণী-সংখ্যা**

প্রথম পঙ্‌ক্তি		বাণী-সংখ্যা

স

শব্দার্থ-সূচী

গভীর, বেগবান্‌ ভাব ও ভাষার একটি গতিশীল, সঙ্গতিসিদ্ধ, প্রাণময় সত্তা আছে। সেই প্রাণ-মন্দাকিনী স্রষ্টার চেতনা ও অনুভূতিকে আশ্রয় ক'রে আপন প্রবাহে ছুটে চলে—নিত্য নব-নব বিকাশ-বিভঙ্গে। এমনি ক'রে সৃজনশীল সাহিত্যের কোলে ভাষা লালিত ও বর্দ্ধিত হয়। অভিনব ভাবসম্বেগকে প্রকাশ করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে অভিনব ভাষা, গঠিত হয় নূতন-নূতন শব্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের ক্ষেত্রেও তা'র ব্যতিক্রম হয়নি।......শ্রুতলিখনকালে বাণীর মধ্যে যখনই কোন নূতন শব্দ পেয়েছি, তখনই তাঁর কাছ থেকে শুনে নিয়েছি কোন্‌ বিশিষ্ট অর্থে উক্ত স্থলে ঐ শব্দটি প্রয়োগ ক'রেছেন। কোন-কোন ক্ষেত্রে একই শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অবশ্য একই শব্দের বিভিন্ন ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা ও অভিধেয় থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। যা হো'ক, এখন থেকে শব্দার্থ-সূচীর মধ্যে বাণী-সংখ্যা দিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে, যা'তে বোঝা যায়—কোন্‌ বিশেষ প্রসঙ্গে কোন্‌ শব্দটি কী অর্থ বহন করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নবগঠিত শব্দাবলীর উদ্দিষ্ট প্রতিটি অর্থই যে ধাতু-আশ্রয়ী ও ধাত্বর্থ-সমর্থিত, তা' আমরা অল্প-বিস্তর ইঙ্গিত করতে চেষ্টা ক'রেছি।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

অ

১। অংশু-দীপনী—২২৭ = বিভা-বিকিরণী।

২। অজগর-বৃত্তি—৯০ = অজগর সর্পের মত স্ফূর্ত্তিহীন, শ্রমবিমুখ ও স্বার্থসন্ধানী।

৩। অণয়ন-অনুদীপনা—১৪০ = প্রাণনপন্থার উদ্দীপনা।

৪। অণিকা-নির্ঝর—২৮১ = Quanta-র (ক্ষুদ্র অণুর) বিচ্ছুরণ।

৫। অতিশায়িনী—১৩৪ = বিশেষ আনতি-প্রবণ।

৬। অনুক্রমণ-সূত্র—৬৩ = পর্য্যায়ক্রমে চলার যে সঙ্গতি।

৭। অনুক্রমিত—২৯৮ = পরিচালিত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৮। অনুচর্য্যা-নিরততা—৩৪১ = সেবানিরত হয়ে চলতে থাকা।

৯। অনুধ্যায়িতা—৫৪ = অনুচিন্তনযুক্ত চলন।

১০। অনুনয়নী—২২৮ = কোন বিশেষ ভাব বা আদর্শ-অনুযায়ী নীত (চালিত) করে যে বা যা'।

১১। অনুপ্রাস—৩৬২ = অনুসরণের বিস্তৃতি।

১২। অনুবেক্ষী—২০৪ = বিশেষ দর্শন-সমন্বিত।

১৩। অনুবেদনা—৪৮ = অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।

১৪। অনুলেখন—৬২ = ছাপ, impression.

১৫। অনুলেখা—৬২ = ছাপ, impression.

১৬। অনুশায়িনী অভিসার—৩৩৩ = বিশ্বস্তভাবে আনত থেকে তন্মুখী যে চলন।
[অনুশায়িন্ = Devotedly attached to.]

১৭। অনুশ্রয়—৩০৯ = অবলম্বন, আশ্রয়।

১৮। অন্তরাসী—৬ = আগ্রহশীল, interested.

১৯। অপবর্ত্তন—২৫৮ = অপকৃষ্ট গতি।

২০। অপরামৃষ্ট—৩০১ = অক্লিষ্ট, অচঞ্চল।

২১। অবহিতি—২০ = মনোযোগ, জ্ঞান।

২২। অব্যয়ী-প্রজ্ঞা—২৩ = যে-প্রজ্ঞার ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ নেই।

২৩। অভিধায়না—১২৮ = তন্মুখী চলন।

২৪। অভিযোজন-প্রবণ—২৯৮ = কোন-কিছুর সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা-সম্পন্ন।

২৫। অভিশায়না—১১৬ = কোন বিশেষ দিকের ঝোঁক।

২৬। অভিষ্যন্দনা—১৭৩ = ক্ষরণ।

২৭। অভীঃরবে—২০১ = নির্ভয়-বাণীতে।

২৮। অর্থনা—১২৯ = অর্থসমন্বিত চলন ; meaningful go.

২৯। অস্তি-জয়ন্তী—২১৫ = থাকা যেখানে জয়যুক্ত।

আ

৩০। আচার্য্য-অভিধৃতি—১২৯ = আচার্য্যকে (ইষ্টকে) ধারণ পোষণ ক'রে চলা।

৩১। আধায়নী-সম্বেগ—৩০৬ = সর্ব্বতোভাবে ধারণ পোষণ করায় যে সম্বেগ।

৩২। আপালনী—৩০৬ = সর্ব্বতোভাবে পালন ক'রে চলে যা'।

৩৩। আয়ত্তী—২৪৭ = যা'র ভিতর দিয়ে আয়ত্ত হয়।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৩৪। আরতিসম্পন্ন—২০১ = সম্যকভাবে অনুরাগযুক্ত।

৩৫। আশিস্-মূর্ত্তনা—১২৬ = অনুশাসন যেখানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে।

ই

৩৬। ইষ্টার্থ-অনুস্রবা—২০৮ = ইষ্টের প্রয়োজন নিঃসৃত হ'য়ে চলেছে যা'র ভিতর দিয়ে।

৩৭। ইষ্টার্থ-পরিবেদনী—২১২ = ইষ্টের প্রয়োজনকে সম্যকভাবে জানতে পারে যা'।

৩৮। ইষ্টীতপাঃ—৫৬ = ইষ্টের তপস্যা নিয়ে চলে যা'।

ঈ

৩৯। ঈক্ষণ-তাৎপর্য্যে—২৫৭ = দর্শন-তৎপরতায়।

৪০। ঈশগৌরবী—১১৯ = ঈশ্বরের গৌরবে গৌরবান্বিত।

৪১। ঈশ্বর-অনুবেদ্য—১৩৪ = ঈশ্বর-কর্ত্তৃক অনুবেদিত হওয়ার যোগ্য। তিনি যা'তে তাঁ'র বেদনার (জ্ঞানের) অনুরূপ বেদনা (জ্ঞান) আমাদের ভিতর সৃষ্টি করতে পারেন তেমনতর হওয়া।

উ

৪২। উচ্চল—১৭৪ = উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল।

৪৩। উৎক্রমণী—৪৯ = উন্নতি-অভিমুখে এগিয়ে চলেছে যা'।

৪৪। উত্তর-ঔজ্জ্বল্যে—২৯৬ = জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উজ্জ্বল হ'য়ে।

৪৫। উৎ-ধাবনী—২২৪ = শ্রেষ্ঠ-অভিমুখে চলৎশীল।

৪৬। উৎসৃজী—৩০৬ = উন্নত সৃজন-শীল।

৪৭। উদয়নী—৩০৫ = উদয়ের (বৃদ্ধির) পথে নিয়ে যায় যা'।

৪৮। উদ্গমনী—৫৭ = উন্নতির পথে গমনশীল।

৪৯। উদ্দৃপ্ত—* = শ্রেয়-আনতির ভিতর-দিয়ে বিকশিত দৃপ্তভাব।

৫০। উদ্ধৃতি—৯৪ = উৎকর্ষে স্থিতি।

৫১। উদ্বাহ-নিবদ্ধ—৩৫১ = উত্তমরূপে বহন করতে তৎপর।

৫২। উদ্ভাসন—২৯৩ = উজ্জ্বলীকরণ।

৫৩। উপসেবনা—৫২ = নিকটে থেকে সেবা করা।

৫৪। উপাদান-সংহিতি—৪৭ = উপাদানের সমন্বয়।

ঊ

৫৫। ঊর্জ্জী—২২৭ = শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

ঋ

৫৬। ঋজী-প্রবণ—২৯৮ = 'পজিটিভ্' ঝোঁকসম্পন্ন।

৫৭। ঋণাত্মক—২৯৮ = 'নেগেটিভ্'।

এ

৫৮। এষণা—২১২ = পুনঃ-পুনঃ করণ-ইচ্ছা।

ক

৫৯। কলগতি—১২৫ = সম্বেগশীল স্বতঃপ্রবহমান চলন।

৬০। কীলকেন্দ্র—১৯৬ = মূল সংযোগ-কেন্দ্র।

৬১। কেন্দ্রায়নী—৩৭ = কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যায় যা'।

৬২। ক্লেশসুখপ্রিয়তা—১৮৫ = কষ্টটাই যখন সুখের হয়, সেটাকে ভাল লাগা।

চ

৬৩। চর—২২৭ = নেগেটিভ্ (negative)।

৬৪। চিতি-চৈতন্য—১৪২ = বোধবান্ চৈতন্য।

৬৫। চিৎকণার রসসম্ভারী রাসলীলা—২৮১ = চেতন কণিকাসমূহ বিচিত্র আনন্দানুভূতি সঞ্চারিত ক'রে যে লীলায়িত রসাস্বাদনের সৃষ্টি করে।

৬৬। চিৎপ্রবৃত্তি—২২৩ = চেতন থাকার দরুন যে কর্ম্মপ্রবাহ।

৬৭। চুলচাটা—২৬০ = 'অক্টোপাস্' নামক সামুদ্রিক প্রাণীর চলতি নাম।

জ

৬৮। জৃম্ভী-প্রতিভা—৩৫৯ = যে প্রতিভা ক্ষয় বা জীর্ণতাকেই বিকশিত করে।

ত

৬৯। তড়িৎ-ভরণ—২৮৫ = 'ইলেক্ট্রিক চার্জ্'।

৭০। তদ্বেদনী—৩৩৪ = সেই সম্পর্কে জ্ঞানবান।

৭১। তপস্তপ্ত—৯৯ = তপস্যার অনুশীলনে বিরামহীন গতি।

৭২। তমসা-অঞ্জিত—১৩১ = আঁধার-মাখানো, অন্ধকারাচ্ছন্ন।

৭৩। তালিমী তৎপরতা—২৮২ = সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল গতি।

৭৪। তৃপণা—৩১২ = তৃপ্তি।

দ

৭৫। দীপন-দর্ভী—২২৭ = শোভন গ্রন্থন-যুক্ত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

ধ

৭৬। ধনাত্মক—২৯৮ = 'পজিটিভ্' । বিপরীত শব্দ 'ঋণাত্মক'।

৭৭। ধৃতধী—১৪০ = যে চিন্তা ও চেতনাকে ধারণ করা হয়েছে।

৭৮। ধ্বান্ত-নিমজ্জন—২৪৮ = গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাওয়া।

ন

৭৯। নন্দিতশ্রমা—১৮৯ = শ্রমটা যা'র কাছে আনন্দদায়ক।

৮০। নিবন্ধী—৭২ = নিবিড়ভাবে বন্ধন ক'রে রাখে যা'।

৮১। নিয়মন প্রবণতা—১১৮ = নিয়ন্ত্রণ করার ঝোঁক।

৮২। নিশ্চয়ী—৮ = নিশ্চয়াত্মক।

প

৮৩। পরশোষী—৬১ = অন্যকে শোষণ করাই যা'র স্বভাব।

৮৪। পরাপর—১৮৫ = পর ও অপর, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট।

৮৫। পরাবর্ত্তনা—২৮৬ = ঠিক তেমনিভাবে থেকে চলা, পরবর্তী আবর্ত্তন।

৮৬। পরিচরণ—১৩২ = গতি, চলা।

৮৭। পরিচারণা—১৯২ = সেবা, পরিচর্য্যা।

৮৮। পরিপ্রেক্ষা—১০৯ = বিচারমূলক চিন্তা ও দর্শন।

৮৯। পরিবীক্ষণা—৪৮ = সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন।

৯০। পরিবেদনা—২০ = সম্যক বা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।

৯১। পরিভরণা—৩২৫ = পরিপোষণ।

৯২। পরিমিতি—৩১৮ = পরিমাপ।

৯৩। পূতিশ্রী—৯২ = কুৎসিত শোভা।

৯৪। পৌরুষ-বীর্য্যী = ২৯৮—পূরণ-পোষণ করার পথে স্থির অগ্রগতিসম্পন্ন।

৯৫। প্রবণ-তাৎপর্য্য = ১১৮—সক্রিয় ঝোঁক।

৯৬। প্রভবতা—১৭ = প্রভুত্বের ভাব।

৯৭। প্রসৃত—৬৫ = গতিশীল।

৯৮। প্লবচলন—১৯৬ = যে-চলন প্লাবিত ক'রে চলে, Floody go।

ব

৯৯। বজায়ী প্রয়োজন—২৫১ = বজায় রাখার প্রয়োজন।

১০০। বরণ-দীপিকা—৩০৮ = বরণকে যা' দীপ্ত করে তোলে।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১০১। বালার্ক-জলুস—৩৪৬ = প্রথম সূর্য্যের কিরণছটা।

১০২। বিক্ষেপী তাৎপর্য্যে—২৯৭ = বিক্ষিপ্ত করে দেওয়ার তৎপরতায়।

১০৩। বিজৃম্ভী—২১৫ = সর্ব্বগ্রাসী।

১০৪। বিদিতি-অর্ঘ্য—১৪২ = জ্ঞানরূপ অর্ঘ্য।

১০৫। বিনায়নী তাৎপর্য্য—১৮ = বিনায়িত (নিয়ন্ত্রিত) করার তৎপরতা।

১০৬। বিনোদ-দীপনা—১৩৯ = আনন্দের উৎফুল্লতা।

১০৭। বিভাজন—৬১ = (সৎ ও অসৎ-এর) বিভাগ করণ।

১০৮। বীক্ষণ—৫১ = দর্শন।

১০৯। বীচি-বিকিরণী—১৩২ = ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় বিকিরণ-যুক্ত।

১১০। বেক্ষণ—১৮২ = দর্শন।

১১১। বেদন-উৎকণ্ঠ—১৭৯ = জ্ঞান ও প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা যেখানে বিদ্যমান।

১১২। বোধায়নী—৪৬ = বোধের (জ্ঞানের) পথে নিয়ে চলে যা'।

ভ

১১৩। ভাবানুবেদনা—৩০৯ = হওয়া (becoming)-অনুযায়ী যে প্রাপ্তি বা জ্ঞান হয়।

১১৪। ভাবী—৩ = ভাবনা (চিন্তা)-পরায়ণ।

১১৫। ভূমা—১৯৬ = বিস্তৃত, প্রসারিত।

ম

১১৬। মরকোচী—৩০১ = মরকোচ অর্থাৎ কৌশল-বিশিষ্ট, কৌশলী।

১১৭। মহাত্মিকতা—২৯১ = মহান গতিশীলতা।

১১৮। মাতৃকতা—১৬৫ = যার দ্বারা সব কিছু পরিমাপিত হ'য়ে আছে।

১১৯। মূর্চ্ছনা—২৬৭ = মূর্ত্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।

য

১২০। যমন-দীপনা—৫১ = নিয়ন্ত্রণের দীপ্তি।

১২১। যমন-প্রবণতা—১১৮ = সংযমের ঝোঁক।

১২২। যাচী—৬১ = যে কেবল মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়।

১২৩। যোগ-প্রবণতা—১১৮ = যুক্ত হওয়ার ঝোঁক।

১২৪। যোগমায়া প্রসূত প্রাকৃত চেতনা—২২৩ = যোগমায়া—('পজিটিভ্ ও নেগেটিভ্'-এর) যোগের ভিতর-দিয়ে যে পরিমাপন বা বিশেষ সীমায়িত প্রকাশ ঘটে,

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

অর্থাৎ সমগ্র জগৎ।—সেই যোগমায়াকে জানার ভিতর-দিয়ে যে প্রাকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক চেতনা জন্মে।

১২৫। যোগাবেগ—৫৯=যুক্ত হওয়ার আবেগ, Tendency to unfication, [যোগ+আবেগ]

র

১২৬। রজস্‌দীপী—২৯৮=রঞ্জনকারী বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান।

১২৭। রঞ্জিমভঙ্গী—২৮১=মনোরঞ্জনী হাবভাব।

১২৮। রিচীপ্রবণ—২৯৮='নেগেটিভ্‌'।

ল

১২৯। লালন-সংক্ষুধ—২৯৮=পালনের জন্য আগ্রহশীল।

১৩০। লীনীভাব—৬৫=লয় পাওয়া বা লুপ্ত হওয়ার ভাব।

শ

১৩১। শাতনী—৪৬=শাতন (satan)-এর ভাবযুক্ত, শয়তানী।

১৩২। শালিন্য-দীপনা—১৪১=চলা-বলার দীপ্তি।

১৩৩। শীলন-সন্দীপী—১২৯=অভ্যাস ও অনুশীলনকে সম্যক প্রকারে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

১৩৪। শ্লেষণ-তাৎপর্য্য—১২৯=সংযোগ ও মিলন-তৎপরতা।

স

১৩৫। সংক্ষুধ—৭১=আগ্রহাকুল।

১৩৬। সংশ্রয়ী সম্বর্ত্তনা—১৩১=আশ্রয়পূর্ব্বক থাকার চলন।

১৩৭। সংহিত—১০৩=সমীচীনভাবে বিধৃত।

১৩৮। সঞ্চীয়মান—৬২=সঞ্চিত হ'য়ে চলেছে যা'।

১৩৯। সত্তা-অনুশায়িত—২৭০=অস্তিত্বের মধ্যে শায়িত অর্থাৎ লুক্কায়িত যা'।

১৪০। সন্ধিক্ষু-নন্দনা—২২৮=প্রদীপ্ত আনন্দ।

১৪১। সমাহিতি—১৪১=সমাহিত হওয়ার ভাব।

১৪২। সম্বীক্ষণী—৪৭=সম্যক দর্শন আছে যাতে।

১৪৩। সম্বেদনা—১৬৫=সম্যক জ্ঞান বা বোধ।

১৪৪। সাবুদ—৫১=স্থিরনিশ্চয়, সিদ্ধ।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১৪৫। সাম্যসূত্র—৬৫ = সমানভাবে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে যে-সূত্র, common thread.

১৪৬। সাযুজ্য-অভিনন্দনা—৬২ = সংযুক্ত থাকার ফলে জাত অভিনন্দনা অর্থাৎ বর্দ্ধনা।

১৪৭। সুকেন্দ্র-সংশ্রয়ী—৩০ = সৎ কেন্দ্রকে আশ্রয় করে চলেছে যা'।

১৪৮। সুচেতী—৬৪ = সুষ্ঠু জ্ঞান-সম্পন্ন।

১৪৯। সুজৃম্ভণী—২৮১ = বিশেষভাবে বিকাশশীল।

১৫০। সুশাসী—২১৮ = মঙ্গলের পথে শাসিত (চালিত) করে যা'।

১৫১। সৌরত-উদ্গতি—২৮২ = সুরতসম্বেগের ঊর্দ্ধ্বগমন।

১৫২। সৌরত-সন্দীপনা—২১১ = সুরত (Libido) অর্থাৎ সত্তাগত সম্বেগের বিকাশ।

১৫৩। সৌরদীপনা—২২৮ = (সূর্য্যের মত) তেজ ও শক্তির বিকাশ।

১৫৪। স্থয়ী—২২৭ = পজিটিভ্ [শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ।]

১৫৫। স্বতঃ-সাধিষ্ঠ—৩৫৮ = যোগ্যতম নিষ্পাদন কর্ত্তা।

১৫৬। স্বস্ত্যয়নী-সম্বেগ—১৪১ = ভাল থাকার আবেগ।

হ

১৫৭। হিরণ্ময় কিঙ্কিণী ঝঙ্কার—২৮১ = সোনালী আভাসম্পন্ন কিন্-কিন্ ধ্বনি-উৎপাদক ঝঙ্কার।

১৫৮। হ্রষী-স্পন্দনার কঙ্কিত ঝঙ্কার—২৮১ = আনন্দকর-স্পন্দনজনিত ধ্বনিময় ঝঙ্কার।

* তারকাচিহ্নিত শব্দটি বইয়ের নম্বরবিহীন প্রথম বাণীতে অবস্থিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তপোবিধায়না ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশে শব্দার্থসংখ্যা ছিল ৬১। বর্ত্তমান (দ্বিতীয়) প্রকাশে ঐ সংখ্যা বাড়িয়ে ক'রে দেওয়া হ'ল ১৫৮। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শব্দগঠন ও প্রয়োগপ্রণালীর ধারা অনন্য ও বৈচিত্র্যময়। এই ধারার সাথে সম্যক পরিচিতি না থাকলে তাঁর বাণী হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব। তাই, পাঠকবৃন্দের একান্ত চাহিদায় তপোবিধায়নার দ্বিতীয় প্রকাশে শব্দার্থসূচীতে আরো কিছু বিশেষ শব্দ ও তার অর্থ সংযোজিত করে দেওয়া হ'ল।

নিবেদক—

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়